

किसी का दिल न दुखे , इक्यही तो क़स्द किया ;
अ१७ दिल का मेरे कद्य तो इततिसाझ करे ॥

करो ! मुझे नहीं मअलूम मेरे दिल का हाल :

तम्हे , जो सद्गुरी से लगी है , तो ऐतिहास्क करो !

मदार् क्या न तझी को कहें , वत-ए स्वद-बीन् !?



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলিপে নির্ধারিত

সংস্কৃত

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

চুনি লাল রায়

ড. পরেশ চন্দ্র ঘওল

ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য

নিরঙ্গন অধিকারী

প্রথম মুদ্রণ : জুলাই, ১৯৯৫

সংশোধন ও পরিমার্জিত : নভেম্বর, ২০০০

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনো সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন, মূদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতুহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

নবম-দশম শ্রেণির সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকটি যদিও বাংলা হরফে লিখিত কিন্তু এর ভাষা সংস্কৃত। পুস্তকটি পাঠ করে শিক্ষার্থী বেদ, মহাভারত ও শ্রীমত্গবদ্ধ গীতার অবিলাশী শ্লোক ও স্তোত্রের অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। সমাজের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য পুস্তকটিতে হিন্দুধর্মের আদর্শিক গল্প সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটিতে প্রয়োজনীয় ও সহজ ব্যাকরণও সংযোজন করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শিক্ষায় সহায়ক হবে।

পাঠ্যবই যাতে জ্বরদস্তিমূলক ও ঝুঁতিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে উঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিচ্ছিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলক্রটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ক্রস্টিমূলক করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোভ্যানে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের স্বার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্রম্

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম ভাগ			তৃতীয় ভাগ		
প্রথম পাঠ	তৈভিরীয়োপনিষৎ	১	প্রথম পাঠ	সংজ্ঞা প্রকরণ	৭৩
বিতীয় পাঠ	মহাভারতম্	৩	বিতীয় পাঠ	শব্দরূপ	৭৫
তৃতীয় পাঠ	বিষ্ণুপুরাণম্	৫	তৃতীয় পাঠ	ধাতুরূপ	৯২
চতুর্থ পাঠ	পঞ্চতন্ত্রম্	৮	চতুর্থ পাঠ	সঙ্কি	১০২
পঞ্চম পাঠ	পঞ্চতন্ত্রম্	১১	পঞ্চম পাঠ	সমাস	১১০
ষষ্ঠ পাঠ	হিতোপদেশ	১৪	ষষ্ঠ পাঠ	গত্ত ও ঘত্ত বিধান	১১৯
সপ্তম পাঠ	পঞ্চতন্ত্রম্	১৬	সপ্তম পাঠ	কৃৎ ও তদ্বিত প্রত্যয়	১২৩
অষ্টম পাঠ	হিতোপদেশ	২০	অষ্টম পাঠ	পরাম্পরাপদ ও আত্মনেপদ বিধান	১৩১
নবম পাঠ	মহাভারতম্	২৪	নবম পাঠ	গিজন্ত প্রকরণ	১৩৪
দশম পাঠ	হিতোপদেশ	২৮	দশম পাঠ	নাম ধাতু	১৩৭
একাদশ পাঠ	স্বাত্রিংশংপুত্তলিকা	৩১	একাদশ পাঠ	ক্রী প্রত্যয়	১৩৯
দ্বাদশ পাঠ	মধ্যমব্যায়োগ	৩৫	দ্বাদশ পাঠ	উপসর্গ	১৪৩
ত্রয়োদশ পাঠ	প্রতিমানাটকম্	৩৮	ত্রয়োদশ পাঠ	বাচ্য প্রকরণ	১৪৫
চতুর্দশ পাঠ	অভিজ্ঞানশূক্রতলম্	৪২	চতুর্দশ পাঠ	বিশেষণের অতিশায়ন	১৫০
পঞ্চদশ পাঠ			পঞ্চদশ পাঠ	কারক ও বিভক্তি	১৫৩
বিতীয় ভাগ			চতুর্থ ভাগ		
প্রথম পাঠ	রামায়ণম্	৪৫		সংস্কৃত অনুবাদ	১৬১
বিতীয় পাঠ	রামায়ণম্	৪৯		অভিধানিকা	১৬৬
তৃতীয় পাঠ	মহাভারতম্	৫৩			
চতুর্থ পাঠ	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৫৭			
পঞ্চম পাঠ	শ্রীশ্রীচতুর্থী	৬১			
ষষ্ঠ পাঠ	মনুসংহিতা	৬৪			
সপ্তম পাঠ	ত্বরমালা	৬৭			
অষ্টম পাঠ	সৃঙ্গিবন্ধ সংগ্রহ	৭০			

প্রথম ভাগ

গদ্যাংশ

প্রথম পাঠ

[তৈত্তিরীয়োপনিষৎ]

আচার্যানুশাসনম্

বেদমনৃচ্য আচার্যঃ অন্তেবাসিনম্ উপশাঙ্কি সত্যঃ বদ। ধর্মঃ চর। স্বাধ্যায়ান্যা প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন
প্রমদিতব্যম্। ভূত্যে ন প্রমদিতব্যম। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম॥

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি,
তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকৎ, সুচরিতানি, তানি তৃয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি।

যে কে চাপ্মছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ তেষাঃ তৃয়োসনেন প্রশ্পসিতব্যম। প্রদ্যয়া দেয়ম। অশ্রদ্ধায়াভদ্যেয়ম। শ্রিয়া
দেয়ম। হিয়া দেয়ম। ভিয়া দেয়ম। সংবিদা দেয়ম। অথ যদি তে কর্মবিচিকিত্সা বা বৃত্তবিচিকিত্সা বা স্যাঃ, যে
তত্ত্ব ব্রাহ্মণাঃ সমদর্শিনঃ, যুক্তা অযুক্তাঃ অলুক্ষা ধর্মকামাঃ স্যাঃ, যথা তে তত্ত্ব বর্তের, তথা তত্ত্ব বর্তেস্থাঃ। এষ
আদেশঃ। এষ উপদেশঃ এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম।

ভূমিকা

বেদ দুটি কাণ্ডে বিভক্ত-কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। এতে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের কথা
আছে। প্রধান উপনিষদ বারখানা-ঈশ, কেন, কর্ত, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাঘুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য,
বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বত্র ও কৌষিতকী। এই বারখানা উপনিষদের মধ্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদ অন্যতম।
প্রাচীনকালে গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করে শিষ্যগণ যখন গৃহে ফিরে যেত, তখন গুরু একটি অনুষ্ঠান করতেন।
এ অনুষ্ঠানের নাম সমাবর্তন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গুরু ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য কতকগুলো
উপদেশ দিতেন। বর্তমান পাঠটি সমাবর্তনে প্রদত্ত গুরুর উপদেশাবলি সম্পর্কিত। এটি তৈত্তিরীয় উপনিষদের
প্রথম অধ্যায়ের একাদশ অনুবাকের অংশ বিশেষ।

শব্দার্থ : অনুচ্য- অধ্যাপনা করে। অন্তেবাসিনম্- শিষ্যকে। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম- বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা
থেকে। দেবপিতৃকার্যাভ্যাম- দেব ও পিতৃকার্য অর্থাৎ যজ্ঞাদি ও তর্পণাদি থেকে। প্রশ্পসিতব্যম- শ্রম দূর করা
উচিত। হিয়া- ন্ত্রিতার সঙ্গে। সংবিদা- মিত্রভাবে। অলুক্ষাঃ- অনিষ্টুর।

ব্যাকরণ :

সন্ধিবিচ্ছেদ : বেদমনৃচ্য = বেদম + অনুচ্য। যান্যনবদ্যানি = যানি + অনবদ্যানি। তৃয়োপাস্যানি = তৃয়া +
উপাস্যানি। বেদোপনিষৎ = বেদ + উপনিষৎ। এতদনুশাসনম = এতৎ + অনুশাসনম। চাপ্মছ্রেয়াংসঃ = চ +
অস্মৎ + শ্রেয়াংসঃ।

ব্যাসবাক্য ও সমাস নির্ণয় : মাতৃদেবঃ- মাতা দেবঃ যস্য সঃ (বহুবীহিঃ)। কর্মবিচিকিৎসা- কর্মণঃ বিচিকিৎসা বষ্ঠীতৎপুরুষ)। সমদর্শিনঃ- সমঃ পশ্যন্তি যে (উপপদতৎপুরুষঃ)।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : অন্তেবাসিনম্- কর্মে ২য়া। শাশ্যায়াৎ- অপাদানে ৫মী। দেবপিতৃকার্যাভ্যাম্- অপাদানে ৫মী। কর্মাণি- উক্ত-কর্মে ১মা।

ব্যৃৎপত্তি নির্ণয় : উপশান্তি = উপ - $\sqrt{\text{শাস্তি}}$ + লট্টি। অনৃচ্য = অনু - $\sqrt{\text{বচ্ছি}} + \text{ল্যপ্তি}$ । প্রমদিতব্যম् = প্র- $\sqrt{\text{মদ্ব্যাম্ব}}$ + তব্য, ক্লীবলিঙ্গে ১মার ১ বচন। অনুশাসনম্ = অনু $\sqrt{\text{শাস্তি}}$ + অনটি। উপনিষৎ = উপ-নি $\sqrt{\text{সদ্ব্যাম্ব}}$ + ক্লিপ।

অনুশীলনী

১। শিখের প্রতি প্রদত্ত আচার্যের উপদেশগুলো বাংলায় লেখ ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) সত্যং বদ-----কৃশলাঙ্গ প্রমদিতব্যম্।
- (খ) যান্যনবদ্যানি -----ত্বয়োপাস্যানি।
- (গ) যে কে -----শ্রিয়া দেয়ম্।
- (ঘ) যে তত্ত্ব-----বেদোপনিষৎ।

৩। সঞ্জিবিচ্ছেদ কর :

বেদমনৃচ্য, চাম্বক্ষেয়াৎশঃ, তৃয়াসনেন, এষ উপদেশঃ, এতদনুশাসনম্, এবমুপাসিতব্যম্।

৪। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

অন্তেবাসিনম্, কৃশলাঙ্গ, তৃয়া, শ্রিয়া, সংবিদা।

৫। ব্যৃৎপত্তি নির্ণয় কর :

অনৃচ্য, প্রমদিতব্যম্, সেবিতব্যানি, দেয়ম্, উপনিষৎ।

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর বাংলায় উত্তর দাও ।

- (ক) আচার্য কথন শিষ্যদের উপদেশ দিতেন?
- (খ) কোন ব্রাহ্মণদের শ্রম দূর করা উচিত?
- (গ) কীভাবে দান করবে?
- (ঘ) পিতাকে কী ভাববে?
- (ঙ) মাতাকে কী ভাববে?

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) -----কর্মাণি, তানি সেবিতব্যানি।
- (খ) তেষাং----- প্রশ্বসিতব্যম্।
- (গ) যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি-----।
- (ঘ) সংবিদা-----।
- (ঙ) এষা-----।

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ
[মহাভারতম্]
আরঞ্জেরপাখ্যানম্

আসীৎ পুরা ধৌমো নাম কশিদৃষিঃ। তস্য উপমন্যঃ আরঞ্জিঃ বেদশেতি অয়ো শিষ্যা বভুবঃ। স একৎ শিষ্যমারণগং পাঞ্চাল্যং প্রেষয়ামাস, “গচ্ছ, কেদারখণ্ডং বধান।” স আরঞ্জিরপাখ্যায়েন আদিষ্টঃ তত্ত্ব গত্তা তৎ কেদারখণ্ডং বস্ত্রং নাশকৎ। স ক্লিশ্যমানঃ অচিন্তয়ঃ, “ভবতু, এবং করিষ্যামি।” স তত্ত্ব সংবিবেশ কেদারখণ্ডে। শয়ানে চ তথা তপ্তিন তদুদকৎ তঙ্গৈ।

ততঃ কদাচিত্ত উপাধ্যায়ো ধৌমো শিষ্যাবপ্রচুরঃ, “কৃ আরঞ্জিঃ পাঞ্চাল্যে গতঃ।” তৌ তৎ প্রত্যুচ্চতুঃ, “ভগবন্ম! ত্বয়েব প্রেষিতো “গচ্ছ, কেদারখণ্ডং বধান” ইতি।

স তত্ত্ব গত্তা তস্যাহ্বানায় শব্দং চকার, “ভো আরঞ্জে! পাঞ্চাল্য! কৃসি বৎস?” উপাধ্যায়বাক্যং শৃঙ্গত্বা আরঞ্জিঃ তস্মাত্ত কেদারখণ্ডং সহসোখায় তমুপাধ্যায়ম্ উপতঙ্গে। প্রোবাচ চৈনম্য, “অয়মস্মি, অত্র কেদারখণ্ডে নিঃসরমাণম্ উদকৎ সংরোচ্ছুং শয়িতঃ ভগবচ্ছব্দয় শৃঙ্গত্বে সহসা কেদারখণ্ডং বিদীর্ঘ ভবত্তমুপস্থিতঃ। তদভিবাদয়ে ভগবত্তম্। আজ্ঞাপয়তু ভবান্ম, কর্মর্থং করিষ্যামি?”

এবমুক্ত উপাধ্যায়ঃ প্রতুবাচ, “যস্মাত্ত ভবান্ম, কেদারখণ্ড বিদীর্ঘ উদ্বালক এব নাম্না ভবান্ম ভবিষ্যতি। যস্মাচ্চ ত্বয়া মদ্বচনমনুষ্ঠিতৎ তস্মাত্ত শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যসি। সর্ব এব তে বেদাঃ প্রতিভাস্যাত্তি, সর্বাণি চ ধর্ম শাস্ত্রাণি।

স এবমুক্ত উপাধ্যায়েন ইষ্টং দেশং জগাম।

ভূমিকা

মহৰ্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসরচিত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত মহাভারতের আদি পর্ব থেকে ‘আরঞ্জেরপাখ্যানম্’ সংকলিত। এই উপাখ্যানে গুরুশুন্ধুর মহিমা বর্ণিত হয়েছে। শাস্ত্রে আছে- “গুরুশুন্ধুষয়া বিদ্যা” গুরুশুন্ধুর দ্বারা বিদ্যা লাভ হয়। ধৌম্য খৃষির শিষ্য আরঞ্জি এই শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করে গুরুসেবার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

শব্দার্থ : তদুদকৎ- সেই জল। শৃঙ্গত্বা- শুনে। উথায়- উঠে। অভিবাদয়ে- অভিবাদন করি। সংরোচ্ছুং- রূপ করতে। আজ্ঞাপয়তু- আদেশ করান। বিদীর্ঘ- বিদীর্ঘ করে। অবাপ্স্যসি- লাভ করবে। প্রতিভাস্যাত্তি- প্রতিভাত হবে।

সন্ধিবিচ্ছেদ : কশিদৃষিঃ = কঃ + চিৎ + খ্যিঃ।

আরঞ্জিরপাখ্যায়েন = আরঞ্জিঃ + উপাধ্যায়েন।

ত্বয়েব = ত্বয়া + এব। সহসোখায়- সহসা + উথায়। ভবত্তমুপস্থিতঃ = ভবত্তম + উপস্থিতঃ।

মদ্বচনমনুষ্ঠিতম = মৎ + বচনম + অনুষ্ঠিতম্।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : কেদারখণ্ডং- কর্মে ২য়া। উপাধ্যায়েন- অনুক্ত কর্তায় ৩য়া। আহ্বানায়-তাদর্থে ৪র্থী।

যস্মাত্ত-হেতু অর্থে ৫ষ্ঠী। শ্রেয়ঃ- কর্মে ২য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস : উপাধ্যায়বাক্যং- উপাধ্যায়স্য বাক্যং- ৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ। মদ্বচনম- মম বচনম- উষ্টী

তৎপুরুষ। ধর্মশাস্ত্রাণি-ধর্মবিষয়কানি শাস্ত্রাণি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ)

বৃৎপত্তি নির্ণয় :- বড়বুঃ = $\sqrt{ভ} + লিট উস$ । তঙ্গো = $\sqrt{হা} + লিট অ$ । চকার = $\sqrt{ক্ৰ} + লিট অ$ ।

শৃঙ্খলা = $\sqrt{শ্ৰ} + জ্ঞাচ$ । উথায় = উত- $\sqrt{হা} + ল্যপ$ । সংরোধুম = সম- $\sqrt{ৰুধ}$ + তুমুন্ত। অবাসস্যসি = অব- $\sqrt{আপ} + লৃট স্যসি$ ।

অনুশীলনী

১। শুরুত্বদ্বারা দ্বারা যে বিদ্যা লাভ হয় ‘আরুগেরুপাখ্যানম’-এর মাধ্যমে তা প্রমাণ কর।

২। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

- (ক) ততঃ কদচিত্তি----- ইতি ।
- (খ) প্ৰোৰাচ চৈনম----- ভবত্তমুপস্থিতঃ ।
- (গ) যশ্মাত্ তৰান্ত----- অবাপ্স্যসি ।

৩। সঙ্গি বিশ্লেষণ কর :

কশিদৃষিঃ, শিষ্যাবপৃচ্ছৎ, কুসি, সহসোধায়, ভবত্তমুপস্থিতঃ ।

৪। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

উপাধ্যায়েন, আহ্বানায়, ভগবত্তম, অৰ্থৎ, তশ্মাত় ।

৫। ব্যাসবাক্যসহ সমাদের নাম লেখ :

কেদারখণ্ড, ভগবচ্ছদং, মদবচনম, ধৰ্মশাস্ত্রাণি ।

৬। বৃৎপত্তি নির্ণয় কর:

বড়বুঃ শৃঙ্খলা, সংরোধুম, শয়িতঃ, বিদীর্ঘ ।

৭। নিচের প্রশ্নগুলোর বাংলায় উত্তর দাও :

- (ক) উপমন্ত্য কে ছিলেন?
- (খ) ধৌম্য খৰি কেদারখণ্ড বাঁধতে কাকে পাঠিয়েছিলেন?
- (গ) ‘আরুগেরুপাখ্যানম’ মহাভারতের কোন্ পর্বের অন্তর্গত?
- (ঘ) কেদারখণ্ড বন্ধনের জন্য আরুগি কি করেছিল?
- (ঙ) আরুগির ফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে খৰি ধৌম্য কী করলেন?
- (চ) খৰি ধৌম্যের আহ্বান শুনে আরুগি কী করেছিল?
- (ছ) খৰির নিকট গিয়ে আরুগি কী বলল?
- (জ) খৰি আরুগিকে উদ্বালক নাম দিয়েছিলেন কেন?

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) গচ্ছ,-----বধান ।
- (খ) -----কুসি বৎস ।
- (গ) তদভিবাদয়ে----- ।
- (ঘ) স ইষ্টং----- জগাম ।
- (ঙ) সৰ্বে এব তে বেদাঃ----- ।

তত্ত্বাত্মক পাঠ
[বিষ্ণুপুরাণম্]
যথাতেরত্পাখ্যানম্

আসীৎ পুরা সূর্যবৎশে যথাত্তির্নাম কশিতি রাজা । তস্য সর্বশাস্ত্রকুশলা মহাবলাশ পঞ্চ পুত্রা আসন् । অথ কদাচিতিৎ শুক্রচার্যঃ কুপিতঃ “অচিরাত্তিৎ জরামাত্ত্বাহি” ইতি যথাত্তিৎ শশাপ । তেন স রাজা অকালেনৈব জরামবাপ । ততস্তস্য রাজঃ স্তবেন পরিতৃষ্টঃ শুক্রচার্যঃ প্রত্যবাচ, “যদি তব পুত্রাণাং কোহপি জরাঃ গৃহীত্বা স্বযৌবনং তে দদাতি তর্হি ত্বং জরামুজ্জো ভবিষ্যসি ।”

ততো নৃপঃ ক্রমেণ পঞ্চ পুত্রানাত্ম উবাচ, “শুক্রচার্যশাপাতিৎ জরেযং মামুপছিতা । তামহং তস্যেব অনুগ্রহাত্ম যুদ্ধাকং কষ্টে অপি বর্ষসহস্রং দাতুমিছামি । তদব্রহ্ম যুদ্ধাকং কঃ স্বযৌবনং মে দত্তা জরাঃ গ্রহীয্যতি?”

পিতা এবমনুনীতোহপি চতুর্ণাং পুত্রাণাং ন কোহপি জরামাদাতুমৈচ্ছেৎ । তৈরাপি প্রত্যাখ্যাতো নৃপস্ত্রান শশাপ ।

অথ কনিষ্ঠঃ পুত্রঃ পুরঃ রাজানং প্রগম্য সবঙ্গমানমুবাচ, “মহান् প্রসাদোভয়ম্” ইত্যত্ত্বা স জরাঃ প্রতিজ্ঞাহ স্বযৌবনং চ পিত্রে দণ্ডবান् । রাজা তু যৌবনমাসাদ্য বর্ষসহস্রং বিষয়মচরৎ সম্যক্ত চ প্রজাপালনং কৃতবান् ।

অঈকদা স পুরুষান্ত্য উবাচ-

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যাতি ।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্তেব ভূয় এবাভিবর্ধতো ॥

-ইত্যভিধায় স পুরঃ রাজ্যে অভিষিদ্য তপসে বনং জগাম ।

ভূমিকা

পুরাণ সংকৃত সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ । পুরাণের প্রধান বৈশিষ্ট্য পাঁচটি- সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (ধ্বংসের পরে নতুন সৃষ্টির বিকাশ), বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশ বর্ণনা), মন্ত্র (মনুগণের শাসনকাল) ও বংশানুচরিত (রাজগণের বংশের ইতিহাস) । মহাপুরাণ ১৮ খানা, উপপুরাণও ১৮ খানা । অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ অন্যতম । এই পুরাণ সান্তিক পুরাণ । এতে শ্রীবিষ্ণুর মহিমা পরিকীর্তিত হয়েছে ।

“যথাতেরত্পাখ্যানম্” বিষ্ণুপুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে রচিত ।

শব্দার্থ : সর্বশাস্ত্রকুশলা- সকলশাস্ত্রে পারদশী । শশাপ- অভিশাপ দিলেন । গৃহীত্বা- গ্রহণ করে । আহূয়- ডেকে ।
শুক্রচার্যশাপাতি- শুক্রচার্যের অভিশাপে । আদাতুম- গ্রহণ করতে । দণ্ডবান- দিলেন । হবিষা- ঘৃতের দ্বারা । কৃষ্ণবর্ত্তা- অগ্নি ।

সঙ্কিতিচেদ : যথাতির্নাম- যথাতিঃ + নাম। অচিরাত্তং = অচিরাত্ + তৎ। পঞ্চপুত্রানাহুয় = পঞ্চপুত্রান् + আহুয়। যৌবনমাসাদ্য = যৌবনম্ + আসাদ্য। ইত্যুক্তা = ইতি + উক্তা। এবাভিবর্ধতে = এব + অভিবর্ধতে।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : জরাম- কর্মে ২য়া। তে- সম্প্রদানে ৪র্থী। শুক্রাচার্যশাপাত্- হেতু অর্থে ৫মী। তৈঃ- অনুকৃ কর্তায় ৩য়া। পিত্রে- সম্প্রদানে ৪র্থী। উপভোগেন- করণে ৩য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস : জরামুক্তঃ- জরসঃ মুক্তঃ- ৫মী তৎপুরুষঃ। বর্ষসহস্রং- বর্ষাণাং সহস্রং ৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ। সর্বশাস্ত্রকুশলাঃ- সর্বাণি শাস্ত্রাণি (কর্মধারয়ঃ), তেমু কুশলাঃ (৭মী তৎপুরুষঃ)।

ব্যৃৎপত্তি নির্ণয় : আপুহি = $\sqrt{\text{আপ}} + \text{লোটি}$ হি। শশাপ- শশঃ লিটি অ। অবাপ = অব- $\sqrt{\text{আপ}} + \text{লিটি}$ অ। গৃহীত্বা = $\sqrt{\text{গ্রহ}} + \text{জাচ}$ । আহুয় = আ - $\sqrt{\text{হেব}} + \text{ল্যাপ}$ । আদাতুম = আ- $\sqrt{\text{দা}} + \text{তুমুন}$ । অভিবর্ধতে = অভি- $\sqrt{\text{বৃদ্ধি}} + \text{লটি}$ তে।

অনুশীলনী

১। 'যথাতেকপাখ্যানম' কোনু পুরাণের অন্তর্গত? উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় লেখ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) অথ কদাচিত্----- জরামবাপ।
- (খ) ততো নৃপঃ ----- দাতুমিছামি।
- (গ) অথ কনিষ্ঠঃ পুত্রঃ ----- পিত্রে দত্তবান্ম।
- (ঘ) রাজা তু----- কৃতবান্ম।

৩। সপ্থসঙ্গ ব্যাখ্যা কর :

ন জাতু কামঃ ----- এবাভিবর্ধতে।

৪। সঙ্কি বিচ্ছেদ কর :

যথাতির্নাম অচিরাত্তং, পঞ্চপুত্রানাহুয়, দাতুমিছামি, নৃপস্তান, যৌবনমাসাদ্য, এবাভিবর্ধতে।

৫। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় :

জরাম, পিত্রে, তান, রাজানং, হবিষা।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

জরামুক্তঃ, বর্ষসহস্রং, সর্বশাস্ত্রকুশলাঃ মহাবলাঃ, শুক্রাচার্যশাপাত্।

৭। ব্যৃৎপত্তি নির্ণয় কর :

শশাপ, গৃহীত্বা, আদাতুম, আসাদ্য, আহুয়, অভিবর্ধতে।

৮। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) মহাপুরাণ কয়াটি?
- (খ) পুরাণের লক্ষণ কী কী?
- (গ) বিষ্ণুপুরাণে কার মহিমা বর্ণিত হয়েছে?
- (ঘ) যথাতি কে ছিলেন?
- (উ) শুক্রাচার্য যথাতিকে কী অভিশাপ দিয়েছিলেন?
- (চ) যথাতি পুত্রদের ডেকে কী বললেন?
- (ছ) রাজা যথাতির জরা কে গ্রহণ করেছিল?
- (জ) রাজা কত বছর বিষয় ভোগ করেছিলেন?
- (ঝ) রাজা কাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন?

৯। সঠিক উত্তরটি লেখ :

(ক) যথাতি জন্মগ্রহণ করেছিলেন -

- | | |
|---------------|-----------------|
| (১) সূর্যবৎশে | (২) চন্দ্রবৎশে |
| (৩) গুপ্তবৎশে | (৪) মৌর্যবৎশে । |

(খ) যথাতির ছিল -

- | | |
|----------------|-----------------|
| (১) পাঁচ পুত্র | (২) তিন পুত্র |
| (৩) চার পুত্র | (৪) দুই পুত্র । |

(গ) যথাতিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন -

- | | |
|-----------------|----------------|
| (১) শুক্রাচার্য | (২) ব্যাস |
| (৩) বিশ্বামিত্র | (৪) দুর্বাসা । |

(ঘ) যথাতির কনিষ্ঠ পুত্র ছিল -

- | | |
|----------|-----------|
| (১) যদু | (২) পুরু |
| (৩) পঞ্চ | (৪) মধু । |

(ঙ) যথাতি রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন -

- | | |
|------------|-----------|
| (১) পুরুকে | (২) মধুকে |
| (৩) যদুকে | (৬) রঘুকে |

চতুর্থ পাঠ
[পঞ্চতন্ত্রম्]
পঞ্চতন্ত্রকথামুখ্যম্

অস্তি দাঙ্কিণত্যে জনপদে মহিলারোপ্যং নাম নগরম্। তত্র সকল্যাৰ্থিসার্থকল্পদ্রুমঃ সকলকলাপারংগতঃ অমরশক্তিনাম রাজা বভুব। তস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পরমদুর্মেধসো বসুশক্তিৰঞ্চক্ষিণেকশক্তিশ্চেতি নামানো বভুবুঃ। অথ রাজা তান् শাস্ত্রবিমুখানালোক্য সচিবানাহুয় প্ৰোৰাচ, “তোঃ, ভাতমেতদ ভবত্তিৰ্যন্মৈতে পুত্রাঃ শাস্ত্রবিমুখা বিবেকৰহিতাশ। তদেতান् পশ্যতো মে মহদপি রাজ্যং ন সৌখ্যমাবহতি। অথবা সান্দিদমুচ্যতে-

অজাতম্যতমৰ্খেভ্যো মৃতাজাতো সুতো বৰয়।
যতস্তো স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবৎ জড়ো দহেৎ॥
কোহর্থঃ পুণ্ডেগ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভত্তিমানঃ।
কিং তয়া ক্ৰিয়তে ধেন্দা যা ন সৃতে ন দুঃখদা॥

তদেতষাং যথা বুদ্ধিপ্রকাশে ভবতি তথা কোৱপি উপায়োহন্তীয়তাম্। অত্র চ মদভাং বৃত্তিং ভুঙ্গানানাং পণ্ডিতানাং পঞ্চতন্ত্রী তিষ্ঠতি। ততো যথা মম মনোৱথাঃ সিদ্ধিঃ যাতি তথানুষ্ঠীয়তামিতি।”

ত্ৰৈকঃ প্ৰোৰাচ, “দেব! দ্বাদশভিবৰ্ষৈৰ্ব্যাকৰণং ক্ষয়তে। ততো ধৰ্মশাস্ত্রাণি মৰ্যাদানীনি, অৰ্থশাস্ত্রাণি চাগক্যানীনি, কামশাস্ত্রাণি বাঞ্চায়নানীনি, এবং চ ততো ধৰ্মার্থকামশাস্ত্রাণি জ্ঞায়তে। ততঃ প্রতিবোধনং ভবতি।”

অনন্তরো২পৰঃ সুমতিনামা প্রাহ, “অশাশ্বতো২য়ং জীবিতব্যবিষয়ঃ। প্ৰভৃতকালজ্ঞেয়ানি শব্দশাস্ত্রাণি। তৎ সংক্ষেপমাত্ৰাং শাস্ত্রং কিঞ্চিদেতেষাং প্ৰোৱনাৰ্থং চিন্ত্যতামিতি। উক্তং চ-

অন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং
স্বল্পং তথাযুৰ্বহবশ বিয়াঃ।
সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্যু
হংসৈৰ্যথা ক্ষীরমিবাসুমধ্যাণ॥

তদজ্ঞান্তি বিষ্ণুশৰ্মা নাম ব্ৰাহ্মণঃ সকলশাস্ত্রপারংগমঃ ছাত্রসংসদি লক্ষণীকৃতিঃ। তস্মৈ সমৰ্পয়ত্তেত্যন্তে। স নূনং দ্রাক্ষ প্ৰবুদ্ধানু কৰিয়তি।

স রাজা তদাকৰ্ণ্য বিষ্ণুশৰ্মাণমাহুয় প্ৰোৰাচ, “তো ভগবন্ত! মদনুগ্রহার্থম্ এতান् অৰ্থশাস্ত্রং প্ৰতি দ্রাগ্য যথা অনন্যসদৃশান্তি বিদ্বাসি তথা কুল। তদহং ঢাঁ শাসনশতেন যোজয়িষ্যামি।”

অথ বিষ্ণুশৰ্মা তৎ রাজানমৃচ্ছে, “দেব! ক্ষয়তাং মে তথ্যবচনম্। নাহং বিদ্যাবিক্ৰয়ং শাসনশতেনাপি কৱোমি। পুনরেতাংস্তব পুত্রান् মাসৱটকেন যদি নীতিশাস্ত্ৰজ্ঞান ন কৱোমি ততঃ স্বনামত্যাগং কৱোমি। কিং বহুনা। মমাশীতিবৰ্যস্য ব্যাবৃত্তসৰ্বেন্দ্ৰিয়াৰ্থস্য ন কিঞ্চিদৰ্থেন প্ৰয়োজনম্। কিন্তু তৎপ্ৰার্থনাসিদ্ধার্থং সৱৰ্ষতীবিনোদং কৱিয়ামি।”

অথাসৌ রাজা তাঁ ব্রাহ্মণস্য অসমাব্যাঃ প্রতিজ্ঞাঃ শ্রান্তা সসচিবঃ প্রহস্তো বিষ্ণবিতঃ তন্মে সাদরং তান্
কুমারান् সমর্প্য পরাং নির্বিত্তিমাজগাম। বিষ্ণুশর্মণাপি তানাদায় তদর্থং মিত্রভেদ- মিত্রপ্রাপ্তি- কাকোলুকীয়-
লক্ষ্মণাশ- অপরীক্ষিতকারকাণি চেতি পঞ্চতন্ত্রাণি রচয়িত্বা পাঠিতাত্ত্বে রাজপুত্রাঃ। তেইপি তান্যধীত্য
মাস্যটকেন যথোক্তাঃ সংবৃতাঃ। ততঃ প্রভৃত্যেতৎ পঞ্চতন্ত্র নাম নীতিশাস্ত্রং বালাববোধনার্থং ভূতলে
সংপ্রবৃত্তম।

ভূমিকা

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের গ্রন্থরাজির মধ্যে পঞ্চতন্ত্র অন্যতম। কথিত আছে যে পঙ্গিত বিষ্ণুশর্মা এই গ্রন্থ রচনা
করেন। গ্রন্থটি পাঁচটি তত্ত্ব বা অধ্যায়ে বিভক্ত- মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলুকীয়, লক্ষ্মণাশ ও
অপরীক্ষিতকারক। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অন্তর্গত মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির মূর্খ পুত্রদের নীতিশাস্ত্রে
অভিজ্ঞ করার জন্য এই গ্রন্থটি রচিত হয়। পৃথিবীর বহু ভাষায় পঞ্চতন্ত্র অনুদিত হয়েছে।

শব্দার্থ : পরমদুর্বেদসঃ- অত্যন্ত মূর্খ। সচিবান- মন্ত্রীদেরকে। প্রোবাচ- বললেন। সকলার্থিসার্থ কল্পন্তৰ্ম-
সকল প্রার্থীর নিকট কল্পন্তৰ্মুক্তৃপ। শ্রান্তা- শুনে। সমর্প্য- সমর্পণ করে। নির্বিত্তম- শাস্তি।

সঞ্চি বিচ্ছেদ : শাস্ত্রবিমুখানালোক্য = শাস্ত্রবিমুখান + আলোক্য। সচিবানাহুয় = সচিবান + আহুয়।
ভবত্তির্যন্তমৈতে = ভবত্তিৎ + যৎ + যম + এতে। সার্কিদমূচ্যতে = সাধু + ইদস + উচ্যতে।
দ্বাদশভির্বর্ষ্যাকরণঃ = দ্বাদশভিঃ + বর্ষঃ + ব্যাকরণঃ। প্রভৃত্যেতৎ = প্রভৃতি + এতেৎ।

কারকসহ বিভক্তি : ভবত্তিৎ- অনুজ্ঞ কর্তৃয় ওয়া। স্বল্পদুঃখায় = তাদৰ্য্য চতুর্থী। বর্ষঃ- অপবর্গে ওয়া।
ছাত্রসংসদি- অধিকরণে ৭মী। অর্থেন- ‘প্রয়োজন’ শব্দযোগে ওয়া। তানি = কর্মে ২য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস : শাস্ত্রবিমুখান- শাস্ত্রে বিমুখাঃ (৭মী তৎপুরুষঃ), তান। বিবেকরহিতাঃ- বিবেকেন রহিতাঃ
(৩য়া তৎপুরুষঃ)। পঞ্চশত্তী- পঞ্চনাং শতানাং সমাহারাঃ (ষিষ্ঠঃ)।

বৃৎপত্তি নির্ণয় : বড়ুবুঃ = $\sqrt{ভূ}$ লিট উস। পশ্যতঃ = $\sqrt{দশ}$ + শত, দশীর একবচন। দহেৎ = $\sqrt{দহ}$ +
বিধিলিঙ্গ যাত্। দুঃখদা = দুঃখ- $\sqrt{দা}$ + ক + ত্রিয়াম্য আপ। যোজয়িষ্যামি = $\sqrt{যুজ}$ + শিচ + লৃট স্যামি।
অধীত্য = $\sqrt{\text{অধি-ই}} + \text{ল্যপ}।$

অনুশীলনী

- ১। পঞ্চতন্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
- ২। রাজা অমরশক্তির মূর্খ পুত্ররা কীভাবে নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়েছিল?
- ৩। বাংলায় অনুবাদ কর :
 - (ক) তত্ত্ব----- নামানো বড়ুবুঃ।
 - (খ) অথ রাজা----- সৌখ্যমাবহতি।
 - (গ) তত্ত্বেকঃ প্রোবাচ----- প্রতিবোধনং ভবতি।
 - (ঘ) কিং বহুনা----- করিষ্যামি।
 - (ঙ) বিষ্ণুশর্মণাপি-----পাঠিতাত্ত্বে রাজপুত্রাঃ।

৪। সপ্তসঙ্গ ব্যাখ্যা কর :

- (ক) অজাতমৃতমূর্ধেভ্যো----- জড়ো দহেৎ ।
- (খ) অনন্তপারং ----- শ্঵ীরমিবামুমধ্যাঃ ।

৫। ভাবসম্প্রসারণ কর :

- (ক) কিৎ তয়া ক্রিয়তে ধেৰা যা ন সৃতে ন দুঃখদা ।
- (খ) সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্য ফল্লু ।

৬। সঙ্কিবিচ্ছেদ কর :

সচিবানাহ্য, প্রভৃত্যেতৎ, সাধিবদ্যচ্যতে, বিবেকরহিতাঃ, মন্ত্রাঃ, চাণক্যাদীনি ।

৭। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় :

ভবত্তিঃ, বৈষ্ণঃ, ছাত্রসংসদি, রাজানম् ।

৮। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

বিবেকরহিতাঃ, পঞ্চশতী, অনন্যসদৃশান, বিদ্যাবিক্রয়ং, পঞ্চতন্ত্রাণি ।

৯। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :

বভুবঃ দুঃখদা, অধীত্য, ভঞ্জানানাম্, প্রোবাচ ।

১০। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) মহিলারোপ্য নগরটি কোথায় অবস্থিত?
- (খ) রাজা অমরশক্তির পুত্রদের নাম লেখ ।
- (গ) পঞ্চতন্ত্রের কালে ব্যাকরণ শিখতে কতদিন ব্যয় করা হত?
- (ঘ) সুমতি কে ছিলেন?
- (ঙ) রাজপুত্রদের নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করেছিলেন কে?
- (চ) পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি অধ্যায় কী কী?

১১। বাক্যরচনা কর :

বভুব, পঞ্চশতী, রাজানম্, প্রয়োজনম্, শ্রয়তাম্ ।

১২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) ----- মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম ।
- (খ) যতস্তো-----যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ ।
- (গ) কিৎ তয়া----- ধেৰা যা ন সৃতে ন দুঃখদা ।
- (ঘ) অনন্তপারং কিল----- ।
- (ঙ) হংসৈর্যথা----- ।

পঞ্চম পাঠ
[পঞ্চতন্ত্রম্]
হংস-কচ্ছপ-কথা

অঙ্গি কশ্মিশিজলাশয়ে কমুগ্রীবো নাম কচ্ছপঃ। তস্য চ সঙ্কট-বিকটনাম্ভৌ মিত্রে হংসজাতীয়ে
পরমসেহকোটিমাত্রিতে নিত্যমেব সরষ্টীরমাস্যাদ্য তেন সহানেকমহর্ষিদেবষীণাং কথাং কৃত্তাত্ময়বেলায়াৎ
স্বনীড়াশ্রয়ং কুরুতঃ। অথ গচ্ছতা কালেনানাবৃষ্টিবশাং সরঃ শনৈঃ শোষমগমতঃ। ততন্তদুঃখদুঃখিতৌ
তাৰুচতুঃ, “ভো মিত্র! জন্মালশেষমেতৎ সরঃ সংজ্ঞাতমঃ। তৎ কথৎ ভবান् ভবিষ্যতীতি ব্যাকুলত্তুঃ নো হদি
বৰ্ততে।” তচ্ছুত্তা কমুগ্রীব আহ, “ভো! সাম্প্রতৎ নান্ত্যস্মাকং, জীবিতব্যং জলাভাবাং।

তথাপ্যপায়শিস্ত্যতামিতি।

উক্তঃ-

ত্যাজ্যাং ন ধৈর্যং বিধুরে২পি কালে
ধৈর্যাং কদাচিত্ত গতিমাপ্নুয়াৎ সঃ।
যথা সমুদ্রে২পি চ পোতভঙ্গে
সাংয্যত্রিকো বাঞ্ছতি তর্তুমেবা॥

অপরং চ-

মিৱার্থে বাঙ্কবাৰ্থে চ বুদ্ধিমান্য যততে সদা।

জাতাস্বাপৎসু যত্নেন জগাদিদং বচো মনঃ॥

তদানীয়তাং কচ্ছুচরজ্জুলঘূ কাষ্ঠং বা। অবিষ্যতাং চ প্রত্তজলসনাথৎ সরঃ। ময়া তস্য লঘুকাষ্ঠস্য মধ্যপ্রদেশে
দন্তগৃহীতে সতি যুবাং কোটিভাগয়োন্তৰকাষ্ঠং ময়া সহিতৎ সংগৃহ্য তৎসরো নয়থ।”

তাৰুচতুঃ, “ভো মিত্র! এবৎ কৱিষ্যাবঃ। পৰৎ ভবতা মৌন্তেন স্থাতব্যমঃ। নোচেৎ তব কাষ্ঠাং পাতো
ভবিষ্যতি।”

তথানুষ্ঠিতে গচ্ছতা কমুগ্রীবেগাধোবাগস্থিতৎ কিঞ্চিং পুরমালোকিতম্। তত্ত্ব যে পৌৱাণ্তে তথা নীয়মানং কূর্মং
বিলোক্য সবিশ্ময়মিদমৃচুঃ, “আহো! চক্রাকারং কিমপি পক্ষিভ্যাং নীয়তে। পশ্যত পশ্যত।”

অথ তেষাং কোলাহলমাকর্ণ্য কমুগ্রীব আহ, “ভোঃ! কিমেষ কোলাহলঃ? ইতি বক্তুমনা অর্ধোক্তো পতিতঃ পৌরৈঃ
খঙ্গঃ কৃতশ্চ। তথোক্তঃ-

সুহৃদাং হিতকামানাং ন করোতীত যো বচঃ

স কূর্ম ইব দুর্বুদ্ধিঃ কাষ্ঠাদ্য ভ্রষ্টো বিনশ্যতি॥

ভূমিকা

‘হংস-কচ্ছপ-কথা’ গল্পটি পঞ্চ অন্তর্গত। পঞ্চতত্ত্বাদি গল্পগুলোর মধ্যে কচ্ছপের স্থান খুব কম। এই গল্পে কচ্ছপ হিতকামী বন্ধুর কথা না শোনায় প্রাণ হারিয়েছে। অতএব, কল্যাণকামী বন্ধুর উপদেশ অবশ্য অনুসরণীয়।

শব্দার্থ: কম্ভুটীব- শঙ্গের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবা যার। অনাবৃষ্টিবশাঃ- অনাবৃষ্টিহেতু। জম্বালশেষম্- যাতে কেবল কাদা আছে। সাংযাত্রিকঃ- পোতবণিক। বিধুরে২পি কালে- প্রতিকূল সময়েও। জগাদ- বলেছেন।

সঙ্ক্ষিপ্তিক্ষেত্র: কম্ভিশজ্জলাশয়ে = কম্ভিঃ + চিঃ + জলাশয়ে। সরস্তীরমাসাদ্য = সরঃ + তৌরম্ + আসাদ্য। শোষমগমৎ = শোষম্ + অগমৎ। তাৰুচতুঃ = তৌ + উচতুঃ কোলাহলমাকর্ণ্য কোলাহলম্ + আকর্ণ্য।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : জলাশয়ে- অধিকরণে ৭মী, কালেন- প্রকৃত্যাদিত্বাঃ তয়া। জলাভাবাঃ- হেতুর্থে ৫মী। পক্ষিভ্যাম্- অনুত্তর্কর্তায় তয়া। কাষ্ঠাঃ- অপাদানে ৫মী।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় : কম্ভুটীঃ- কমুরিব গ্রীবা যস্য সঃ- বহুব্রীহিঃ। জলাভাবাঃ- জলস্য অভাবঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তম্মাঃ। মৌনব্রতেন- মৌনঃ ব্রতঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ), তেন। বক্তুমনা- বক্তুঃ মনঃ যস্য সঃ (বহুব্রীহিঃ)।

ব্যৃৎপত্তি নির্ণয়: গচ্ছতা = $\sqrt{\text{গম}} + \text{শত}$, তয়ার ১ বচন। সঞ্চাতম্ = সম- $\sqrt{\text{জন}} + \text{ত}$, ক্লীবলিঙ্গ ১মার একবচন। স্থাতব্যম্ = স্থা + তব্য, ক্লীবলিঙ্গ ১মার একবচন।

অনুশীলনী

- ১। ‘হংস কচ্ছপ- কথা’ গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ।
- ২। গল্পটির উপদেশ সংক্ষিপ্ত শ্লোক উদ্ধৃত করে বল।
- ৩। বাংলায় অনুবাদ কর :
 - (ক) তস্যচ----- কুরুতৎঃ।
 - (খ) জম্বালশেষমেতৎ----- তথাপ্যপায়শিত্যতাম।
 - (গ) তথানুষ্ঠিতে----- পক্ষিভ্যাঃ নীয়তে।

- ৪। সঙ্ক্ষিপ্তের করণ :

কালেনানাবৃষ্টিবশাঃ, শোষমগমৎ, সরস্তীরমাসাদ্য, তাৰুচতুঃ কিমপি, করোতীহ।
- ৫। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় :

তেন, কালেন, হাদি, কম্ভুটীবঃ জলাভাবাঃ।

৬। ব্যৃৎপত্তি নির্ণয় কর :

গচ্ছতা, স্থাতবাম, পতিতঃ, ভৃষ্টঃ ।

୭। ଶନ୍ୟାହାନ ପୁରଣ କର :

- (ক) ত্যাজ্যৎ ন দৈর্ঘ্যং----- কালে ।
 (খ) -----কদাচিত্ব গতিমাপুয়াৎ সঃ ।
 (গ) যথা সমুদ্রে২পি চ----- ।
 (ঘ) -----বাঞ্ছতি তর্তুমেব ।
 (ঙ) স কৰ্ম ইব দুর্বিক্ষিঃ -----ভ্রষ্টো বিন

৮। সঠিক উত্তরটি লেখ :

(ক) কচুপটির নাম ছিল-

(খ) হংস কচ্ছপকে বলেছিল-

(গ) কুর্ম শব্দের অর্থ-

(ঘ) কম্বুজীবকে হত্যা করেছিল-

ষষ্ঠ পাঠ

[হিতোপদেশ]

বক-সর্প-নকুল-কথা

অঙ্গ্রজোপথে গুধ্রকুটো নাম পর্বতঃ । তস্য নদীতীরে বটবৃক্ষে বকা ন্যবসন् । তদ্বটস্য অধস্তাৎ বিবরে একঃ সর্পস্তিষ্ঠতি । অদুরে চান্যশিল্প বিবরে একো নকুলো ন্যবসৎ । বিবরস্য সর্পঃ বকানাং বালাপত্যানি খাদিতবান् । তদা শোকার্তনাং বকানাং বিলাপমাকর্ণ্য কেনচিদ্বৃক্ষবকেনোক্তম্, “ভোঃ! এবং কুরুত যুয়ম- মৎস্যানানীয় নকুল-বিবরাদারভ্য সপ্রবিবরং যাবৎ একেকশো বিকিরত । তর্হি নকুলো মৎস্যান্ত ভক্ষয়িতমাগত্য সর্পং দ্রুক্ষ্যতি স্বভাবদেষ্যাচ্চ তৎ হনিষ্যতি ।”

তথা কৃতে নকুলো মৎস্যানভক্ষয়ৎ, বৃক্ষকোটোরে সর্পং দৃষ্টা তমপি হতবান् । অনন্তরং স বৃক্ষেপরি পক্ষিশবকানাং শব্দং শ্রুতবান् । তদাকর্ণ্য তেন বৃক্ষমারহ্য বকশাবকা অপি খাদিতাঃ । অত উক্তম- “উপায়ং চিন্তয়ন্ত প্রাজ্ঞত্পায়মপি চিন্তয়েৎ ।”

ভূমিকা

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের গ্রন্থসমূহের মধ্যে “হিতোপদেশ” অত্যন্ত জনপ্রিয় । কথিত আছে যে বাঙালি পণ্ডিত নারায়ণ এই গ্রন্থটির রচয়িতা । পদ্ধতিরের ছায়া অবলম্বনে এটি রচিত । এর চারটি খণ্ড- মিত্রাত্মে, মিত্রলাভ, বিগ্রহ ও সঙ্কি । গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই ‘হিতোপদেশ’ রচিত । ‘বক-সর্প-নকুল-কথা’ গল্পটিও নীতিশিক্ষামূলক । কোন কাজ করার পূর্বে তার শুভ ও অশুভ উভয় দিকই বিচার করা কর্তব্য- এ নীতিবাক্যটি গল্পটিতে বিধৃত ।

শব্দার্থ : ন্যবসন্ত- বাস করত । অধস্তাৎ- নিচে । বিবরে- গর্তে । আকর্ণ্য- শুনে । আনীয়- এনে । একেকশঃ- একটি একটি করে । হতবান্ত- হত্যা করেছিল ।

সঙ্কি বিচেদ : অঙ্গ্রজোপথে = অঙ্গ + উজ্জোপথে । ন্যবসন্ত = নি + অবসন্ত । বিলাপমাকর্ণ্য = বিলাপম + আকর্ণ্য । নকুলবিবরাদারভ্য নকুলবিবরাত্তি + আরভ্য । স্বভাবদেষ্যাচ্চ - স্বভাবদেষ্যাত্তি + চ । প্রাজ্ঞত্পায়মপি = প্রাজ্ঞঃ + তু + অপায়ম + অপি ।

কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : উজ্জোপথে- অধিকরণে ৭মী । বৃক্ষবকেন- অনুকূলকর্তায় ৩য়া । স্বভাবদেষ্যাত্তি- হেতুর্থে ৫মী ।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস : নদীতীরে- নদ্যাঃ তীরে (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ) । সপ্রবিবরং- সর্পস্য বিবরং (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ) । স্বভাবদেষ্যাত্তি- স্বভাবস্য দ্বেষঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তস্মাত্তি ।

বৃৎপত্তি নির্ণয় : আকর্ণ্য = আ- $\sqrt{\text{কর্ণ}} + \text{ল্যপ}$ । আনীয় = আ- $\sqrt{\text{নী}} + \text{ল্যপ}$ । ভক্ষয়তুম্ভ = $\sqrt{\text{ভক্ষ}} + \text{তুমুন}$ । আরভ্য = আ- $\sqrt{\text{রভ্য}} + \text{ল্যপ}$ । চিন্তয়ন্ত - $\sqrt{\text{চিন্ত}} + \text{শত্তি}$, পুঁলিঙ্গে ১মার একবচন ।

অনুশীলনী

- ১। 'বক-সর্প-নকুল-কথা' গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ এবং এর উপদেশ সংস্কৃতে উদ্ধৃত কর ।
- ২। বাংলায় অনুবাদ কর :
 - (ক) তদা শোকার্তানাং-----হনিষ্যতি ।
 - (খ) তথাকৃতে-----খাদিতাঃ
- ৩। ভাবসম্প্রসারণ কর :

উপায়ঃ চিন্তয়ন্ত প্রাঞ্জন্তপায়মপি চিন্তয়েৎ ।
- ৪। 'হিতোপদেশ'- এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।
- ৫। সঞ্চিবিশেষণ কর :

সপ্তস্তিষ্ঠতি, বিলাপমাকর্ণ্য, ভক্ষয়িতুমাগত্য, বৃক্ষখারহ্য, প্রাঞ্জন্তপায়মপি ।
- ৬। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় :

উভারাপথে, বালাপত্যানি, বৃন্দবকেন, স্বভাবদ্বেষাঃ, পঞ্চিশাবকানাম্
- ৭। বৃৎপত্তি নির্ণয় করঃ

আকর্ণ্য, ভক্ষয়িতুম্, চিন্তয়ন্ত, আরভ্য, দ্রুক্ষ্যতি ।
- ৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :
 - (ক) সর্পঃ বকানাং-----খাদিতবান् ।
 - (খ) -----তৎ হনিষ্যতি ।
 - (গ) বৃক্ষমারহ্য-----অপি খাদিতাঃ ।
 - (ঘ) বৃক্ষোপরি পঞ্চিশাবকানাং শব্দঃ----- ।
 - (ঙ) বকানাং বিলাপমাকর্ণ্য----- ।
- ৯। সঠিক উত্তরটি লেখ :
 - (ক) গৃহুকুট পর্বতটি ছিল-

(১) দাক্ষিণাত্যে	(২) উত্তরাপথে
(৩) পূর্বদিকে	(৪) পশ্চিমদিকে ।
 - (খ) বটবৃক্ষের নিচে বাস করত-

(১) নকুল	(২) ময়ূর
(৩) সর্প	(৪) মূষিক ।
 - (গ) সাপ খেয়েছিল -

(১) হাঁসের বাচ্চা	(২) পেচকের বাচ্চা
(৩) মূষিকশাবক	(৪) বকশাবক ।
 - (ঘ) নকুল বাস করত -

(১) ধানক্ষেতে	(২) বিবরে
(৩) পাটক্ষেতে	(৪) জলাশয়ের ধারে ।
 - (ঙ) 'হিতোপদেশ' -

(১) স্তোত্রাহ্ম	(২) ঐতিহাসিক কাব্য
(৩) গদ্য কবিতা	(৪) গল্পাহ্ম ।

সপ্তম পাঠ
[পঞ্চতন্ত্রম্]
বানরমকরকথা

অস্তি কশ্চিংশ্চিৎ সমুদ্রোপকষ্ঠে মহান् জন্মুপাদপঃ সদাফলঃ। তত্ত্ব তস্য তরোরধঃ কদাচিত্ত করালযুখো নাম
মকরঃ সমুদ্রসলিলান্নিক্ষম্য সুকোমলবালুকাসনাথে তীরোপাত্তে নিবিষ্টঃ। তত্ত্ব বক্তুরেন স প্রোক্তঃ, “ভোঃ!
ভবান् অভ্যাগতোভিত্তিঃ। তদ ভক্ষয়তু ময়া দণ্ডন্যমৃতকল্পানি জন্মুফলানি। এবমৃত্বা তশ্যে জন্মুফলানি
প্রযচ্ছতি। সোভিপি তানি ভক্ষয়ত্বা তেন সহ চিরং গোষ্ঠীসুখমনুভূত্য ভূয়োভিপি স্বভবনমগাং। এবং নিত্যমেব তৌ
বানরমকরো জন্মুচ্ছায়াশ্রিতো বিবিধশাস্ত্রগোষ্ঠ্যা কালং নয়তো সুখেন তিষ্ঠতঃ। সোভিপি মকরো ভক্ষিতশ্বেষাণি
জন্মুফলানি গৃহং গত্বা স্বপন্তৈৰ্য প্রযচ্ছতি।

অথান্যতমে দিবসে তয়া স পৃষ্ঠঃ, “নাথ! কৃ এবং বিধান্যমৃতকল্পানি ফলনি প্রাপ্নোতি ভবান?” স আহ, “ভদ্রে!
অস্তি মে পরমসুক্ষদ, বক্তুরেখো নাম বানরঃ। স শ্রীতিপূর্বমিমানি ফলনি প্রযচ্ছতি।” অথ তয়াভিহিতম্, “যঃ
সদৈবামৃতপ্রায়ানি ঈদৃশানি ফলানি ভক্ষয়তি, তস্য হৃদয়মমৃতময়ং ভবিষ্যতি। তদ্যদি ময়া ভার্যয়া তে প্রয়োজনং
তত্ত্বস্য হৃদয়ং মহায়ং প্রযচ্ছ, যেন তদ্য ভক্ষয়ত্বা জরামরণহিতা ভবিষ্যামি।

স আহ, “ভদ্রে! মৈবং বদ, যতঃ স প্রতিপন্নোভ্যাকৎ ভ্রাতা। অপরম, ব্যাপাদয়িতুমপি ন শক্যতে। তৎ তাজেনং
মিথ্যাগ্রহম্।” অথ মকটাহ- “যদি তস্য হৃদয়ং ন ভক্ষয়ামি, তন্ময়া প্রয়োপবেশনং কৃতং বিন্দি।”

এবং তস্যান্তলিঙ্ঘচয়ং জ্ঞাত চিন্তাব্যাকুলিতচিত্তঃ স প্রোবাচ, “কিং করোমি? কথং স মে বধ্যে ভবিষ্যতি?” ইতি
বিচিত্ত্য বানরপার্শ্বমগমৎ। বানরোভিপি চিরাদ্যান্তং তৎ সোদ্বেগমবলোক্য প্রোবাচ, “ভো মিত্র! কিম্বা
বিরলবেলায়ং সমায়তঃ? কশ্মার্থ সাহলাদং নালাপয়াসি?”

স আহ, “মিত্র! অহং তব ভ্রাতৃজায়য়া নিষ্ঠুরতরৈর্বাক্যেরভিহিতঃ - “ভো কৃতয়! মা মে তৎ স্বমুখং দর্শয়, যতক্তং
মিত্রং নিত্যমেবোপজীব্যাগচ্ছসি তস্য পুনঃ প্রত্যপকারং গৃহদর্শনমাত্রেণাপি ন করোষি। ততে প্রায়শিত্তমপি
নাস্তি। তৎ মম দেবরং গৃহীত্বাদ্য প্রত্যপকারার্থং গৃহমাগচ্ছ। অথবা তয়া সহ মে পরলোকে দর্শনমিতি।” তদহং
তয়েবং প্রোক্তক্ষেত্রসকাশমাগতঃ। অদ্য তয়া সহ কলহং কুর্বত ইয়তি বেলা মে বিলংঘা তদাগচ্ছ মে গৃহম্। তব
ভ্রাতৃপত্নী দ্বারদেশবদ্ধবন্ধনমালা সোৎকর্ষ্ণা তিষ্ঠতি।”

মর্কট আহ, “ভো মিত্র! যুক্তমভিহিতং মদু-ভ্রাতৃপত্ন্যা। উক্তং-

দদাতি প্রতিগৃহাতি শুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুঙ্গতে ভোজয়তে চৈব ষড় বিধং শ্রীতিলক্ষ্ম্ ॥

পরং বয়ং বনচরাঃ, যুগ্মদীয়ং চ জলাত্তে গৃহম্। তৎ কথমপি ন শক্যতে তত্ত্ব গন্ত্বম্। তস্যান্তমপি মে
ভ্রাতৃপত্নীমত্রানয়, যেন প্রণম্য তস্যা আশীর্বাদং গৃহামি।”

স আহ, “ভো অঙ্গি সমুদ্রাতে রম্যে পুলিনদেশেহস্মদ্গহম্। তন্মপৃষ্ঠামারুচৎঃ। সুখেনাকুতোভয়ো গচ্ছ।”
সাংপি তজ্জতা সানন্দমাহ, “ভদ্র! যদ্যেবম্, তৎ কিং বিলম্ব্যতে? অহং তব পৃষ্ঠমারুচৎঃ।”

তথানুষ্ঠিতে২গাধজলে গচ্ছন্তঃ মকরমালোক্য ভয়গ্রস্তমনা বানরঃ প্রোৰাচ, “ভ্রাতঃ! শনৈঃ শনৈর্গম্যতাম্।
জলকল্পেলৈঃ প্রাবিতং মে শরীরম্।” তদাকর্ণ্য মকরশিষ্টয়ামাস, “অসাৰগাধং জলং প্রাপ্তো বশঃ সঞ্চাতঃ।
মৎপৃষ্ঠগতস্তিলমাত্রমপি চলিতুং ন শক্তোতি। তস্মাত্ব কথয়ামি নিজাভিপ্রায়ম্, যেনাভীষ্টদেবতাস্মরণং করোতি।”
আহ চ, “মিত্র! তঁ ময়া বধায় সমানীতে ভার্যাবাক্যাদ বিশ্বাস্য। তৎ স্মর্যতামভীষ্টদেবতা।”

স আহ, “ভ্রাতঃ! কিং ময়া তস্যান্তবাপি চাপকৃতম্, যেন মে বধোপায়শিত্তিতঃ।”

মকর আহ- “ভোঃ! তস্যান্তাবৎ তব হৃদয়স্য অমৃতফলসাম্বাদনামৃষ্টস্য ভক্ষণার্থঃ, দোহদঃ সঞ্চাতঃ।
তেনেতদনুষ্ঠিতম্।”

বানর আহ, “ভদ্র! যদ্যেবম্, তৎ কিং তয়া মম তত্ত্বেব ন ব্যাহৃতম? যেন স্বহৃদয়ং জন্মুকোটৱে সদৈব ময়া সুগুণং
কৃতম্, তদ্ব ভ্রাতৃপত্ন্যা অপয়ামি। তয়াহং শুন্যহৃদয়ো২ত্ব কশ্মাদানীতৎঃ?”

তদাকর্ণ্য মকরঃ সানন্দমাহ, “ভদ্র! যদ্যেবম্, তদর্পয় মে হৃদয়ম, যেন সা দুষ্টপত্নী তদ্ব
ভক্ষয়িত্বানশনাদুভিষ্ঠিতি।” অহং তত্ত্বেব জন্মুপাদপমারুচিষ্টয়ামাস, “অহো! লক্ষ্মান্তাবৎ প্রাণাঃ।
তন্মামেতদন্যাত্ব সন্ততিদিনং সঞ্চাতম্।

অতঃ সাধিবিদমুচ্যতে-

ন বিশ্বসেদতিবিশ্বত্তে বিশ্বত্তে নাতিবিশ্বসেৎ।

বিশ্বাসাদভয়মুৎপন্নং মূলান্যপি নিকৃতত্ত্ব॥

ভূমিকা

বিষ্ণুশর্মাপ্রণীত ‘পঞ্চতন্ত্র’ নামক গল্পাত্মক একটি বিখ্যাত গল্প ‘বানর-মকর-কথা’। বিশ্বাস ভাল, কিন্তু
অতিবিশ্বাস ভাল নয়- এই নীতিবাক্যটিই গল্পের মুখ্য উপজীব্য বিষয়।

শব্দার্থ : ভক্ষয়িত্বা- ভক্ষণ করে। স্বপ্নত্বে- নিজ পত্নীকে। অমৃতকল্পানি- অমৃততুল্য। জ্ঞাত্বা- জেনে। আহ-
বলল। আনয়- কর। জলকল্পেলৈঃ- জলের চেউয়ে। দোহদঃ- বাসনা। বিশ্বসেৎ- বিশ্বাস করা উচিত নয়।

সংজ্ঞিকাব্য : তরোৱধঃ = তরোঃ + অধঃ। স্বভবনমগাঽ = স্বভবনম + অগাঽ। প্রীতিপূর্বমিমানি= প্রীতিপূর্বম
+ ইমানি। বানরোহপি = বানরঃ + অপি। গৃহদর্শনমাত্রেণাপি = গৃহদর্শনমাত্রেণ + অপি। মকরমালোক্য =
মকরম + আলোক্য। তন্মামেতদন্যাত্ব = তৎ + মম + এতৎ + অন্যৎ।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : সমুদ্রসলিলাঽ- অপাদানে ৫মী। স্বপ্নত্বে- সম্প্রদানে ৪র্থী। বিরলবেলায়ান-
অধিকরণে ৭মী। তস্মাত্ব- হেতুর্থে ৫মী। তেন- হেতুর্থে ৩য়া। জন্মুপাদপম- কর্মে ২য়া।

সমাস ও ব্যাসবাক্য নির্ণয়: সমুদ্রোপকষ্ঠে - সমুদ্রস্য উপকষ্ঠে (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)।

চিন্তাব্যাকুলিতচিন্তঃ- চিন্তয়া ব্যাকুলিতম् = চিন্তাব্যাকুলিতম্ (ওয়া তৎপুরুষঃ) তাদশং চিন্তং যস্য সঃ (বহুবীহীনঃ)। বনচরাঃ- বনে চরণ্তি যে (উপপদতৎপুরুষঃ)।

প্রকৃতি-প্রত্যয়বিশ্লেষণ: নিঞ্জম্য = নি- ক্রম + ল্যপ। প্রতিপন্থঃ = প্রতি- পদ + ক্রম। বিন্দি = বিদ + লোট হি। কৃতঘঃ = কৃত- হন + ট। আরঢঃ = আ- গৃহ + ক্রম। আসাদ্য = আ- স + গিচ + ল্যপ।

অনুশীলনী

১। 'বানর-মকর-কথা' গল্পটি সংক্ষেপে বাংলায় লেখ ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) ত্রে চ ----- জমুফলানি ।
- (খ) এবং নিত্যমেব ----- স্বপটৈয়ে প্রযচ্ছতি ।
- (গ) ভদ্র! মৈবং ----- কৃতঃ বিন্দি ।
- (ঘ) তদহং তয়েব ----- তিষ্ঠতি ।
- (ড) বানরোহপি ----- সংজ্ঞাতম্ ।

৩। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর :

ন বিশ্বসেদতিবিশ্বতে----- নিকৃত্তি ।

৪। সংস্কৃতশ্লোক উন্নত করে উভর দাও : প্রীতির লক্ষণ কি কি?

৫। সক্ষিপ্তিশ্লোক কর :

তরোরধঃ, মকরমালোক্য, সদৈবামৃতপ্রায়াণি, প্রোবাচ, প্রত্যপকারং, অসাবগাধং, নাতিবিশ্বসেৎ।

৬। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

সমুদ্রসলিলাঃ, স্বপটৈয়ে, সোদেগং, পরলোকে, চঙ্ক্রমণেন ।

৭। সমাস ও ব্যাসবাক্য নির্ণয় কর :

সমুদ্রোপকষ্ঠে, স্বভবনম্, চিন্তাব্যাকুলিতঃ কৃতঘঃ ।

৮। প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ কর :

নিঞ্জম্য, গৃহীত্বা, জ্ঞাত্বা, আরঢঃ, চিন্তয়ামাস ।

৯। সঠিক উত্তরটি লেখ :

(ক) প্রীতির লক্ষণ-

- | | |
|-----------|------------|
| (১) তিনটি | (২) পাঁচটি |
| (৩) চারটি | (৪) ছয়টি। |

(খ) সমুদ্রাপকষ্ঠে ছিল-

- | | |
|-------------------|---------------|
| (১) শাল্যালী পাদপ | (২) জন্মপাদপ |
| (৩) রঞ্জাপাদপ | (৪) আশ্র পাদপ |

(গ) 'মকর' শব্দের স্তুলিঙ্গ-

- | | |
|----------|-----------|
| (১) মকরী | (২) মকরি |
| (৩) মকরা | (৪) মকরে। |

(ঘ) মকরটির নাম ছিল-

- | | |
|-------------|--------------|
| (১) রঞ্জমুখ | (২) নীলমুখ |
| (৩) পীতমুখ | (৪) করালমুখ। |

(ঙ) বানর ও মকর আলাপ করত-

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (১) জন্মপাদপের নিচে | (২) আশ্রবৃক্ষের নিচে |
| (৩) অশ্ববৃক্ষের নিচে | (৪) অশোক বৃক্ষের নিচে। |

অষ্টম পাঠ
[হিতোপদেশ]
বীরবরকথা

আসীনুজ্জয়িন্যাঃ শূলকো নাম রাজা। একদা তস্য পুরুষারি বীরবরো নাম রাজপুত্রঃ কৃতচিদেশাদাগত্য প্রতীহারমুবাচ, “অহং বর্তনার্থী রাজপুত্রঃ। মাং রাজদর্শনং কারিয়।” ততস্তেনাসৌ রাজদর্শনং কারিতো ক্রতে, “দেব! যদি ময়া সেবকেন প্রয়োজনমন্তি তদাস্মদ্বর্তনং ক্রিয়তাম্।” শূলক উবাচ, “কিৎ তে বর্তনম্?” বীরবর উবাচ, “প্রত্যহং সুবর্ণশতচতুষ্টয়ম্।” রাজাহ, “কা তে সামগ্রী।” বীরবরো ক্রতে, “ঝৌ বাহু তৃতীয়শ্চ খড়গঃ।” রাজাহ, “নৈতচুক্যম্।” তচ্ছৃঙ্খলা বীরবরঃ প্রণম্য চলিতঃ।

অথ মন্ত্রিভিরুক্তম্, “দেব! দিনচতুষ্টয়স্য বর্তনং দত্তা জ্ঞায়তামস্য স্বরূপম্- কিমুপযুক্তোয়মেতাবদ গৃহাত্যনুপযুক্তো বেতি।” ততো মন্ত্রিবচনাদাহুয় তাম্বুলং দত্তা তদ্বর্তনং দন্তবান্ত। বর্তনবিনিয়োগশ রাজা সুনিভৃতং নিরূপিতঃ। তদৰ্থং বীরবরেণ দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো দন্তম্, হিতস্যার্থং দুষ্টথিতেভ্যঃ। তদবশিষ্টং ভোজ্যব্যয়ে বিলাসব্যয়ে চ ব্যয়িতম্। এতৎ সর্বং নিত্যকৃত্যং কৃত্বা রাজধারমহর্ণিশং খড়গপাণিঃ সেবতে। যদা চ রাজা স্বয়ং সমাদিশতি তদা স্বগৃহমপি যাতি।

অবৈকদা কৃষচতুর্দশ্যাঃ রাত্রো স রাজা সকরণং ক্রন্দনবনিংশ শুশ্রাব। শৃঙ্খলা চ রাজা উবাচ, “কঃ কোহত্র দ্বারি তিষ্ঠতি?” তেনোক্তম, “দেব! অহং বীরবরঃ।” রাজোবাচ, “ক্রন্দনানুসরণং ক্রিয়তাম্।”

বীরবরোঁপি, “যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।” ইতুক্তা চলিতঃ। রাজা চ চিত্তিতম্, “নৈতদুচিতম্। অয়মেকাকী রাজপুত্রো ময়া সৃষ্টীভেদ্যে তমসি প্রেষিতঃ। অহমপি গত্বা নিরূপযামি কিমেতদিতি।” ততো রাজাপি খড়গমাদায় তদনুসরণক্রমেণ নগরস্তারাদৃ বহির্নিজগাম।

ততো গত্বা বীরবরেণ রূদতী রূপযৌবনসম্পন্না সর্বালঘুরভূষিতা কাচিত্ব স্তু দৃষ্টা পৃষ্ঠা চ, “কা তম্, কিমৰ্থং রেদিদীতি। শ্রিয়োত্তম- “অহমেতস্য শূলকস্য রাজলক্ষ্মীঃ। চিরাদেতস্য ভুজছায়ায়াং মহতা সুখেন বিশ্রাম্তা। সাম্প্রতং তু দেব্যা অপরাধেন অদ্য প্রভৃতি তৃতীয় দিবসে রাজা পঞ্চতৃত্য যাস্যতি। অহমনাথা ভবিষ্যামি। ইদানীং নাত্র স্থাস্যামীতি রোদিমি।”

বীরবরো ক্রতে, “যত্রোপায়ঃ সম্ভবতি তত্রোপায়েুপ্যাপ্তি। তৎ কথৎ স্যাত্প পুনরিহাবস্থানাং ভগবত্যাঃ? সুচিরং জীবতি চ স্থামী?” রাজলক্ষ্মীবাচ, “যদি তুমাত্মানঃ পুত্রস্য শক্তিধরস্য দ্বাত্রিংশলক্ষণোপেতস্য মন্তকং স্বহত্তেন ছিন্না ভগবত্যাঃ সর্বমঙ্গলায়া উপহারং করোয়ি, তদা রাজা শতায়ুভবিষ্যতি, অহং চ সুচিরং সুখং নিবসামি।” ইতুক্তাদৃশ্যাভবৎ।

ততো বীরবরেণ স্বগৃহং গত্বা নিদ্রালসা বধুঃ প্রবোধিতা, পুত্রশ্চ প্রবোধিতঃ। তো নিদ্রাং পরিত্যজ্যোপবিষ্ঠে। বীরবরস্তুসর্বং লক্ষ্মীবচনমুক্তবান্ত। তচ্ছৃঙ্খলা শক্তিধরঃ সানন্দমাহঃ “ধন্যো২হং স্বামিরাজ্যরক্ষার্থং যস্যোপযোগঃ এবং বিধে কর্মণি দেহবিনিয়োগঃ শ্লাঘ্যঃ। যতঃ-

ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।

সন্নিমিত্বে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥

ଶକ୍ତିଧରମ୍ୟ ମାତା କ୍ରତେ, “ସ୍ଵାମିନ୍! ଅସ୍ମିକୁଲୋଚିତଃ ସଦ୍ୟେବଃ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତଦା ଗୃହିତରାଜବର୍ତ୍ତନସ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରଃ କଥଃ ଭବତି?” ଇତ୍ୟାଲୋଚ୍ୟ ସର୍ବେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳାୟତନଃ ଗତାଃ । ତତ୍ତ ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଂ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ବୀରବରୋ କ୍ରତେ, “ଦେବି! ପ୍ରସୀଦ । ବିଜ୍ୟତାଂ ଶୁଦ୍ଧକୋ ମହାରାଜଃ । ଗୃହ୍ୟତାମଯମୁପହାରଃ ।” ଇତ୍ୟକ୍ରତ୍ତା ପୁରୁଷ୍ୟ ଶିରଚିଛେଦ । ତତୋ ବୀରବରଶିତ୍ସଯାମାସ, “ଗୃହ୍ୟତାରାଜବର୍ତ୍ତନସ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରଃ କୃତଃ । ଅଧୁନା ପୁତ୍ରହୀନସ୍ୟ ମେ ଜୀବନଂ ବିଡୁଷନମ୍ ।” ଇତ୍ୟାଲୋଚ୍ୟାତନଃ ଶିରଚିଛେଦ । ତତ୍ ଶ୍ରୀଯାପି ସ୍ଵାମିପୁତ୍ରଶୋକାର୍ତ୍ତ୍ୟ ତଦନୁଷ୍ଠିତମ୍ । ଏତଃ ସର୍ବଃ ଶ୍ରୁତା ଦୃଷ୍ଟା ଚ ରାଜା ସାଶ୍ୟର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତ୍ୟାମାସ-

ଜାୟତେ ଚ ଶ୍ରିୟତେ ଚ ମଦ୍ବିଦୀ ଶୁଦ୍ଧଜନ୍ମବଃ ।

ଅନେନ ସଦୃଶୋ ଲୋକେ ନ ଭୂତୋ ନ ଭବିଷ୍ୟତି ॥

ଏତଃ ପରିତ୍ୟକ୍ତେନ ଯମ ରାଜୋନାପି କିଂ ପ୍ରଯୋଜନମ୍ । ତତଃ ସଶିରଚେତ୍ରମୁହଁସିତଃ ଖଡ଼ଗଃ ଶୁଦ୍ଧକେଣାପି । ଅଥ ଭଗବତ୍ୟା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭୂତ୍ୟା ରାଜା କରେ ଧୃତ ଉତ୍ତାଚ, “ପୁତ୍ର! ପ୍ରସାଦୀପି ତେ, ଅଲମଳଂ ସାହିନେ । ଇଦାନୀଂ ତେ ରାଜ୍ୟଭଦ୍ରେ ନାହିଁ । ତବ ରାଜ୍ୟମଧୁନା ନିଷ୍ଠିତକମ୍ ।” ରାଜା ସାଞ୍ଚ୍ଚଂ ପ୍ରଗମ୍ୟୋବାଚ, “ଦେବି! ନ ମେ ରାଜ୍ୟେନ ଜୀବିତେନ ବା ପ୍ରଯୋଜନମାତ୍ରି । ସଦି ମଧ୍ୟମୁକମ୍ପା କ୍ରିୟାତେ ତଦା ମମ୍ୟୁଷ୍ୟେଣାପି ଜୀବତୁ ସଦାରପୁତ୍ରୋ ରାଜପୁତ୍ରଃ । ଅନ୍ୟଥାହଂ ସ୍ଵର୍ଗାଣ୍ତାଂ ଗତିଂ ଗମିଷ୍ୟାମି ।”

ଭଗବତ୍ୟବାଚ, “ପୁତ୍ର! ଅନେନ ତେ ସତ୍ରୋଽକର୍ତ୍ତେ ଭୂତ୍ୟବାସଲ୍ୟେନ ଚ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟାପି, ଗାଛ, ବିଜ୍ୟୀ ଭବ । ଅୟମପି ସପରିବାରୋ ଜୀବତୁ ରାଜପୁତ୍ରୋ ବୀରବରଃ । ଇତ୍ୟକ୍ରତ୍ତା ଦେବୀ ଅଦୃଶ୍ୟାଭବତ୍ । ତତୋ ବୀରବରଃ ସପୁତ୍ରାରଃ ପ୍ରାଣଜୀବନଃ ସ୍ଵଗ୍ରହଂ ଗତଃ । ରାଜାପି ତୈରଳକ୍ଷିତଃ ସତ୍ତରମତ୍ତଃପୁରଃ ପ୍ରାବିଶ୍ରତ ।

ପ୍ରିୟଂ କ୍ରୂଯାଦକୃପଣଃ ଶୂରଃ ସ୍ୟାଦବିକଥନଃ ।

ଦାତା ସଂପାଦିତବୀ ସ୍ୟାଂ ପ୍ରଗଲ୍ଭ ସ୍ୟାଦନିଷ୍ଠିରଃ ॥

ଏତନ୍ତାହାପୁରୁଷଲକ୍ଷଣମେତମ୍ଭିନ୍ନ ସର୍ବମାତ୍ର । ତତଃ ସ ରାଜା ପ୍ରଭାତେ ରାଜସଭାଂ କୃତା ସର୍ବଭୂତଃ ବିଜ୍ଞାପ୍ୟ ତତ୍ୟେ ପ୍ରାୟଚ୍ଛବ୍ଦ ସମ୍ଭବଂ କର୍ଣ୍ଣିତପ୍ରଦେଶଂ ରାଜପୁତ୍ରାୟ ବୀରବରାୟ ।

ଭୂମିକା

ହିତୋପଦେଶେର ଅର୍ତ୍ତର୍ଗତ “ବୀରବରକଥା” ଗଲ୍ପଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତାର ଏକଟି ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ମହାରାଜ ଶୁଦ୍ଧକେର ସେନାପତି ବୀରବର । ଶୁଦ୍ଧକ କୋନ ଐତିହାସିକ ରାଜା ନନ । ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତିତେ ରାଜା ଶୁଦ୍ଧକେର ନାମ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁବେ । ‘ମୃଚ୍ଛକଟିକ’ ପ୍ରକରଣେର ଘର୍ଷକାର ରାଜା ଶୁଦ୍ଧକ ଏକଶ ବର୍ତସର ବୟବସେ ଅଗ୍ନିତେ ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ଦିଯେଇଲେନ ବଳେ ଉତ୍ତ୍ରେଖ ଆଛେ । କାନ୍ଦମୟୀକାବ୍ୟେ ଶୁଦ୍ଧକେର ରାଜଧାନୀ ବିଦିଶା ଏବଂ କଥାସରିଷ୍ୱାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶୁଦ୍ଧକେର ରାଜଧାନୀ ଶୋଭାବତୀ । ଏଇ ଶୁଦ୍ଧକେର ସେନାପତି ବୀରବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତାର ଜ୍ଞଳତ ନିର୍ଦର୍ଶନ ।

ଶକ୍ତାର୍ଥ : ଉତ୍ତରାଜ୍ୟାମ୍- ଉତ୍ତରାଜ୍ୟାନୀତେ । ବର୍ତ୍ତନାର୍ଥୀ- ଜୀବିକାର୍ଥୀ । ପ୍ରଗମ୍- ପ୍ରଗମ୍ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନବିନିଯୋଗଃ- ବେତନେର ବ୍ୟବହାର ବା ବ୍ୟବ । ସାମ୍ପ୍ରତମ- ଏଥନ । ଛିନ୍ତା- ଛିନ୍ତା କରେ । ବିଜ୍ୟତାମ୍- ବିଜ୍ୟୀ ହୋନ । ଚିନ୍ତ୍ୟାମାସ- ଚିନ୍ତା କରଲେନ ।

সঙ্গিবিচ্ছেদ : কুতশ্চিদেশাদাগত্য = কুতৎ + চিৎ + দেশাত্ম + আগত্য। নৈতচক্রম = ন + এতৎ + শক্যম্। শ্রিয়োক্তম् = শ্রিয়া + উক্তম্। তত্ত্বাপায়োহপ্যত্তি = তত্ত্ব + উপায়ৎ + অপি + অত্তি। স্যাদবিকথনঃ = স্যাত্ম + অবিকথনঃ। ভগবত্ত্ববাচ = ভগবতী + উবাচ।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : উজ্জয়িল্যাম- অধিকরণে ৭মী। দেশাত্ম - অপাদানে ৫মী। স্বহস্ত্রেন- করণে ৩য়া। তদ্বচনম্-কর্মে ২য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় : রাজদর্শনম্ - রাজতৎ দর্শনম্ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। দিনচতুষট্টয়স্য- দিনানাম্ চতুর্ষয়ম্ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তস্য। অহর্নিশম্- অহশ নিশা চ (দ্বন্দ্বঃ)। সর্বালংকারভূষিতা- সর্বাণি অলংকারাণি - সর্বালংকারাণি (কর্মধারয়ঃ), তৈঃ ভূষিতা (৩য়া তৎপুরুষঃ)।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় : আগত্য = আ- $\sqrt{\text{গম}}$ + ল্যপ। কারয় = $\sqrt{\text{ক্}} + \text{শিচ} + \text{লোটি}$ হি। শক্যম্ = $\sqrt{\text{শক্তি}}$ + যৎ, ক্লীবলিঙ্গ, ১মার একবচন। প্রাজতৎ = $\sqrt{\text{প্রাজ্ঞা}} + \text{অণু}$ । উৎসূজেৎ = উৎ- $\sqrt{\text{সূজি}}$ + বিধিলিঙ্গ যাত্ম।

অনুশীলনী

- ১। 'বীরবরকথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।
- ২। বীরবরের বেতন কত ছিল? তিনি কীভাবে তা ব্যয় করতেন?
- ৩। কৃষ্ণচতুর্দশী রজনীতে কী ঘটেছিল?
- ৪। বাংলায় অনুবাদ কর :

- (ক) ততো মত্তিবচনাদাহৃয়-----সেবতে।
- (খ) অঠেকদা কৃষ্ণচতুর্দশ্যাত্ম----- ক্রিয়তাম্।
- (গ) ততো গঢ়া ----- রোদিষী'তি।
- (ঘ) শ্রিয়োক্তম্----- রোদিমি।
- (ঙ) ততো বীরবরেণ----- যস্যোপযোগঃ।
- (চ) অত বীরবরো----- যহাসন্তুঃ।

- ৫। সঙ্গিবিচ্ছেদ কর :

ভগবত্ত্ববাচ, রাজাহ, নৈতদুচিতম্, তচ্ছুত্তা, প্রণম্যোবাচ।

- ৬। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় :

উজ্জয়িল্যাম, স্বহস্ত্রেন, মন্ত্রিভৎঃ, ভুজচ্ছায়ায়াৎ, শ্রিয়া।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ:

দিনচতুষ্টয়স্য, অহর্নিশম্, খড়গপাণিঃ সানন্দম্, শামিরাজ্যরক্ষার্থম্।

৮। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :

আগত্য, প্রাজঃ, উৎসুজেৎ, উবাচ, বিজ্ঞাপ্য।

৯। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) শূন্দক কোনু রাজ্যের রাজা ছিলেন?

(খ) বীরবর কে ছিলেন?

(গ) রাজা কখন স্ত্রীলোকের ক্রমনথবনি শুনতে পেয়েছিলেন?

(ঘ) যে স্ত্রীলোকটি কাঁদছিলেন তিনি কে?

(ঙ) প্রাজ ব্যক্তি পরার্থে কি উৎসর্গ করে?

(চ) বীরবরের পুত্রের নাম কী ছিল?

(ছ) রাজা বীরবরকে কোনু প্রদেশ দিয়েছিলেন?

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক)-----বাহু তৃতীয়শ্চ খড়গঃ।

(খ) রাজারামহর্ণিশঃ-----সেবতে।

(গ) -----জীবতি চ স্বামী।

(ঘ) পুত্রস্য-----।

(ঙ)-----শূন্দকো মহারাজঃ।

নবম পাঠ
[মহাভারতম्]
উপ্হৃতিরাজ্ঞাগকথা

আসীৎ কুরুক্ষেত্রে দিজঃ কশিতি উপ্হৃতির্নাম। স সভার্যঃ সপুত্র সমুষ্টশ তপসি ছিতঃ কাপোতিকশাভবৎ। অথ কদচিতি তত্ত্ব দারুণে দুর্ভিক্ষে ভক্ষ্যাভাবাত্ত ক্ষুধাপরিগতাত্তে পরং দুঃখঃ ভেজুঃ। তপসি ছিতোহসৌ বিধঃ ক্ষুধার্তঃ নোঞ্জঃ প্রাণবান্ত। কৃচ্ছ্রমাণঃ স ব্রাহ্মণোন্মত্ত পরিজনেন সহ কথাধিৎ কালঃ ক্ষপয়ামাস। অথাতিকচ্ছেণ যবপ্রস্থমুপার্জয়াৎ। তে তপস্বিনস্তং যবপ্রস্থং শক্তুন্তুর্বন্ত।

অথ ভোজনোদ্যতানাং তেষাং গেহে কশিদতিথিরাগচ্ছেৎ। অতিথিং সম্প্রাণং দৃষ্টা তে প্রহৃষ্টমনসো বভুবুঃ। অনসূয়া জিতক্রেধা বীতমৎসরা ধর্মজ্ঞাঃ সাধবস্তে দিজসন্মা গোত্রং পরম্পরং খ্যাতা তৎ ক্ষুধার্তমতিথিং কুটীৎ প্রবেশয়ামাসুঃ। সপ্তশ্রয়দেগচুঃ। “দিজর্যত! ভদ্রং তে? হে প্রভো! নিয়মোপার্জিতাঃ শুচযচ্ছেমে শক্তবোৰ্ম্মাভিদ্বাতাঃ, কৃপয়া প্রতিগ্রহণ।” স এবমুক্তো দিজঃ শক্তুন্তাং কুড়বৎ প্রতিগ্রহ্য ভক্ষ্যামাস, ন চ তুষ্টিং জগাম। স উপ্হৃতির্দিজিতঃ ক্ষুধাপরিগতৎ প্রেক্ষ কথময়ৎ তুষ্টো ভবেদিতি তস্যাহারৎ চিন্তয়ামাস। অথ তস্য ভার্যাব্রবীৎ, “দীয়তামন্ত্যে মদ্ভাগঃ, গচ্ছত্বেষঃ পরিতুষ্টো যথাকামম্।” উপ্হৃতিৰ্দ্বিত্ত তথা ব্রহ্মতীৎ তাং সাক্ষীৰ্বাণীৎ ভার্যাক্ষণ্যে ক্ষুধাপরিগতাং দৃষ্টা তান শক্তুন্ত নাভ্যনন্দৎ। স হি বিপ্রৈভস্তাং বৃক্ষাং ক্ষুধার্তাং বেপমানাং তপস্বিভুতাং ভার্যামুবাচ, “অয়ি শোভনে! মৃগাগামপি কীটপতঙ্গনামপি স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাশ পোষ্যাশ যঃ পুমান্ত ভার্যারক্ষণেৰক্ষমঃ স মহদযশঃ প্রাপ্নোতি, নরকাশ গচ্ছতি।” ইত্যেবমুক্তা পত্যা সা প্রাহ, “প্রসীদ নাথ! গৃহাগেমং শক্তু প্রহৃচতুর্ভাগমৃ। পতিরেব নারীনাং পরমং দৈবতম্। জরাপরিগতঃ ক্ষুধার্তো ভৃশং দুর্বলশচাসি। তস্মান্যাম শক্তুন্ত্যে প্রযচ্ছ।”

স তয়েবমুক্তো যত্তত্ত্বান্ত শক্তুন্ত প্রগৃহ্য তমতিথিম্বৰবীৎ, “হে দিজসন্ম! শক্তুন্মান্ত ভূয়ঃ প্রতিগ্রহণ।” সোহপি তান প্রগৃহ্য ভূত্তা চ নৈব তুষ্টিমগমৎ। উপ্হৃতিস্তদালোক্য চিন্তাপরোভবৎ।

পুত্র উবাচ, “পিতঃ! মমেতান্ত শক্তুন্ত প্রগৃহ্য বিপ্রায় দেহি। ময়া হি ভবান্ত সবৰ্দেব প্রযত্নতঃ প্রতিপাল্যঃ। বৃক্ষস্য পিতুঃ পালনং সাধুনা কাঙ্ক্ষিতম্। পিতৃোন্নামাত্ত পুত্র ইতি শ্রুতিঃ।”

পিতোবাচ, “তৎ মে রূপেণ শীলেন দমেন চ সদৃশঃ। তৎ ময়া বহুধা পরীক্ষিতোহসি। অতোভৎ তে শক্তুন্ত গৃহামি।” স দিজোন্ম ইত্যক্তা তান শক্তুন্মাদায় প্রীতাত্ত্বা আন্মে বিপ্রায় দদৌ। স তানপি শক্তুন্ত নৈব তুষ্টো বভুব। ধর্মাত্তা স উপ্হৃতিৰ্দ্বীড়াৎ জগাম। অথ তস্য সাধীৰ বধঃ স্বকীয়ান্ত শক্তুন্মাদায় প্রহৃষ্টা শ্বশুরম্বৰবীৎ, “মমেতান্ত শক্তুন্ত প্রগৃহ্যাতিথরে প্রযচ্ছ। তব প্রসাদালোক্য নির্বৃত্তা কিলাক্ষয়া লোকাঃ। দেহঃ প্রাণা ধর্মশ মে সর্বমেব গুরোঃ শুশ্রায়ার্থম্। হে তাত! মম শক্তুন্মাদাতুমহসি।” শুশ্রে উবাচ, “অয়ি সাধিৰ! সুষ্ঠু শোভসে নিত্যাং তুমনেন

শীলেন। তৎ যতো ধর্মব্রতোপেতা সমবেক্ষসে গুরুবৃত্তিম্, তস্মাত্ব শক্তুন् গ্রহীয্যামি।" ইত্যাজ্ঞা স তানাদায় শক্তুন্তিথয়ে প্রাদান্ত।

ততোৎসাবতিথিঃ তশ্চিন্ম মহাতানি তুষ্টোৎভবৎ। প্রীতাত্মা চ তৎ দ্বিজর্ভমিদমুবাচ, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তব ন্যায়োপানেন যথাশক্তি বিসংগ্রেন শুক্রেন দানেনাহং প্রীতোৎশ্চি। ন হি সৌদতি দানরংচের্মঃ। ঔশীনরঃ সুব্রতঃ শিবির্নাম নৃপতিরাত্মাংসপ্রদানেন পুণ্যকৃতান্ম লোকান্ম প্রাপ দিবি মোদতে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সর্বেষাং বো দিব্যঃ যানমুপছিতম্। যূয়ং যথাসুখমারোহত।" অনন্তরঃ স দিজেো দেবযানমারহ্য দারৈঃ সুতেন সুয়াচ চ সার্ধং সানন্দং ব্রহ্মালোকমগচ্ছৎ।

ভূমিকা।

'উৎ্তুবৃত্তিকথা' মহাভারতের আশ্চর্যমেধিক পর্বের অন্তর্গত। শাস্ত্রে আছে, অতিথি নারায়ণ। সুতরাং অতিথিসেবা প্রত্যেক গৃহীর কর্তব্য।

"অতিথিস্য ভগ্নাশো গৃহাত্ম প্রতিনিবর্ততে।

স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্তা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥"

-অতিথি যার গৃহ থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যায়, সে তাকে তার নিজের সমস্ত পাপ প্রদান করে পুণ্যরাশি গ্রহণ করে।

এই শ্লোক থেকে অতিথিসেবার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এজন্যই স্মৃতিশাস্ত্রে ন্যজত তথা অতিথিসেবাকে পঞ্চম মহাযজ্ঞের অন্তর্গত করা হয়েছে। অতিথিসেবার দ্বারা ইহলৌকিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। এ কারণেই ব্রাহ্মণপরিবার অতিথিসেবার জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করে পরমকল্যাণ লাভ করেছেন।

শব্দার্থ : সুষা- পুত্রবধু। সমন্বয়ঃ- পুত্রবধুসহ। বীতমৎসরা- মাতস্যহীন অর্থাত ঈর্ষ্যারহিত। দ্বিজর্ভ- হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। প্রসীদ- প্রসন্ন হও। দমেন- সংযমের দ্বারা। শক্তুঃ- ছাতু।

সন্দিবিচ্ছেদ : কাপোতিকশ্চাভবৎ = কাপোতিকঃ + চ + অভবৎ। অথাতিকচ্ছেণ = অথ + অতিকচ্ছেণ। দ্বিজর্ভ = দ্বিজ + র্ভব্য। ইত্যেবমুজা = ইতি + এবম + উজা। শক্তুন্দায় = শক্তুন + আদায়। ব্রহ্মালোকমগচ্ছৎ = ব্রহ্মালোকম + অগচ্ছৎ।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : করকফেত্রে- অধিকরণে ৭মী। অশ্চে- সম্প্রদানে ৪র্থী। ভার্যাম- কর্মে ২য়া। তয়া- অনুকূলকর্ত্তায় ৩য়া। দানেন- হেতুর্থে ৩য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় : ক্ষুধার্তঃ- ক্ষুধয়া ধৰ্তঃ (৩য়া তৎপুরুষঃ)। ব্রাহ্মণোন্মঃ- ব্রাহ্মণেষু উন্মঃ (৭মী তৎপুরুষঃ)। যথাকামম- কামম অনতিক্রম্য (অব্যয়ীভাবঃ) প্রীতাত্মা- প্রীতঃ আত্মা যস্য সঃ (বহুবীহিঃ)।

ব্যৃৎপত্তি নির্ণয় : বত্তুঃ = $\sqrt{\text{ভ}} + \text{লিট্ উস}$ । প্রতিগৃহণ = প্রতি- $\sqrt{\text{গৃহ}}$ + লোট হি। প্রগৃহ্য = প্র- $\sqrt{\text{গৃহ}}$ + ল্যপ। পুত্রঃ = পুৎ- $\sqrt{\text{ত্রৈ}}$ + ক।

অনুশীলনী

- ১। অতিথিসেবার মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।
- ২। 'উপ্লব্ধিব্রাক্ষণকথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।
- ৩। বাংলায় অনুবাদ কর :
 - (ক) অথ কদাচিত্----- ক্ষপয়ামাস।
 - (খ) অথ তোজনোদ্যতানাং-----প্রবেশয়ামাসুৎ।
 - (গ) স তয়ৈবযুক্তো -----চিন্তাপরোভবৎ।
 - (ঘ) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ !----- ব্রহ্মালোকমগচ্ছৎ।
- ৪। সর্বিচ্ছেদ কর :

দ্বিজর্ভৎ, উপ্লব্ধিষ্ঠ, নাভ্যনন্দৎ, শক্তুনাদায়, শিবির্নাম।
- ৫। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় :

কুরক্ষেত্রে, দানেন, শক্তন, অতিথয়ে, স্নুষয়া।
- ৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

ভগ্ন্যাভাবাং, ধর্মজ্ঞাং, ক্ষুধার্তৎ, উপ্লব্ধিঃ, যথাসুখম্।
- ৭। ব্যৃত্পত্তি নির্ণয় কর :

বভুবঃ পুত্রঃ, ভেঙ্গঃ, আলোক্য, প্রতিগৃহাণ।
- ৮। সঠিক উত্তরটি লেখ :

(ক) উপ্লব্ধিব্রাক্ষণের বাড়ি ছিল-

(১) অঙ্গদেশে	(২) বঙ্গদেশে
(৩) কলিঙ্গদেশে	(৪) কুরক্ষেত্রে।

(খ) তোজনোদ্যত ব্রাক্ষণপরিবারের গৃহে উপস্থিত হয়েছিল-

(১) রাজা	(২) মন্ত্রী
(৩) অতিথি	(৪) সেনাপতি।

(গ) ব্রাক্ষণ অতিথিকে দিয়েছিলেন-

(১) অন্ন	(২) শক্ত
(৩) পানীয়	(৪) পরমাণু।

(୯) ଶିବ ଅଭିଥିକେ ଦିଯେଛିଲେନ-

- | | |
|-----------|----------------|
| (୧) ସର | (୨) ଚାଉଳ |
| (୩) ଧାନ୍ୟ | (୪) ଆତ୍ମମାଂସ । |

(୧୦) ଉତ୍ସବଭିତ୍ରାଙ୍ଗ ଗିଯେଛିଲେନ-

- | | |
|----------------|----------------|
| (୧) ବିଷୁଳୋକେ | (୨) ଶିବଲୋକେ |
| (୩) ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ | (୪) ପ୍ରବଲୋକେ । |

দশম পাঠ
[হিতোপদেশ]
সিংহশক্কথা

অস্তি মন্দরনালি পর্বতে দুর্দিষ্টো নাম সিংহঃ। স চ সর্বদা পশুনাং বধৎ কুর্বনাত্তে। ততঃ সৰ্বেঃ পশুভিমিলিত্বা
স সিংহো বিজঙ্গঃ -মৃগেন্দ্র, কিমৰ্থমেকদা বহুপশুঘাতঃ ক্রিয়তে। যদি প্রসাদো ভবতি, তদা বয়মেব
ভবদাহারার্থং প্রত্যহমেকৈকং পশুমুপটোকয়ামঃ। ততঃ সিংহেনোক্তম- যদ্যেবমভিমতং ভবতাং, তর্হি ভবতু
তৎ। ততঃ প্রভৃত্যোকৈকং পশুমুপকল্পিতং ভফয়ন্নাত্তে। অথ কদাচিদ্দৃশ্যশক্স্য কস্যাচিদ্বারঃ সমায়াতঃ।
সোহচিত্তয়ৎ-

আসতোবিনীতিষ্ঠ ক্রিয়তে জীবিতাশয়া ।

পঞ্চতৎ চেদ্ব গমিষ্যামি কিং সিংহানুনয়েন মে ।

তন্মান্দং মন্দং গচ্ছামি । ততঃ সিংহো২পি ক্ষুধাপীড়িতঃ কোপাওমুবাচ- “কুসঙ্গং বিলস্বাবাদগতো২সি?”
শশকো২ব্রীঃ- “দেব, নাহমপরাধী। আগচ্ছন্ত পথি সিংহান্তরেণ বলাদ্ধৃতঃ। তস্যাত্মে পুনরাগমনয়া শপথং
কৃত্বা স্বামিনং নিবেদয়িতুমত্রাগতো২সি।”

সিংহঃ সকোপমাহ- “সত্ত্বরং গত্বা দুরাআনং দর্শয কৃ স দুরাআজ্ঞা তিষ্ঠতি।” ততঃ শশকস্তং গৃহীত্বা গভীরকৃপং
দর্শযিত্বুং গতঃ। তত্রাগত্য “স্বয়মেব পশ্যতু স্বামী” -ইত্যুজ্জ্বা তস্মৈ কৃপজলে তস্য সিংহস্যেব প্রতিবিম্বং
দর্শিতবান্ত। ততো২সৌ ক্রোধাত তস্যোপর্যাআনং নিষ্কিপ্য পঞ্চত্য গতঃ। অতো২হং ব্রীমি ।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেষ্ট কৃতো বলম্ ।

পশ্য সিংহো মদোন্মুক্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ ॥

ভূমিকা

দৈহিক বল অপেক্ষা বুদ্ধিবল অনেক বেশি কার্যকর। শারীরিক শক্তি দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন হয় না, বুদ্ধিবলে তা
অন্যায়ে সম্পন্ন হতে পারে। শশকের শারীরিক শক্তি সিংহ অপেক্ষা অনেক কম, কিন্তু বুদ্ধি অনেক বেশি। তাই
শশক বুদ্ধির দ্বারা পরাক্রমশালী সিংহকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে।

শব্দার্থ : মিলিত্বা- মিলিত হয়ে। ভবদাহারার্থম- আপনার আহারের জন্য। উপটোকয়ামঃ- পূরকার দেব।
কোপাঃ- ক্রোধবশত। নিবেদয়িতুম- জানাতে। নিষ্কিপ্য- নিষ্কেপ করে।

সঙ্কিবিচ্ছেদ : কুর্বনাত্তে = কুর্বন + আত্তে । প্রত্যহমৌকেকম্ = প্রতি + অহম্ + এক + একম্ ।
ভক্ষয়ন্নাত্তে = ভক্ষয়ন্ + আত্তে । পুনরাগমনায় = পুনঃ + আগমনায় ।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : পর্বতে- অধিকরণে ৭মী । জীবিতাশয়া - হেতুর্থে ৩য়া । আগমনায় - তাদর্থে ৪থী । সকোপম্ - ক্রিয়া বিশেষণে ২য়া । কৃপজলে - অধিকরণে ৭মী ।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় : মৃগেন্দ্রঃ- মৃগাণাম্ ইন্দ্ৰঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ) । প্রত্যহম- অহনি অহনি (অব্যায়ীভাবঃ) । সকোপম- কোপেনসহ বর্তমানৎ যথা স্যাত তথা (বহুবৃহিঃ) ।

বৃৎপত্তি নির্ণয় : ক্রিয়তে = $\sqrt{\text{কৃ}} + \text{কর্মণি য} + \text{লট্ তে}$ । আগতঃ = আ- $\sqrt{\text{গম্}} + \text{ক্ত}$ । দর্শয় = + $\sqrt{\text{দৃশ্য}} + \text{ণিচ্} + \text{লোট্ হি}$ । নিষ্কিপ্য = নি - $\sqrt{\text{ক্ষিপ্ত}} + \text{ল্যপ্}$ ।

অনুশীলনী

১। “বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য” এই নীতিবাক্য অবলম্বনে বাংলা ভাষায় একটি গল্প লেখ ।

২। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) স চ সৰ্বদা-----পশ্চমুপচৌক্যামঃ ।

(খ) ততঃ সিংহো২পি -----বলাদধৃতঃ ।

(গ) তত্রাগত্য-----পঞ্চত্তৎ গতঃ ।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর :

(ক) ত্রাসতো....সিংহানুনয়েন মে ।

(খ) বুদ্ধির্যস্য ...নিপাতিতঃ ।

৪। সঙ্কিবিচ্ছেদ কর :

কুর্বনাত্তে, পুনরাগমনায়, কুতন্তৎ, সিংহাস্তরেণ, ইত্যাক্তা, ততো২সৌ ।

৫। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় :

পশ্চাত্তিঃ, জীবিতাশয়া, স্বামিনৎ, সত্ত্বরং, কৃপজলে ।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

মৃগেন্দ্রঃ, প্রত্যহম, কৃধাপীড়িতঃ, দুরাত্মানৎ, গভীরকৃপৎ ।

৭। বৃৎপত্তি নির্ণয় কর :

ক্রিয়তে, নিষ্কিপ্য, অব্রবীৎ, আগচ্ছন্ন, দর্শয় ।

৮। শুন্দি উত্তরটি লেখ :

(ক) মন্দরপর্বতে বাস করত-

- | | |
|--------------|-----------|
| (১) ব্যান্তি | (২) হরিণ |
| (৩) ভল্লক | (৪) সিংহ। |

(খ) 'যদ্যেবম্' পদের সঙ্গিবিচ্ছেদ-

- | | |
|---------------|-----------------|
| (১) যদা+ এবম্ | (২) যদি + এবম্ |
| (৩) যৎ+ এবম্ | (৪) যদী + এবম্। |

(গ) 'তন্মনং মনং গচ্ছামি' এই উক্তিটি-

- | | |
|--------------|---------------|
| (১) শশকের | (২) ব্যান্তের |
| (৩) বিড়ালের | (৪) সিংহের। |

(ঘ) "সবর্দা শব্দের ব্যৃত্পত্তি-

- | | |
|--------------|-----------------|
| (১) সর্ব+ দল | (২) সর্ব + দিল |
| (৩) সর্ব+দা | (৪) সর্ব + দাল। |

একাদশ পাঠ
[দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা]
রাজকুমার-তল্লুকোপাখ্যানম্

একদা রাজকুমারঃ মৃগয়ার্থং বনং গতঃ। তত্র বহুন শাপদান ব্যাপাদ্য কৃষ্ণসারং দৃষ্ট্বা তদনুগতো মহদরণ্যং প্রবিষ্ঠো যাবৎ পশ্যতি তাবৎ সর্বোৰ্পি সৈন্যবর্ণো নগরমার্গে লগ্নঃ। কৃষ্ণসারোৰ্পি তত্ত্বাদশ্যো জাতঃ। স্বয়মেকাকী তুরগারুচঃ সরোবরস্যাত্মে বনমপশ্যৎ। তত্ত্বাদবৰ্তীর্ণো বৃক্ষশাখায়ামশ্চৎ নিবধ্য জলপানং বিধায় বৃক্ষাধঃ স্থায়ায়ামুপবিশতি তাবদতিভয়ংকরঃ কশ্চিদ ব্যাত্রঃ সমাগতঃ। তৎ ব্যাঘং দৃষ্ট্বাশ্চো বঙ্কনং ত্রোটয়িত্বা পলায়মানো নগরমার্গমগমৎ। রাজকুমারোৰ্পি ভয়াদৃবেপমানঃ শাখামবলম্ব্য বৃক্ষমারুচঃ। পূর্বীরুচং ভল্লুকং দৃষ্ট্বা পুনরত্যন্তং ভয়ং প্রাণঃ। অথ তেন ভল্লুকেন ভগিতম্, “তো রাজকুমার! তত্ত্ব মা তৈয়ীঃ। অদ্য মম শরণাগতত্ত্বম্। অতএবাহং কিমপ্যনিষ্ঠং ন করিষ্যামি। মাং বিশ্বস্য ব্যাত্রাদপি ন ভেতব্যম্। রাজকুমারেণ ভগিতম্, “তো ঋক্ষরাজ! অহং তব শরণাগতঃ, বিশেষতো ভয়ভীতঃ। অতো মহৎ পুণ্যং শরণাগতরক্ষুণাং ভবতি।”

ততঃ সুর্যোৰ্প্যাঙ্গং গত। রাত্রাবতিশান্তো রাজপুত্রো যাবন্দ্রিণাং সমায়াতি তাবদ ভল্লুকো বদতি -রাজকুমার! “বৃক্ষাধঃ পতিষ্যতি, এই ময়াকে নিদ্রাং কুরু।” এবমুক্তস্য ভল্লুকস্যাকে নিদ্রাং গতো রাজপুত্রঃ। তদা ব্যাত্রো বদতি, “তো ভল্লুক! অয়ং গ্রামবাসী পুনরপি মৃগয়ায়াম্বান নিহনিষ্যতি। শক্রবয়ং কিমৰ্থমক্ষে নিরবেশিতঃ। যতোৰ্বয়ং মানুষঃ। ত্রয়োপকৃতোৰ্প্যায়মপকারমেব করিষ্যতি তস্মাদযুং পাতয়। অহমেনং ভক্ষয়িত্বা সুখেন গমিষ্যামি। তুমপি নিজাশ্রমং গচ্ছ।”

ভল্লুকেনোক্তম্, “অয়ং যাদৃশোৰ্পি ভবতু পরং মম শরণাগতঃ। অমুং ন পাতয়িষ্যামি। শরণাগতমারণে মহৎ পাপম্।”

তদনন্তরং রাজপুত্রো বিনিদ্রো জাতঃ। ভল্লুকেনোক্তম্, “তো রাজকুমার, অহং ক্ষণং নিদ্রাং করিষ্যামি। তুমপ্রমত্তিষ্ঠ।” তেনোক্তম্, “তথা ভবতু।” ততো ভল্লুকো রাজপুত্রসমীপে নিদ্রাং গতঃ। তদা ব্যাত্রেণোক্তম্, “তো রাজকুমার! তুমস্য বিশ্বাসং মা কুরু, যতোৰ্বয়ং নথাযুধঃ। উত্তৰঃ-

নথিনাথও নদীনাথও শৃঙ্গিনাং শক্রধারিণাম।

বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্তুত্যু রাজকুলেযু চ ॥

অয়মাত্মানং মন্ত্রো রক্ষিত্বা স্বয়মভূমিষ্ঠতি। অতঙ্কমযুং ভল্লুকমধঃ পাতয়। অহমেনং ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যামি। তুমপি নিজং নগরং গচ্ছ।”

তঙ্গুত্তা রাজপুত্রো যাবত তমধঃ পাতয়তি তাবদ্ভুকো বৃক্ষাং পতনমন্তরা শাখামন্যামবলমিতবান् । পুনর্ণৎং
দৃষ্টা রাজপুত্রো ভয়মাপ । ভল্লকো২প্যবদ্ধং “তোঃ পাপিষ্ঠ! কির্মৰ্থং বিভেষি? যৎ পুরার্জিতং তৎ কর্ম তৃয়া
ভোক্তব্যমন্তি । তর্হি তৎ সমেমিরেতি বদন পিশাচো ভব”-ইতি শাপং দন্তবান! ততঃ প্রভাতমাসীং ।
ব্যাপ্তিশ্চাং স্থানাং নির্গতঃ । ভল্লকো২পি রাজকুমারং শঙ্কা নিজস্থানমগাং । রাজকুমারো২পি ‘সমেমিরেতি’
বদন পিশাচো ভৃত্তা বনং পরিভ্রমতি স্ম ।

ভূমিকা

‘রাজকুমার-ভল্লকোপাখ্যানম্’ সংস্কৃত ‘দ্বাত্রিংশৎপুত্রলিকা’ নামক গল্পহস্ত থেকে সংকলিত । এছাটির অপর নাম
‘সিংহসনঘাত্রিশিকা’ বাংলায় এর নাম ‘বঢ়িশসিংহসন’ । পুস্তকটির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত ।

সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে-

“মিত্রদ্রোহী কৃতয়শ যশ বিশ্বাসঘাতকঃ ।

অয়স্তে নরকং যাষ্ঠি যাবচ্ছন্দিবাকরৌ ।”

যতদিন চন্দ-সূর্য থাকবে, ততদিন বদ্রদ্রোহী, কৃতয় ও বিশ্বাসঘাতক-এই তিনি ব্যক্তি নরকগামী হবে ।

‘রাজকুমার-ভল্লকোপাখ্যানম্’ গল্প এই শ্লোকটিকেই আশ্রয় করে রচিত হয়েছে । এতে প্রদর্শিত হয়েছে কৃতয়
রাজকুমারের জীবনের চরম পরিগতি ।

শব্দার্থ: ব্যাপাদ্য- হত্যা করে । ত্রোটিয়ত্বা- ছিঁড়ে । বেপমানঃ- কম্পমান । খক্ষরাজ- ভল্লকরাজ । অঙ্কে-
কোলে । শঙ্কা- অভিশাপ দিয়ে ।

সঙ্ক্ষিপ্তিছেদ : মহদ্রণ্যং = মহৎ + অরণ্যং । তুরগারচঃ = তুরগ + আরচঃ । রাত্রাবতিশ্রান্তো = রাত্রৌ +
অতিশ্রান্তো । তস্মাদযুং = তস্মাৎ + অমুং । স্বয়মভূমিচ্ছতি - স্বয়ম + অভূম + ইচ্ছতি ।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : বৃক্ষশাখায়াম- অধিকরণে ৭মী । শরণাগতরক্ষণাং- অপাদানে ৫মী । মৃগয়ায়-
করণে ৩য়া । রাজকুমারং- কর্মে ২য়া ।

ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম : নগরমার্গে- নগরস্য মার্গে (৭মী তৎপুরুষঃ) । শরণাগতঃ- শরণম আগতঃ
(২য়া তৎপুরুষঃ) । গ্রামবাসী- গ্রামে বসতি যঃ (উপপদতৎপুরুষঃ) ।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় : আরচঃ = আ-√রচ + চ । পলায়মানঃ = পরা- √অয় + শানচ । পাতয়িষ্যামি = √পৎ +
শিচ + লৃট স্যামি । নির্গতঃ = নিঃ-√গম + ত ।

অনুশীলনী

১। ভলুক ও রাজকুমারের উপাখ্যানটি সংক্ষেপে বল ।

২। সংক্ষেপে উভয় দাও :

(ক) কাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়?

(খ) শরণাগতকে রഫা করলে কী হয়?

৩। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) তএ বহুন----- তত্ত্বাদ্যো জাতঃ ।

(খ) তত্ত্বাদবতৌরো----- নগরমার্গমগমৎ ।

(গ) অয়মাত্মানং----- নগরং গচ্ছ ।

(ঘ) ব্যাপ্তিস্থান----- পরিপ্রমতি স্ম ।

৪। সঞ্চিবিচ্ছেদ কর :

তুরাগজ্ঞঃ, তস্মাদমূং, ভলুকেনোভম্, শ্যয়মলুমিচ্ছতি, পতনমন্ত্রণা ।

৫। কারক দেখিয়ে বিভক্তি নির্ণয় কর :

বৃংশাখায়াম্, মৃগয়ায়া, ভলুকেন, শাখাম্, স্থানাং ।

৬। ব্যাসবাক্য লেখ ও সমাসের নাম বল :

তুরগারুচঃ, গ্রামবাসী, শরণাগতঃ, রাজপুত্রঃ, নিজস্থানম ।

৭। ব্যুৎপন্নি নির্ণয় কর :

আরুচঃ ব্যাপ্তি, তেতব্যম্, অত্মম, শঙ্গা ।

৮। সঠিক উভয়টির পাশে টিক টিক (✓) দাও :

(ক) অশ্ব বাঁধন হিন্ন করেছিল-

(১) ভলুক দেখে

(২) সিংহ দেখে

(৩) বাঘ দেখে ।

(৪) শূকর দেখে ।

(খ) রাজকুমার শরণাগত ছিল-

- | | |
|---------------|--------------|
| (১) বনদেবতার | (২) ভদ্রকের |
| (৩) ব্যাশ্রের | (৪) সিংহের । |

(গ) রাত্রে রাজকুমার ঘুমিয়েছিল-

- | | |
|------------------|--------------------|
| (১) দেবতার কোলে | (২) মায়ের কোলে |
| (৩) কিরাতের কোলে | (৪) ভদ্রকের কোলে । |

(ঘ) রাজপুত্র ভদ্রককে ফেলেছিল-

- | | |
|----------------|-------------------|
| (১) গাছের নিচে | (২) কৃপজলে |
| (৩) নদীজলে | (৪) বিশাল গর্তে । |

(ঙ) রাজপুত্র ছিল-

- | | |
|------------|--------------|
| (১) কৃতজ্ঞ | (২) অকৃতজ্ঞ |
| (৩) কৃতম | (৪) হিংস্র । |

দ্বাদশ পাঠ

[মধ্যমব্যায়োগ]

ভীমসেনেন ব্রাহ্মণপুত্রমোচনম्

ভীমসেনঃ-

ভোঃ পুরুষ! মুচ্যতাম্ ।

ঘটোৎকচঃ-

ন মুচ্যতে । মাতুরাজ্যা গৃহীতো হ্যষঃ ।

ভীমসেনঃ-

(আত্মগতম্) কথৎ মাতুরাজ্ঞেতি । অহো! কা সা মাতা যস্যা আজ্ঞাং পুরকরোত্যাঃ তপস্মী ।
(প্রকাশম্) ভো পুরুষ! প্রষ্টব্যং খলু তাবদন্তি ।

ঘটোৎকচঃ-

বদ শীত্রম্ ।

ভীমসেনঃ-

কা নাম ভবতো মাতা?

ঘটোৎকচঃ-

হিডিষা নাম রাক্ষসী ।

ভীমসেনঃ-

(আত্মগতম্)- হিডিষায়াঃ পুত্রোভয়ম্ । সদৃশো হ্যস্যগর্বঃ । (প্রকাশম্) ভোঃ পুরুষ! মুচ্যতাম্ ।

ঘটোৎকচঃ-

ন মুচ্যতে ।

ভীমসেনঃ-

ভোঃ ব্রাহ্মণ! গৃহ্যতাঃ তব পুত্রঃ । বরামেনমনুগমিষ্যামঃ । ক্ষত্রিয়কুলোৎকপত্রোভয় । মম শরীরেণ
ব্রাহ্মণশরীরং রক্ষিতুমিচ্ছামি ।

ঘটোৎকচঃ-

(আত্মগতম্) অহো ক্ষত্রিয়োভয়ম্ । তেনাস্য দর্পঃ । ভবতু । ইমমেব হত্তা নেষ্যামি । (প্রকাশম্)
অথ কেনাযং বারিতঃ?

ভীমসেনঃ-

ময়া ।

ঘটোৎকচঃ-

ভবানেবাগচ্ছতু ।

ভীমসেনঃ-

যদি তে শক্তিরন্তি বলাত্কারেণ মাঃ নয় ।

ঘটোৎকচঃ-

কিং মাঃ প্রত্যভিজানীতে ভবান?

ভীমসেনঃ-

মম পুত্র ইতি জানে ।

ঘটোৎকচঃ-

কথৎ তব পুত্রোভয়?

ভীমসেনঃ-

কথৎ ক্রধ্যসি? মর্যয়াতু ভবান् । সর্বাঃ প্রজাঃ ক্ষত্রিয়াগাঃ পুত্রশক্রেণাভিধীয়ত্বে । অতএব
ময়াভিহিতম্ ।

ঘটোৎকচঃ-

ভীতানামাযুধং গৃহীতম্ ।

ভীমসেনঃ-

শপামি সতোন, ভয়ং ন জানে ।

ঘটোৎকচঃ-

এষ তে ভয়মুপদিশামি । গৃহ্যতামাযুধম্ ।

ভীমসেনঃ-

আযুধমিতি । গৃহীতমেতৎ ।

ঘটোৎকচঃ-

কথমিব?

ভীমসেনঃ-

কাঞ্জনক্তুসদৃশো রিপুণ্গাঃ নিষ্ঠাহে রতঃ ।

অয়ং তু দক্ষিণো বাহুরাযুধং সহজং মম ॥

ঘটোৎকচঃ-	ইন্দুপপন্নং পিতুর্মে ভীমসেনস্য ।
ভীমসেনঃ-	অথ কোহয়ং ভীমঃ? কেন সদৃশঃ স বলেন?
ঘটোৎকচঃ-	দেবতুল্যঃ ।
ভীমসেনঃ-	অনৃতমেতৎ ।
ঘটোৎকচঃ-	কথমনৃতম্? ক্ষিপসি মে শুরুম্? ভবতু । ইমং স্তুলং বৃক্ষমৃৎপাট্য প্রহরামি (উৎপাট্য প্রহরতি)। অস্তি মাতৃপ্রসাদাত্ম লক্ষ্মো মায়াপাশঃ । তেন বদ্ধা ত্বাং নয়ামি (মন্ত্রং জপতি)।
ভীমসেনঃ-	অস্তি মহেশ্বর প্রসাদাত্মকো মায়াপাশমোক্ষো মন্ত্রঃ । তৎ জপামি (মন্ত্রং জপতি)।
ঘটোৎকচঃ-	অয়ে! পতিতঃ পাশঃ । কিমিদানীং করিয়ে? ভবতু দৃষ্টম্ । তোঃ পুরুষ! পূর্বসময়ং স্মর ।
ভীমসেনঃ-	সময় ইতি । এষ স্মরামি । গচ্ছত্রাতঃ । (উভৌ পরিক্রামতঃ)
ঘটোৎকচঃ-	তিষ্ঠ তাৰৎ । তৃদাগমনমৰ্বায়ে নিবেদয়ামি ।
ভীমসেনঃ-	বাঢ়ম, গচ্ছ ।
ঘটোৎকচঃ-	(উপসৃত্য)- অম! অয়মভিবাদয়ে । চিৱাভিলধিতো ভবত্যা আহারার্থমানীতো মানুষঃ ।
হিড়িম্বাঃ-	(প্রবিশ্য) জাত! চিৱৎ জীব । কীদৃশো মানুষ আনীতঃ?
ঘটোৎকচঃ-	ভবতি! রূপমাত্রেণ মানুষো ন বীর্যেণ ।
হিড়িম্বাঃ-	যদ্যেবৎ, পশ্যামি তাৰদেনম্ । (উভৌ পরিক্রামতঃ) কিমেষ মানুষ আনীতঃ?
ঘটোৎকচঃ-	ভবতি! কোৱয়ম्?
হিড়িম্বাঃ-	উন্নতক! দৈবতৎ খৰ্বস্মাকম্ ।
ঘটোৎকচঃ-	আঃ! কস্য দৈবতম্?
হিড়িম্বাঃ-	তব চ মম চ ।
ঘটোৎকচঃ-	ক ঃ প্রত্যয়ঃ?
হিড়িম্বাঃ-	এষঃ প্রত্যয় । জয়ত্বার্যপুত্রঃ ।
ভূমিকা	

মহাকবি কলিদাসের পূর্ববর্তী ভাসরচিত ‘মধ্যমব্যায়োগঃ’ একটি বিখ্যাত নাট্যগ্রন্থ। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে গ্রন্থখানা রচিত। ঘটোৎকচ ও তার মাতা হিড়িম্বা নরমাস্স ভক্ষণ করার জন্য এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে আবক্ষ করেন। বহু আলোচনার পর ছির হয় যে ঐ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নী তাঁদের মধ্যম পুত্রকেই ঘটোৎকচের হাতে সমর্পণ করবেন। ঘটোৎকচের হাত থেকে ঐ ব্রাহ্মণ পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ভীম এগিয়ে এলেন। ঘটোৎকচের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হল। যুদ্ধের মাঝে ভীম ও ঘটোৎকচ জানতে পারল তারা পরম্পর পিতা-পত্র। ফলে ব্রাহ্মণের পত্র রক্ষা পেল।

শব্দার্থ : মাতুরাঙ্গণ-মায়ের আদেশে। মুচ্যতাম- ছেড়ে দাও। ফ্রিয়কুলোৎপন্ন- ফ্রিয়বংশে জাত।
রক্ষিতুম- রক্ষা করতে। হত্তা- হত্যা করে। অস্বায়ে- মাকে। আযুধম- অস্ত্র। বাচম- হ্যাঁ।

সঙ্কি বিচ্ছেদ : মাতুরাজেতি = মাতৃৎ + আজ্ঞা + ইতি। পুরক্ষরোত্যয়ৎ = পুরক্ষরোতি + অয়ৎ।
রক্ষিতুমিচ্ছামি = রক্ষিতুম্ + ইচ্ছামি। ইমমেব = ইমম্ + এব

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : আজ্ঞায়- হেতুর্থে ওয়া। শরীরেণ- করণে ওয়া। ভীমসেনস্য- সম্বন্ধে ঘটী।
মহেশ্বরপ্রসাদাত্ম- অপাদানে ঘটী।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় : ব্রাহ্মণশরীরং- ব্রাহ্মণস্য শরীরং (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। কাঞ্চনসন্তুষ্টসদৃশঃ-
কাঞ্চননির্মিতঃ সন্তুষ্টঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ), তেন সদৃশঃ (২য়া তৎপুরুষঃ)। দেবতুল্যঃ- দেবেন
তুল্যঃ (৩য়া তৎপুরুষঃ)।

ব্যৃৎপত্তি নির্ণয়: প্রটব্যম् = $\sqrt{\text{থচ্ছ}} + \text{তব্য}$, ক্লীবলিঙ্গ, ১ মার একবচন। হস্তা- $\sqrt{\text{হন}} + \text{স্তোত্র}$ । গৃহীতম্ =
 $\sqrt{\text{গহ}} + \text{ত্র}$, ক্লীবলিঙ্গ, ১ মার একবচন।

অনুশীলনী

১। ভীমসেন কর্তৃক ব্রাহ্মণপুত্রমোচনের কাহিনি বর্ণনা কর।

২। 'মধ্যমব্যায়োগঃ' কে রচনা করেন?

৩। ঘটোৎকচ কে ছিল?

৪। ভীম কে ছিলেন?

৫। হিড়িবা কে ছিল?

৬। সঙ্কিবিচ্ছেদ কর :-

মাতুরাজেতি, পুত্রোভয়ম্, তাবদন্তি, গৃহীতমেতৎ, গৃহ্যতামাযুধম্।

৭। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় :

মহেশ্বরপ্রসাদাত্ম ময়া, রিপুণাম্, কেন, অব্যায়ে।

৮। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :-

কাঞ্চনসন্তুষ্টসদৃশঃ, দেবতুল্যঃ, মায়াপাশঃ, মাতৃপ্রসাদাত্ম, তদাগমমনম্।

৯। ব্যৃৎপত্তি নির্ণয় কর :-

প্রটব্যম্, তপস্তী, নেষ্যামি, উপপন্নম্, গৃহীতম্।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর:-

(ক) ভোঃ পুরুষ!----- |

(খ) -----নাম ভবতো মাতা।

(গ) ইমমেব-----নেষ্যামি।

(ঘ) -----সদৃশঃ স বলেন?

(ঙ) ----- মাতুমো ন বীর্যেণ।

অয়োদশ পাঠ
[প্রতিমানাটকম্]
ভরতস্য প্রতিমাদর্শনম্

[ততঃ প্রবিশতি ভরতো রথেন সৃতশ্চ]

ভরতঃ-
 (সাবেগম) সৃতঃ! চিরং মাতুলপরিচয়াদবিজ্ঞাতবৃত্তান্তো২শ্চ। শ্রুতঃ ময়া দৃঢ়মকল্যাশরীরো
 মহারাজ ইতি। তদুচ্যতাম- পিতুর্মে কো ব্যাধিঃ।

সৃতঃ-
 হন্দয়পরিতাপঃ খলু মহান्।

ভরতঃ-
 কিমাহৃষ্টং বৈদ্যাৎ?

সৃতঃ-
 ন খলু ভিষজস্ত্ব নিপুণাঃ।

ভরতঃ-
 কিমাহারং ভুঁড়ক্তে শয়নমপি?

সৃতঃ-
 ভূমৌ নিরশনঃ?

ভরতঃ-
 কিমাশা স্যাত?

সৃতঃ-
 দৈবম।

ভরতঃ-
 শুরুতি হন্দয়ং বাহয় রথম্।

সৃতঃ-
 যদাঙ্গাপয়তি আযুম্বান্ঃ।

[ক্ষণাত্ম পরম্]

সৃতঃ-
 আযুম্বন্ঃ! সোপন্দেহতয়া বৃক্ষাগামভিতঃ খন্ধযোধয়া ভবিতব্যম্।

ভরতঃ-
 অহো নু খলু স্বজনদর্শনোৎসুকস্য ত্বরতা মে মনসঃ।

[প্রবিশ্য]

ভটঃ-
 জয়তু কুমারঃ। উপাধ্যায়ান্ত ভবন্তমাহুৎঃ।

ভরতঃ-
 কিমিতি কিমিতি?

ভটঃ-
 একনাড়িকাবিশেষঃ কৃত্তিকাবিষয়ঃ। তস্মাত্প্রতিপন্নায়ামেব রোহিণ্যামযোধ্যাং প্রবেক্ষ্যতি
 কুমারঃ।

ভরতঃ-
 বাঢ়মেবম্। ন ময়া গুরুবচনমতিক্রান্তপূর্বম্। গচ্ছ তৃম্।

ভটঃ-
 যদাঙ্গাপয়তি কুমারঃ। (নিক্রান্তঃ)

ভরতঃ-
 অথ কশ্মিন্প্রদেশে বিশ্রামিয়ে? ভবতু, দৃষ্টিম্। এতশ্চিন্ম বৃক্ষান্তরাবিকৃতে দেবকুলে মুহূর্তং
 বিশ্রামিয়ে। তদুভয়ং ভবিষ্যতি- দৈবতপুজা বিশ্রামশ্চ। অথ চ- উপোপবিশ্য প্রবেষ্টব্যানি
 নগরানীতি সৎসমুদ্বাচারঃ। তস্মাত্প্রাপ্যতাং রথঃ।

সৃতঃ-
 যদাঙ্গাপয়তি আযুম্বান্ঃ। (রথং স্থাপয়তি)

ভরতঃ-
 [রথাদবতীর্থ] সৃতঃ! একান্তে বিশ্রাময়াশ্঵ান।

সৃতঃ-
 যদাঙ্গাপয়তি আযুম্বান্ঃ।

(নিজান্তঃ)

ভরতঃ- [প্রতিমাগহং প্রবিশ্যালোক্য চ। অহো ক্রিয়ামাধুর্যং পাদাগানাম। অহো ভাবগতিরাকৃতীনাম। দৈবতোদিষ্টানামপি মানুষবিশ্বাসতাসাং প্রতিমানাম। কিন্তু খলু চতুর্দেবতোহয়ং স্তোমঃ? অথবা যানি তানি ভবস্তু। অস্তি তাবন্যে মনসি প্রহর্ষঃ]

[প্রবিশতি দেবকুলিকঃ]

ভরতঃ- নমো২স্তু।

দেবকুলিকঃ- ন খলু ন খলু প্রণামঃ কার্যঃ।

ভরতঃ- মা তাবদ্ ভোঃ।

বক্তব্যং কিঞ্চিদস্মাসু বিশিষ্টঃ প্রতিপাল্যতে।

কিংকৃতঃ প্রতিযেদো২য়ং নিয়মপ্রতিবন্ধুতা ॥

দেবকুলিকঃ- ন খল্লেতে কারণেঃ প্রতিযেদয়ামি ভবস্তুম। কিন্তু দৈবতশক্ত্যা ব্রাহ্মণজনস্য প্রণামং পরিহরামি। ক্ষত্রিয়া হ্যত্রভবস্তুঃ।

ভরতঃ- এবম। ক্ষত্রিয়া হ্যত্রভবস্তুঃ। অথ কে নামাত্রভবস্তুঃ।

দেবকুলিকঃ- ইশ্বাকবঃ।

ভরতঃ- [সহর্ষম] ইশ্বাকব ইতি। এতে তে অযোধ্যাভর্তীরঃ। ভোঃ! যদৃচ্ছয়া খলু ময়া মহৎ ফলমাসাদিতম। অভিধীয়তাম- কস্তাবদত্রভবান?

দেবকুলিকঃ- অয়ং দিলীপঃ।

ভরতঃ- পিত্তপিতামহো মহারাজস্য।

দেবকুলিকঃ- অত্রভবান্ম রঘু।

ভরতঃ- পিতামহো মহারাজস্য। ততস্ততঃ?

দেবকুলিকঃ- অত্রভবানজঃ।

ভরতঃ- পিতা তাতস্য। কিমিতি কিমিতি?

দেবকুলিকঃ- অয়ং দিলীপঃ অয়ং রঘুঃ অয়মজঃ।

ভরতঃ- ভবস্তু কিঞ্চিত্প পৃচ্ছামি। ধরমাগানামপি প্রতিমা স্থাপ্যতে?

দেবকুলিকঃ- ন খলু, অতিক্রান্তানামেব।

ভরতঃ- তেন হ্যাপৃচে ভবস্তুম।

দেবকুলিকঃ- তিষ্ঠ-

যেন প্রাণশ রাজ্যং স্তীশুক্ষার্থে বিসর্জিতা।

ইমাং দশরথস্য ত্বং প্রতিমাং কিং ন পৃচ্ছসে ॥

ভরতঃ- হা তাত! [মুর্চ্ছিতঃ পততি, পুনঃ প্রত্যাগত্য] হৃদয়! ভব সকামং যৎকৃতে শক্ষে ত্বং শৃণু পিত্তনিধনং তদগচ্ছ দৈর্যং চ তাৰৎ। স্পৃশতি তু যদি নীচো মাময়ং শুক্রশব্দ-স্তুথ চ ভবতি সত্যং তত্র দেহো বিশোধ্যঃ। আর্য!

- দেবকুলিকাঃ- আর্যেতি ইঙ্গাকুলালাপঃ খল্লয়ম् । কশ্চিত্ কৈকেয়ীপুত্রো ভরতো ভবান् ননু?
- ভরতঃ- অথ কিম্, অথ কিম্ । দশরথপুত্রো ভরতোৰ্ষিমি, ন কৈকেয্যাঃ
- দেবকুলিকঃ- তেন হ্যাপৃচে ভবত্তম্ ।
- ভরতঃ- তিষ্ঠ । শেষমভিধীয়তাম্ ।
- দেবকুলিকঃ- কা গতিঃ । শ্রুয়তাম্ । উপরতন্ত্রভবান् দশরথঃ । সীতালক্ষণসহায়স্য রামস্য বনগমনপ্রয়োজনঃ ন জানে ।
- ভরতঃ- কথৎ কথমার্যোৰপি বনৎ গতঃ । [দ্বিতীয় মোহযুপগতঃ]
- দেবকুলিকঃ- কুমার! সমাখ্যসিহি সমাখ্যসিহি ।
- ভরতঃ- [সমাখ্যস্য]
- অযোধ্যামটবীভৃতাং পিত্রা ভ্রাতা চ বর্জিতাম্ ।
পিপাসার্তেৱনুধাবামি ক্ষীণতোয়াং নদীমিব ॥

ভূমিকা

‘ভরতস্য প্রতিমাদর্শনম্’ শীর্ষক নাট্যাংশটি ভাসরচিত ‘প্রতিমানটক’ থেকে সংকলিত । ভাসের তেরখানা নাটকের মধ্যে ‘প্রতিমানটক’ অন্যতম । রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে নাটকটি রচিত । কৈকেয়ীর ঘড়যন্ত্রে রামের বনগমন থেকে আরম্ভ করে রাবণবধের পরে সীতাসহ রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পর্যন্ত সমস্ত কাহিনির সমাবেশ হয়েছে এই নাটকে । মাতুলালয় থেকে প্রত্যাবৃত্ত ভরত প্রতিমাগৃহে রক্ষিত মৃত পিতার মৃতি দেখে পিতার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন-এ বিষয়টিই সংকলিত নাট্যাংশের উপজীব্য বিষয় ।

শব্দার্থ : ভিজং- চিকিৎসকগণ । আজ্ঞাপয়তি- আদেশ করেন । প্রবিশ্য- প্রবেশ করে । মনসি- মনে । বাঢ়ম- হ্য়া । বিশ্রমিয়ে- বিশ্রাম করব । দৈবপূজা- দেবপূজা । উপরতঃ- প্রয়াত ।

সংক্ষিপ্তিকরণ : পিতুর্মে = পিতুঃ + মে । বিশ্রাময়াশ্঵ান् = বিশ্রাময় + আশ্঵ন् । খল্লৈতেঃ = খল্ল + এতেঃ ।
কস্তুবদ্ব্রতভবান् = কঃ + তাৰৎ + অত্রভবান্ ।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : তস্মাৎ- হেতু অর্থে ৫মী । ময়া- অনুক্রকর্তায় ৩য়া । মনসি- অধিকরণে ৭মী । প্রতিমাঃ- উক্তকর্মে ১মা । পিপাসার্তঃ- কর্তায় ১মা ।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় : ব্রাক্ষণজনস্য- ব্রাক্ষণ এব জনঃ (কর্মধারয়ঃ), তস্য । মহারাজস্য- মহান् রাজা ।
দেবতপূজা- দেবতস্য পূজা (যষ্ঠী তৎপুরুষঃ) ।

ব্যৃৎপত্তি নির্ণয় : ব্যাধিঃ = বি-আ-ব্র্ধা + কি । বাহয় = ব্রহ + গিচ + লোট ছি । আযুষ্মান् = আযুষ + মতুগ় ।
প্রবিশ্য = প্র - বিশ্য + ল্যপ় । প্রণামঃ প্র - গম + ঘণ্ড ।

অনুশীলনী

- ১। 'ভরতস্য প্রতিমাদর্শনম্' নাট্যাংশের মূল বক্তব্য বাংলা ভাষায় লেখ ।
- ২। 'প্রতিমানাটক' সম্পর্কে একটি টীকা লেখ ।
- ৩। বাংলায় অনুবাদ কর :
 - (ক) অহো ক্রিয়ামাধুর্যং ----- ত্বোমঃ?
 - (খ) বক্তব্যং ----- নিয়মপ্রতিবন্ধুতা ॥
 - (গ) যেন প্রাণাচ্ছ ----- কিং ন পৃচ্ছসে ॥
 - (ঘ) কা গতিঃ ----- ন জানে ।
- ৪। সংস্কৃত ব্যাখ্যা লেখ :
 - (ক) অযোধ্যামটবীভূতাং ----- নদীমিব ।
- ৫। সঙ্গি বিচ্ছেদ কর :

পিতুর্মে, ধৰ্মেতেৎ, তদৃচাতাম, যদাজ্ঞাপয়তি, প্রাণাচ্ছ ।
- ৬। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় :

তস্মাত্, প্রতিমাঃ, মনসি, কুমার, পিত্রা ।
- ৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

মহারাজস্য, নিরশনঃ, দৈবতশঙ্কয়া, দশরথপুত্রঃ, পিপাসার্তঃ ।
- ৮। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :

ব্যাধিঃ, আযুত্থান, প্রণামঃ, বাহয়, গতিঃ ।
- ৯। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
 - (ক) 'প্রতিমানাটক' কে রচনা করেন?
 - (খ) ভরত বিশ্বামৈর জন্য কোথায় প্রবেশ করেছিলেন?
 - (গ) দিলীপ কে ছিলেন?
 - (ঘ) রঘু কে ছিলেন?
 - (ঙ) অজ কে?
 - (চ) অজের পুত্রের নাম কী?
- ১০। শূন্যস্থান পূরণ কর :
 - (ক) কিমাহৃতঃ-----?
 - (খ) ----- আযুত্থান?
 - (গ) ন খলু----- কার্যঃ।
 - (ঘ) ----- হ্যাত্রভবস্তঃ ।
 - (ঙ) ন খলু,----- ।

চতুর্দশ পাঠ

[অভিজ্ঞানশকুন্তলম্]

শকুন্তলোপাখ্যানম্

আসীৎ পুরা হস্তিনায়াৎ দুষ্যাত্তো নাম একঃ পরাক্রমাত্তো রাজা। একদা স মৃগয়ার্থৎ সমেন্দ্রে রাজ্যাত বহির্জগাম। বহুনি অরণ্যানি নিঃশ্঵াপদানি কৃত্তা স কগ্নমুনেরাশ্রমমুপগতঃ। অশ্মিত্রেব কালে মহর্ষিঃ কথঃ তপস্যার্থৎ সোমতীর্থৎ যবৌ। আশ্রমাভ্যন্তরে আসীৎ কগ্নমুনেঃ পালিতা কন্যা রূপযৈবিনসম্পন্না অনৃতা শকুন্তলা। অনসূয়া প্রিয়বদ্বা চ তস্যাঃ প্রিয়সখ্যৌ। আশ্রমে বহুঃ শিষ্যা অপি ন্যবসন্ত।

রাজা দুষ্যন্ত আশ্রমং প্রবিশ্য কৃপলাবণ্যময়ীং শকুন্তলা দৃষ্টা গান্ধৰ্ববিদিনা তামুপযৈমে। অথ “অচিরমেব ত্বাং রাজধানীং নেব্যামি, অঙ্গুরীয়াকং গৃহাণ” ইত্যক্ত্বা স হস্তিনাপুরীং প্রতহ্নে।

গতেষু কতিপয়েষু দিবসেষু মনর্ধিদুর্বাসা তত্রাগতঃ। পতিচিন্তাপরায়ণা শকুন্তলা নাশনোদৃ অতিথেত্তস্য নিবেদনম্। অতঃ কৃপিতঃ সন্ত দুর্বাসা তাং শশাপ-

“বিচিত্রয়ত্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি মাম ন সমুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোভগি সন্
কথাং প্রমতঃ প্রথমাং কৃতামিবা।”

শাপাদ্যমাং রাজা দুষ্যন্তঃ শকুন্তলাং বিশ্মৃতবান् কিয়দিবসাদন্তরং মহর্ষি কথঃ সোমতীর্থাং আশ্রমং প্রত্যাগতঃ। ধ্যানযোগেন সর্বমেব বিদিত্তা স গর্ভবতীং শকুন্তলাং স্বামিগ্রহং প্রেরয়ামাস। শাপেন লুঙ্গস্মৃতিঃ রাজা প্রগষ্ঠাভিজ্ঞানাং শকুন্তলাং পত্নীরাপেণ ন জগ্নাহ। রাজসভায়া বহির্গতা ভুলুষ্ঠিতা ক্রন্দনরতা শকুন্তলা সানুমত্যা নাম অপ্সরসা নীত্বা মহামুনের্মারীচস্য আশ্রমে রক্ষিতা।

অথ গচ্ছতা কালেন কস্যাপি জালিকস্য সকাশে রাজনামাঙ্কিতম্ অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয়াকং সংপ্রাপ্য রাজা দুষ্যন্তঃ সশকুন্তলাং পুনঃ স্মরতি স্ম। পরং কুত্র শকুন্তলা অবতিষ্ঠতে ইতি তেন ন জ্ঞাতম্।

অনন্তরমেকস্মিন দিবসে রাজা দুষ্যাত্তো দৈত্যাং নিহঙ্গম ইন্দ্রপ্রেষিতং রথমারহ্য দিবং গতঃ। দৈত্যাং নিহত্য স রাজধানীং প্রত্যগচ্ছন্ত মারীচস্য মহামুনেরাশ্রমং গত। তত্র স শকুন্তলয়া পুরেণ ভরতেন চ সহ মিলিতো বভুব।

সর্বং ভাগ্যায়ত্তমিতি মত্তা শকুন্তলা স্বামিরাজ্যং প্রবিশ্য সুখেন মহান্তং কালং নিনায়।

ভূমিকা

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বলনদ্বিতীয়। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। মালবিকাগ্নিমিত্র, বিজ্ঞমোর্বশীয় ও অভিজ্ঞানশকুন্তল তার বিখ্যাত নাট্যগ্রন্থ। এই তিনটি নাটকের মধ্যে ‘অভিজ্ঞানশকুন্তল’ তার অবিনশ্বর কৌর্তি। এতে নাট্য ও কাব্যসৌন্দর্যের এক অভিনব সমন্বয় ঘটেছে। কালিদাসের অমর গীতিকাব্য ‘মেঘদূত’ এবং মহাকাব্য ‘রম্যবৎশ’ ও ‘কুমারসভ’। ‘শকুন্তলোপাখ্যানম্’ ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকের কাহিনী অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে প্রণীত।

শব্দার্থ : জগাম- গেলেন। আশ্রমাভ্যন্তরে- আশ্রমের ভেতর। গান্ধৰ্ববিধিনা- গান্ধৰ্ববিবাহের বিধান অনুসারে।

প্রমত- উন্নত। জালিকস্য- জেলের। অভিজ্ঞানশকুন্তলকম্- পরিচয়জ্ঞাপক আংটি।

গান্ধৰ্ববিবাহ- পরম্পর শপথ করে নারী পুরুষের মধ্যে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় গান্ধৰ্ববিবাহ-
“গান্ধৰ্ব সময়াৎ মিথঃ।”।

সন্ধিবিচ্ছেদ : অস্মিন্নেব = অস্মিন + এব। ইত্যুক্তা = ইতি + উক্তা। রাজনামক্ষিতম্ = রাজনাম + অক্ষিতম্। অনন্তরমেকস্মিন् = অনন্তরম + একস্মিন্।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : হস্তিনায়াম- অধিকরণে ৭য়ী। তায়- কর্মে ২য়া। ধ্যানযোগেন- করণে ৩য়া।
শকুন্তলয়া- সহশব্দযোগে ৩য়া। সুখেন- প্রকৃত্যাদিত্বাত্ম ৩য়া।

সমাস ও ব্যাসবাক্য : আশ্রমাভ্যন্তরে- আশ্রমস্য অভ্যন্তরে (ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। স্বামিগৃহঃ- স্বামিনঃ গৃহঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ)। মহামুনেঃ- মহান মুনিঃ (কর্মধারয়ঃ), তস্য। অনৃঢ়া- ন উঢ়া (নঞ্চতৎপুরুষঃ)।

ব্যংগতি নির্ণয় : উপগতঃ = উপ- $\sqrt{\text{গম}}$ + ত্ত। উপযোগে = উপ - $\sqrt{\text{যম}}$ + লিট্ এ। প্রতঙ্গে = প্র- $\sqrt{\text{হ্রা}}$ +
লিট্ এ। বিচিত্রয়ত্তী = বি- $\sqrt{\text{চিত্র}}$ + শত্ + ত্রিয়াম্ ত্রীপ্। শশাপ = $\sqrt{\text{শপ}}$ + লিট্ আ।

অনুশীলনী

১। কালিদাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। বাংলা ভাষায় শকুন্তলা উপাখ্যানটি লেখ।

৩। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) অস্মিন্নেব কালে ----- ন্যাবসন্ন।

(খ) গতেষু ----- তাং শশাপ।

(গ) শাপেন লুপ্তস্মৃতি ----- রক্ষিতা।

(ঘ) অনন্তরমেকস্মিন্ ----- গতঃ।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর :

বিচ্ছিন্নয়ন্ত্রী ----- কৃতামিব ।

৫। সম্বিবিচ্ছেদ কর :

বহির্জগাম, তামুপব্যোমে, যমনন্যমানসা, অনন্তরমেকস্মিন্দ, মহামুনেরাশ্রমং ।

৬। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় :

হস্তিনায়াম্, আশ্রমং, অতিথেঃ, পঞ্চীরপেণ, দিবং ।

৭। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

স্টৈন্যঃ, আশ্রমাভ্যন্তরে, ধ্যানযোগেন, রাজনামাক্ষিতম্, ভাগ্যায়ওম্ ।

৮। বৃত্তপত্তি নির্ণয় কর :

ন্যবসন्, উজ্জা, জগ্ধাহ, সংপ্রাপ্য, প্রবিশ্য ।

৯। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) রাজা দুষ্যন্ত কোনু রাজ্যের রাজা ছিলেন?
- (খ) দুষ্যন্ত রাজ্যের বাহিরে গিয়েছিলেন কেন?
- (গ) মহর্ষি কথ তপস্যার জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?
- (ঘ) কগ্মুনির আশ্রমে প্রবেশ করে শকুন্তলা কাকে দেখেছিলেন?
- (ঙ) দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে কোনু বিধিমতে বিয়ে করেছিলেন?
- (চ) দুর্বাসা শকুন্তলাকে কি অভিশাপ দিয়েছিলেন?
- (ছ) দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারেন নি কেন?
- (জ) শকুন্তলাকে কে মারীচের আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিল?
- (ঝ) শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্যন্তের কোথায় পুনর্মিলন হয়েছিল?
- (ঝঃ) দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুত্রের নাম কি?

দ্বিতীয় ভাগ পদ্যাংশ

প্রথম পাঠ

[রামায়ণম्]

পাদুকাগ্রহণম্

ততঙ্গবিসগাঃ ক্ষিপ্তং দশঘৌববৈষিণিঃ ।
 ভরতং রাজশার্দুলমিত্যচুঃ সঙ্গতা বচঃ ॥ ১
 কুলে জাত মহাপ্রাজ মহাবৃত মহাযশঃ ।
 গাহ্যং রামস্য বাক্যং তে পিতরং যদ্যবেক্ষনে ॥ ২
 সদানৃগমিমৎ রামং বয়মিচ্ছামহে পিতৃঃ ।
 অনৃণত্তাঙ্গ কৈক্য্যাঃ স্বর্গং দশরথো গতঃ ॥ ৩
 এতাবদুজ্ঞা বচনং গন্ধৰ্বাঃ সমহৰ্ষয়ঃ ।
 রাজবর্ষয়াশ্চেব তথা সর্বে স্বাং স্বাং গতিং গতাঃ ॥ ৪
 হলাদিতত্ত্বেন বাক্যেন শুশুভে শুভদর্শনঃ ।
 রামঃ সংহষ্টবচনষ্ঠান্ধীনভ্যুজয়ৎ ॥ ৫
 অস্তগাত্রস্ত ভরতঃ স বাচা সজ্জমানয়া ।
 কৃতাঙ্গলিরিদং বাক্যং রাঘবং পুনরবৈৰিৎ ॥ ৬
 রাম ধর্মমিমৎ প্রেক্ষ্য কুলধর্মানুসন্ততম ।
 কর্তৃমহীসি কাকুংহু মম মাতৃশ যাচনাম ॥ ৭
 রক্ষিতুং সুমহদ্ রাজ্যমহমেকস্ত নোঃসহে ।
 পৌর-জানপদাংশাপি ‘রক্তান্ত রঞ্জযিতুং তদা ॥ ৮
 ভজতযশ্চাপি ঘোধশ মিরাপি সুহৃদশ নঃ ।
 ত্তামের হি প্রতীক্ষতে পর্জন্যমিব কর্ষকাঃ ॥ ৯
 ইদং রাজ্যং মহাপ্রাজ স্থাপয় প্রতিপদ্য হি ।
 শক্তিমান্স সহি কাকুংহু লোকস্য পপিলনে ॥ ১০
 এবমুজ্ঞাপতদ্ব ভ্রাতৃঃ পাদযোর্ভরতস্তদা ।
 ভৃশং সম্প্রার্থয়ামাস রাঘবে২তিপ্রিযং বদন্ ॥ ১১

তমকে ভাতরং কৃত্তা রামো বচনমুবীৎ ।
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং মনুহসন্ধরং স্বয়ম্ ॥ ১২
অমাট্যেশ্চ সুজাতিশ বুদ্ধিমতিশ ঘন্তিঃ ।
সর্বকার্যাণি সম্ভাস্য মহাস্ত্রপি হি কারাব ॥ ১৩
লক্ষ্মীশচন্দ্রাদপেয়াদু বা হিমবানু বা হিমং ত্যজেৎ ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহৎ পিতৃঃ ॥ ১৪
এবৎ ক্রবণং ভরতঃ কৌসল্যাসুতমুবীৎ ।
তেজসাদিত্যসঙ্কাশং প্রতিপচ্ছন্দদর্শনম্ ॥ ১৫
অধিরোহার্য্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে ।
এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ ॥ ১৬
সোভিরূহ্য নরব্যাস্তঃ পাদুকে ব্যবমুচ্য চ ।
প্রায়চ্ছৎ সুমহাতেজা ভরতায় মহাত্মনে ॥ ১৭
স পাদুকে সম্প্রণম্য রামং বচনমুবীৎ ।
চতুর্দশ হি বর্ণাণি জটাচীরথরো হ্যহম্ ॥ ১৮
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন ।
ত্বাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ত বসন বৈ নগরাদ বহিঃ ॥ ১৯
তব পাদুকয়োন্যস্য রাজ্যতত্ত্বং প্রবৃত্তপ ।
চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেহ২নি রঘুনন্দন ॥ ২০
ন দ্রুক্ষ্যামি যদি ত্থাং তু প্রবেক্ষ্যামি হতাশনম্ ।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় তৎ পরিষ্঵জ্য সাদরম্ ॥ ২১
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় তৎ পরিষ্঵জ্য সাদরম্ ॥ ২১
শক্রমুখং পরিষ্঵জ্য বচনং চেদমুবীৎ ।
মাতরং রঞ্চ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি ॥ ২২
ময়া চ সীতয়া চৈব শঙ্গোৎসি রঘুনন্দন ।
ইত্যাঙ্গপরীতাক্ষে ভাতরং বিসমর্জ হ ॥ ২৩
স পাদুকে তে ভরতঃ স্বলক্ষ্মতে
মহোজ্জলে সম্পরিগৃহ্য ধর্মবিঃ
প্রদক্ষিণং চৈব চকার রাঘবং
চকার চৈবোত্তমনাগমুধনি ॥ ২৪

ভূমিকা

‘পাদুকাঘহণ্ম’ বাঙ্গালি রচিত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোগ্রে হাদশ (১১২) অধ্যায়ের অন্তর্গত। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর কৈকীয়ীপুত্র ভরত মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। এসে শুল্লেন তাঁর মা তাঁকে রাজা করার জন্য রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠিয়েছেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হয়েছে। ভরত মাঝের এই কুকীর্তির জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট ছুটে এলেন এবং তাঁকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে বিশেষ চেষ্টা করলেন। রামচন্দ্র ভরতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে এসছেন। পরিশেষে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল মন্তকে বহন করে ফিরে এলেন অযোধ্যায়।

শব্দার্থ : রাজবর্ষঃ- রাজবিগণ। রাঘবঃ- রামচন্দ্রকে। প্রেক্ষ্য- দেখে। কর্ষকাঃ- কৃষকগণ। কাকুৎস্থঃ- রামচন্দ্র। সম্প্রণঃ- প্রণাম করে। পরিষৃজ্য- আলিঙ্গন করে।

সঙ্ক্ষিপ্তিক্ষেত্র : যদ্যবেক্ষসে = যদি + অবেক্ষসে। এতাবদুক্তা- এতাবৎ + উক্তা। হ্যহং = হি + অহং। পুনরব্রৌৎ = পুনঃ + অব্রৌৎ। প্রতিপচ্ছন্দদর্শনম্ = প্রতিপৎ + চন্দদর্শনম্। রঘুতম = রঘু + উত্তম।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : ক্ষিপ্রঃ- ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। অনুনত্বাঃ- হেতুর্থে ৫মী। পৌরজানপদানঃ- কর্মে ২য়া। কামাঃ, লোভাঃ- হেতুর্থে ৫মী। মনসি- অধিকরণে ৭মী।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় : মহাপ্রাঞ্জঃ- মহতী প্রজ্ঞা যস্য সঃ (বদ্ধব্রীহিঃ)। রাজবর্ষঃ- রাজা চাসৌ খুষিশ্চেতি (কর্মধারয়ঃ), ১মার বহুবচন। কৌসল্যাসুতম্য- কৌসল্যায়াঃ সুতঃ (যষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তম্য।

বৃৎপত্তি নির্ণয় : প্রাজ্ঞঃ = প্রজ্ঞা + অণ्। প্রেক্ষঃ = প্র- $\sqrt{\text{বৃক্ষ}}$ + ল্যপ্তি। শক্তিমানঃ = শক্তি + মাতৃপ, ১মার একবচন। ক্রুৰাগঃ = $\sqrt{\text{ক্রু}}$ + শান্তঃ। পরন্তপঃ = পর- $\sqrt{\text{তিপ}}$ + গিচ + খচ।

অনুশীলনী

- ১। ভরত রামচন্দ্রকে কী বলেছিলেন?
- ২। রামচন্দ্র ভরতকে কী বলেছিলেন?
- ৩। পাদুকাযুগলকে প্রণাম করে ভরত কী করলেন?
- ৪। বাংলায় অনুবাদ করঃ
 - (ক) ছান্দিতন্তেন ----- নভ্যপুজয়ঃ ॥
 - (খ) রঞ্জিতুং ----- রঞ্জয়িতুং তদা ॥
 - (গ) অমাত্যোচ ----- হি কারয় ॥
 - (ঘ) স পাদুকে ----- নাগমূর্বনি ॥

৫। সপ্তসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখ :

- (ক) জ্ঞাতরণচাপি ----- কর্তৃকাঃ ॥
- (খ) লক্ষ্মীশচন্দ্রাদপেয়াদ্ ----- পিতুঃ ॥
- (গ) শক্রঘনাত্ম----- তাঃ প্রতি ॥

৬। সক্রিবিচ্ছেদ কর :

ষদ্যবেক্ষসে, রঘুতম, মাতুশ, বচনমত্রবীং ।

৭। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

ক্ষিপ্রং, বাচা, মন্ত্রঃ, ভরতায়, পরম্পরা ।

৮। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

মহাযশঃ, কৃতাঞ্জলিঃ, আদিত্যসঙ্কাশঃ, রঘুতমঃ, সাদরম ।

৯। বৃৎপত্তি নির্ণয় কর :

উচ্চ, অভ্যপূজয়ং, কর্তৃকাঃ, শক্তিমান, আকাঙ্ক্ষণ ॥

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) কুলে জাত ----- মহাত্ম মহাযশঃ ।
- (খ) রাম ধর্মমিহং প্রেক্ষ্য ----- ।
- (গ) স ----- সম্প্রণম্য রামং বচনমত্রবীং ।
- (ঘ) ----- ভবেযং রঘুনন্দন ।
- (ঙ) ----- পরিষ্঵জ্য বচনং চেদমত্রবীং ।

১১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) ভরতকে তুলনা করা হয়েছে-
রাজমুগ/রাজসিংহ/রাজহংস/রাজশীদুলের সঙ্গে ।
- (খ) রাম ভরতের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁকে-
কোলে নিয়ে/ পাশে বসিয়ে/ দণ্ডয়াল রেখে/ আসনে বসিয়ে ।
- (গ) ‘পাদুকাঘরণম্’ পদ্যাংশটি রামায়ণের-
আদিকাণ্ডের/ অযোধ্যাকাণ্ডের/ যুদ্ধকাণ্ডের/ উত্তরকাণ্ডের অন্তর্গত ।
- (ঘ) প্রতিপচ্ছেদের মত আকৃতি ছিল-
শক্রঘনের/ ভরতের/ লক্ষ্মণের/ রামচন্দ্রের ।
- (ঙ) ভরত পাদুকাঘুগল নিয়েছিল-
কঙ্কে/ মন্তকে/ বাহতে/ হতে ।

দ্বিতীয় পাঠ
[রামায়ণম्]

রামচন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেক

উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবং রাঘবানুজঃ ।
 অভিষেকায় রামস্য দৃতানাজাপয় প্রভো ॥ ১
 সৌবর্ণীন् বানরেন্দ্রাণাং চতুর্ণিৎ চতুরো ঘটান् ।
 দনো ক্ষিপ্রং স সুগ্রীবঃ সর্বরত্নবিভূষিতান् ॥ ২
 যথা প্রত্যুষসময়ে চতুর্ণিৎ সাগরাঞ্জাসাম্ ।
 পূর্ণের্ষিটেঃ প্রতীক্ষধ্বং তথা কুরতে বানরাঃ ॥ ৩
 এবমুক্তা মহাআনো বানরা বারণোপমা ।
 উৎপেতুর্গগনং শীঘ্ৰং গৱড়া ইব শীঘ্ৰগাঃ ॥ ৪
 জাহ্নবাঃশ হনুমাঃশ বেগদশী চ বানরঃ ।
 ঋষভশ্চেব কলসান্ জলপূর্ণানথানযান্ ॥ ৫
 অভিষেকায় রামস্য শক্রস্থঃ সচিবেঃ সহ ।
 পুরোহিতায় শ্রেষ্ঠায় সুহৃত্যাশ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৬
 ততঃ স প্রযতো বৃক্ষো বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণেঃ সহ ।
 রামং রত্নময়ে পীঠে সদীতৎ সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৭
 বসিষ্ঠো বামদেবশচ জাবালিরথ কাশ্যপঃ ।
 কাত্যায়নঃ সুযজ্ঞশ গৌতমো বিজয়স্তথা ॥ ৮
 অভ্যবিধন্মৰব্যাপ্ত্রং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা ।
 সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা ॥ ৯
 ঋতিগভীর্ত্রাঞ্চাণেঃ পূর্বং কন্যাভিমঙ্গিভিস্তথা ।
 যৌথেশ্চেবাভ্যবিধঃতে সম্প্রহষ্টেঃ সনেগামৈঃ ॥ ১০
 সর্বোষধিরসেশচাপি দৈবতৈর্ণভসি ছ্রিতেঃ ।
 চতুর্ভিলোকপালৈশ সর্বেদৈবেশ সঙ্গতৈঃ ॥ ১১

ব্রহ্মণা নির্মিতং পূর্বং কিরীটং রত্নশোভিতম্ ।
 অভিষিঞ্চঃ পুরা যেন মনুস্তং দীপ্ততেজসম্ ॥ ১২
 তস্যাব্বায়ে রাজানঃ অঞ্চাদৃ যেনাভিষেচিতাঃ ।
 সভায়াৎ হেমকৃষ্ণায়াৎ শোভিতায়াৎ মহাধনৈঃ ॥ ১৩
 রংহেনানাবিধিশেব বিচ্ছায়াৎ সুশোভনৈ ।
 নানারাত্ময়ে পীঠে কল্পয়িত্বা যথাবিধি ॥ ১৪
 কিরীটেন ততঃ পশ্চাদৃ বসিষ্টেন মহাত্মনা ।
 আত্মগৃভির্ভূঘণ্টেশেব সমযোগ্যতে রাঘবঃ ॥ ১৫
 ছব্রং তস্য চ জগ্নাহ শক্রস্থঃ পাত্রুরং শুভম্ ।
 শ্঵েতং বালব্যজনং সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ১৬
 অপরং চন্দ্রসঙ্কাশং রৌপ্যসেন্দ্রো বিভীষণঃ ।
 মালাং জ্বলত্তীৎ বপুষা কাঞ্চনীৎ শতপুকুরাম্ ॥ ১৭
 রাঘবায় দদৌ বায়ুবাসবেন প্রচোদিতঃ ।
 সর্বরত্নসমাযুক্তং মণিভিশ্চ বিভূবিতম্ ॥ ১৮
 মুক্তাহারং নরেন্দ্রায় দদৌ শক্রপ্রচোদিতঃ ।
 প্রজঙ্গর্দেবগন্ধৰ্বা নন্তৃশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৯
 অভিষেকে তদৰ্হস্য তদা রামস্য দীমতঃ ।
 ভূমিঃ শস্যবতী চৈব ফলবন্তশ্চ পাদপাঃ ॥ ২০
 গন্ধবন্তি চ পুষ্পাণি বভুবু রাঘবোৎসবে ।
 সহস্রশতমশান্বাং ধেনুনাঞ্চ গবাং তথা ॥ ২১

ভূমিকা

‘রামচন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেকঃ’ আদিকবি বালীকি রচিত রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের শতোভ্র অষ্টাবিংশ (১২৮) অধ্যায় থেকে উদ্ভৃত। রাবণ বধের পর শ্রীরামচন্দ্র সীতা উক্তার করে ফিরে এলেন জন্মভূমি অযোধ্যায়। তারপর অভিষিঞ্চ হলেন অযোধ্যার রাজসিংহাসনে। মহাকবি বালীকি এই অভিষেকের মনোজ্জ বর্ণনা দিয়েছেন উদ্ভৃত কাব্যাংশে।

শব্দার্থ : আজ্ঞাপয়- আদেশ করুন। ক্ষিত্রঃ- শৈত্র। ন্যাবেদয়ঃ- নিবেদন করলেন। সংন্যাবেশয়ঃ- বসালেন।
নন্তৃঃ- নেচেছিল। অপ্সরোগণাঃ- অপসরাগণ।

সঙ্কিবিচ্ছেদ : বানরেন্দ্রাণাং = বানর + ইন্দ্রাণাং। এবমুক্তা = এবম + উক্তা। বিজয়স্তথা = বিজয়ঃ + তথা।
কন্যাভিমুক্তিস্তথা = কন্যাভিঃ + মুক্তিঃ + তথা। নন্তৃশচাপ্সরোগণাঃ = নন্তৃঃ + চ + অপ্সরঃ + গণঃ।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : অভিষেকায়- তাদর্থে চতুর্থী। পীঠে- অধিকরণে সপ্তমী। সর্বোষধিভিঃ- করণে
তৃতীয়া। রাঘবায়- সম্প্রদানে চতুর্থী।

ব্যাসবাক্যসহ সমাল নির্ণয় : মহাতেজাঃ- মহৎ তেজঃ যস্য সঃ (বহুবীহিঃ)। বানরেন্দ্রাণাম্- বানরাণাম্ ইন্দ্রঃ
(যষ্টী তৎপুরুষঃ), তেজাম্। নরব্যাঘ্রম- নরঃ ব্যাঘ্র ইব (উপমিত কর্মধারয়ঃ) তম্। শত্রুঘ্নঃ- শত্রুঘ্ন হত্তি যঃ সঃ
(উপপদতৎপুরুষঃ)।

ব্যৃৎপদ্ধি নির্ণয় : দদৌ = $\sqrt{দা} + লিট' অ$ । অভিষিক্তঃ = অভি- $\sqrt{নিচ} + ক্ত$ । রাঘবঃ = রঘু + অং। পাদপাঃ =
পাদ- $\sqrt{পা} + ড$, ১মার বহুবচন।

অনুশীলনী

- ১। বাংলা ভাষায় রামচন্দ্রের অভিষেকের বর্ণনা দাও।
- ২। বাংলায় অনুবাদ কর :
 - (ক) সৌবর্ণান् সর্বরাত্নবিভূষিতান् ॥
 - (খ) ততঃ স সংন্যাবেশয়ঃ ॥
 - (গ) ছত্রং তস্য বানরেশ্বরঃ ॥
 - (ঘ) গঞ্জবন্তি গবাং তথা ॥
- ৩। অসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর :
 - (ক) যথা প্রত্যুষসময়ে বানরাঃ ।
 - (খ) অভ্যধিশঙ্গনরব্যাঘ্রং বাসবং যথা ॥
 - (গ) যুক্তাহারং নন্তৃশচাপ্সরোগণাঃ ॥
- ৪। সঙ্কিবিচ্ছেদ কর :

রাঘবান্জঃ, বানরোপমাঃ, বিজয়স্তথা, বাযুর্বাসবেন, তদইস্য।
- ৫। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

অভিষেকায়, প্রত্যুষসময়ে, নরব্যাঘ্রম, নরেন্দ্রায়, দিজেভ্যঃ।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :

মহাতেজাঃ, সুঘীবঃ, শক্রঘঃ, শক্রঘচোদিতঃ ।

৭। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :

উবাচ, শীত্রগাঃ, জথাহ, নন্তুঃ, বড়বুঃ ।

৮। শুল্ক উন্নতির পাশে টিক () চিহ্ন দাও :

(ক) রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন করার জন্য ভরত বলেছিলেন-

লক্ষণকে/ বিভীষণকে/ শক্রঘকে/ সুঘীবকে ।

(খ) রামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য ইন্দ্রপ্রেরিত মালা এনেছিলেন-

চন্দ/ সূর্য/ পবন/ বরুণ ।

(গ) রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন-

বসুগণ/ রঞ্জনগণ/ মুনিগণ/ দেবগণ ।

(ঘ) রামচন্দ্রের অভিষেকের সময় নৃত্য করেছিল-

গুরুবর্গণ/ যক্ষগণ/ অপ্সরাগণ/ কিন্নরগণ ।

ত্বরীয় পাঠ

[মহাভারতম्]

যক্ষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

যক্ষ উবাচ-

কিঞ্চিদ্গুরুতরং ভূমেঃ কিঞ্চিদ্বৃত্তরং খাত
কিং বিচারীত্বরং বায়োঃ কিঞ্চিদ্ বহুতরং তৃণাত ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ-

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাত পিতোচ্চতরস্তথা ।
মনঃ শৈত্যতরং বাতাচিন্তা বহুতরী তৃণাত ॥ ২

যক্ষ উবাচ-

কিঞ্চিদাত্মা মনুষ্যস্য কিঞ্চিদ্বৈবকৃতঃ সখা ।
উপজীবনং কিঞ্চিদস্য কিঞ্চিদস্য পরায়ণম্ ॥ ৩

যুধিষ্ঠির উবাচ-

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্যা দৈবকৃতঃ সখা ।
উপজীবনং পর্জন্যো দানমস্য পরায়ণম্ ॥ ৪

যক্ষ উবাচ-

কিং নু হিত্তা প্রিয়ো ভবতি কিং নু হিত্তা ন শোচতি ।
কিং নু হিত্তার্থবান् ভবতি কিং নু হিত্তা সুখী ভবেৎ ॥ ৫

যুধিষ্ঠির উবাচ-

মানং হিত্তা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্তা ন শোচতি ।
কামং হিত্তার্থবান् ভবতি লোভং হিত্তা সুখী ভবেৎ ॥ ৬

যক্ষ উবাচ-

কা চ বার্তা কিমাশ্চর্যং কঃ পছ্নাঃ কশ ঘোদতে ।
ময়েতানু চতুরঃ প্রশ্নান् কথয়িত্বা জলং পিৰ ॥ ৭

যুধিষ্ঠির উবাচ-

মাসর্তুদৰীপরিবর্তনেন সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেক্ষনেন ।
অশ্মিন্য মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥ ৮

অহন্যহনি ভূতানি গজ্জতি যমমন্দিরম্ ॥
 শেয়াঃ হিরত্তমিছত্তি কিমাশৰ্য্যমতঃপরম্ ॥ ৯
 বেদাঃ বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
 নাসৌ মুনির্যস্য মতৎ ন ভিন্নম্ ।
 ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতৎ গুহায়াঃ
 মহাজনো যেন গতঃ স পছ্নাঃ । ১০
 যো দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকৎ পচতি ষ্঵ে গৃহে ।
 অনূগী অপ্রবাসী চ স বারিচর! মোদতে ॥ ১১

ভূমিকা

‘যক্ষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদঃ’ মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত। বনবাসকালে একদিন পাঞ্চবেরা ও দ্রৌপদী আত্মত্ত্বপিপাসার্থ হয়ে পড়েন। তখন যুধিষ্ঠির জল আনয়নের জন্য একে একে ঢার ভাইকে প্রেরণ করেন। তাঁরা এক জলাশয়ের ধারে গমন করেন। এটি ছিল মায়া-সরোবর। সৃষ্টি করেছিলেন বকরূপী যক্ষ। যক্ষ ঢারজন পাঞ্চবকেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জল পান করতে বলেন। কিন্তু তাঁরা যক্ষের কথা উপেক্ষা করে জল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরিশেষে আসেন স্বরং যুধিষ্ঠির। তিনি যক্ষের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। এখানে যক্ষকৃত অনেক প্রশ্নের মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর সংকলিত হয়েছে।

শব্দার্থ : খাৎ- আকাশ থেকে। পর্জন্যাঃ- মেষ। হিত্তা- পরিত্যাগ করে। মোদতে- আনন্দিত হয়। দৰী- হাতা। অহন্যহনি- প্রতিদিন। স্মৃতয়ঃ- স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ। যমমন্দিরম্- যমালয়ে।

সন্ধিবিচ্ছেদ : কিঞ্চিদ্বৃত্ততরঞ্চ = কিম + চিত্ত+ উচ্চতরম্ব + চ। বাতাচিত্তা = বাতাঃ + চিত্তা। হিত্তার্থবান् = হিত্তা + অর্থবান्। মমেতান् = মম + এতান्। সূর্যাগ্নিনা = সূর্য + অগ্নিনা।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : তৃণাঃ- অপেক্ষার্থে ৫মী। যম- সমস্কে ৬ষ্ঠী। প্রশ্নান- কর্মে ২য়া। গুহায়াম- অধিকরণে ৭মী। যমমন্দিরম- কর্মে ২য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় : দৈবকৃতঃ- দৈবেন কৃতঃ (ওয়া তৎপুরুষঃ)। সূর্যাগ্নিনা- সূর্য এব অগ্নিঃ (ক্রপককর্মধারয়ঃ), তেন। রাত্রিদিবেকন্তে- রাত্রিক দিবা চ = রাত্রিদিবম্ (দ্বন্দ্বঃ), তাদৃশম্ ইকনম্ (কর্মধারয়ঃ)। তেন।

বৃত্তপতি নির্ণয় : ভার্যা = $\sqrt{\text{ভ}} + \text{গ্য} + \text{ত্রিয়াম্ আপ্}$ । হিত্তা = $\sqrt{\text{হা}} + \text{ত্তাচ}$ । গতঃ = $\sqrt{\text{গম্}} + \text{ত্ত}$ । অপ্রবাসী = নঞ্চ - প্র - $\sqrt{\text{বস্তু}} + \text{গুণি}$ ।

অনুশীলনী

- ১। যুধিষ্ঠিরের প্রতি যক্ষের শেষ অশু চারটি কী কী? যুধিষ্ঠির সেগুলোর কী উত্তর দিয়েছিলেন?
- ২। বাংলায় অনুবাদ কর :
 - (ক) মাতা গুরুতরা ----- বহুতরী তৃণাং ॥
 - (খ) মাস্তুদৰ্বপরিবর্তনেন ----- পচতীতি বার্তা ॥
 - (গ) বেদাঃ ----- স পছাঃ ॥
- ৩। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর :
 - (ক) মানং হিত্তা ----- সুখী ভবেৎ ॥
 - (খ) অহনাহনি ----- কমিশ্চর্যমতঃপরম् ॥
 - (গ) যো দিবস্যাষ্টমে ----- ঘোদতে ॥
- ৪। সঞ্চিবিচ্ছেদ কর :

শিষ্ঠীত্রিতৰং, দানমস্য, কিমাশ্চর্যং, সূর্যাগ্নিনা।
- ৫। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

থাৎ, পর্জন্যঃ, প্রশ্নান, যমমন্দিরম, গৃহে।
- ৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

দৈবকৃতঃ, রাত্রিদিবেক্ষনেন, মহাজনঃ, বারিচরঃ।
- ৭। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :

হিত্তা, উবাচ, উপজীবনম, অপ্রবাসী, গতঃ।
- ৮। নিচের অশুগুলোর উত্তর দাও :
 - (ক) ভূমি অপেক্ষা গুরুতর কী?
 - (খ) আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কী?
 - (গ) তৃণ অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক কী?
 - (ঘ) দৈবকৃত সর্বা কে?
 - (ঙ) মানুষ কী ভাগ করে প্রিয় হয়?

৯। সঠিক উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) অর্থবান হওয়া যায়-

ধর্মত্যাগ করে/ কামনা ত্যাগ করে/ শ্রদ্ধা ত্যাগ করে/ মান ত্যাগ করে।

(খ) মানুষের আত্মা-

কন্যা/ জ্ঞী/ পুত্র/ পিতা।

(গ) মানুষ শোক করে না-

কাম ত্যাগ করে/ লোভ ত্যাগ করে/ ক্রোধ ত্যাগ করে/ ধন ত্যাগ করে।

(ঘ) মানুষ সুখী হয়-

লোভ ত্যাগ করে/ ক্রোধ ত্যাগ করে/ কাম ত্যাগ করে/ মাত্সর্য ত্যাগ করে।

(ঙ) ভূতগণ প্রতিদিন যায়-

দেবালয়ে/ সমুদ্রে/ নদীতে/ যমনিদিরে।

চতুর্থ পাঠ

[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা]

আত্মতন্ত্রম्

শ্রীভগবানুবাচ-

অশোচ্যানহশোচত্তুং প্রজ্ঞাবাদাংশ ভাষসে ।
 গতসন্মতাসুংশ নানুশোচন্তি পঞ্জিতাঃ ॥ ১
 ন ত্রেবাহৎ জাতু নাসৎ ন ত্রৎ নেমে জনাধিপাঃ ।
 ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম ॥ ২
 দেহিনো২শ্মিন্য যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
 তথা দেহাত্তরপ্রাণিশীরন্তত ন মুহূর্তি ॥ ৩
 মাত্রাস্পর্শাঙ্গ কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদা ।
 আগমাপায়িনো২নিত্যান্তাহতিতিক্ষণ ভারত ॥ ৪
 যৎ হি ন ব্যথয়ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্বত ।
 সমদুঃখসুখং ধীরং সো২মৃতত্ত্বায় কল্পতে ॥ ৫
 নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
 উভয়োরপি দৃষ্টো২স্তত্ত্বনয়োস্তত্ত্বদশিভিঃ ॥ ৬
 অবিনাশি তু তদ্বিদি যেন সর্বমিদং ততম্ ।
 বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিং কর্তৃমহৃতি ॥ ৭
 অন্তবন্ত ইয়ে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।
 অনাশিনো২প্রমেয়স্য তম্মাদৃ যুধ্যন্ব ভারত ॥ ৮
 য এনং বেতি হস্তারং যশ্চেনং মন্যতে হতম্ ।
 উভো তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ৯
 ন জায়তে ত্রিয়তে বা কদচিল্লাযং ভূত্তা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
 অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১০
 বেদবিনাশিনং নিত্যং য এনজমনব্যয়ম্ ।
 কথৎ স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তিকম্ ॥ ১১
 বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার
 নবানি গৃহ্ণাতি নরো২পরাপি ।

তথা শৰীৱাণি বিহার জীৰ্ণ-

ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ১২

নৈনৎ ছিন্দতি শক্রাণি নৈনৎ দহতি পাৰকঃ ।

ন চৈনৎ ক্রেদয়ত্যাপো ন শোষয়তি মারগতঃ ॥ ১৩

অচ্ছেদ্যো২য়মদাহ্যো২য়মক্রেদ্যো২শোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুৱচলো২য়ং সন্নাতনঃ ॥ ১৪

অব্যত্তো২য়মচিত্ত্যো২য়মবিকাৰ্যো২য়মুচ্যতে ।

তস্মাদেবৎ বিধিত্বেনৎ নানুৱেশাচ্চিত্তুমৰ্হসি ॥ ১৫

অথ চৈনৎ নিত্যজাতৎ নিত্যং বা মন্যসে মৃতম् ।

তথাপি তৎ মহাবাহো নৈনৎ শোচিতুমৰ্হসি ॥ ১৬

জাতস্য হি ধূর্মো মৃত্যুৰ্মৰ্ত্তু জন্ম মৃতস্য চ ।

তস্মাদপরিহার্যেৰ্থে ন তৎ শোচিতুমৰ্হসি ॥ ১৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনান্যের তত্ত্ব কা পরিদেবনা ॥ ১৮

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন মাশ্চর্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ ।

আশ্চর্যবচ্ছেদন্যঃ শৃণোতি শৃঙ্গাপ্যেনৎ বেদ ন হৈব কশ্চিঃ ॥ ১৯

দেহী নিত্যমবধ্যো২য়ং দেহে সর্বস্য ভারত ।

তস্মাত্সর্বাণি ভূতানি ন তৎ শোচিতুমৰ্হসি ॥ ২০

ভূমিকা

‘আত্মাতত্ত্ব’ শ্রীমদ্ভগবদগীতার হিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত । এখানে আত্মার স্বরূপ বিষয়ক বিশটি শ্লোক সংকলিত হয়েছে । গীতার অনেক পূর্ববর্তী বিভিন্ন উপনিষদসমূহেও আত্মার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু গীতার আলোচনা অতি চমৎকার । এখানে ভগবান নিজে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন । গীতার মতে আত্মা নিত্য, দেহ অনিত্য । দেহের ক্ষয় আছে, বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মা অক্ষয় ও অবিনশ্বর । অস্ত্র সকল আত্মাকে ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নিদৃঢ় করতে পারে না, জলসিঙ্ক করতে পারে না এবং বায়ু পারে না শুক করতে ।

“জীৰ্ণবন্ধু পৱহৱি মানব যেমন ।

পৱিধান কৱে অন্য নৃতন বসন ॥

সেইৱৰ্প জীৰ্ণ দেহ কৱিয়া বৰ্জন ।

অন্য নব দেহ আত্মা কৱয়ে ধাৰণ ॥”

ଶବ୍ଦାର୍ଥ : ଅଶୋଚ୍ୟ- ସେ ଶୋକେର ଯୋଗ୍ୟ ନୟ । ଦେହତ୍ତରପ୍ରାଣିଃ- ମୃତ୍ୟୁ । ପୁରୁଷର୍ବନ୍ଦଃ- ପୁରୁଷଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଅର୍ହତି- ସମର୍ଥ ହୟ । ସୁଧ୍ୟସ୍ତ- ସୁନ୍ଦର କର । ଘାତ୍ୟାତି- ହତ୍ୟା କରାୟ । ଅନୁଶୋଚିତୁମ୍- ଅନୁଶୋଚନା କରତେ । ଅବଧ୍ୟଃ- ହତ୍ୟାର ଅଯୋଗ୍ୟ ।

ସଞ୍ଚି ବିଜେଦ : ଅଶୋଚ୍ୟାନସଶୋଚକ୍ତ୍ଵଃ = ଅଶୋଚ୍ୟାନ୍ + ଅନୁ + ଅଶୋଚଃ + ତ୍ଵଃ । ପ୍ରଜାବାଦାଂଶ = ପ୍ରଜାବାଦାନ୍ + ଚ । ଦେହିନୋହସିନ = ଦେହିନଃ + ଅସିନ୍ । ବ୍ୟଥସାନ୍ତ୍ୟେତ = ବ୍ୟଥସାନ୍ତି + ଏତେ । ଶୋଚିତୁମର୍ହସି = ଶୋଚିତୁମ୍ + ଅର୍ହସି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ତେନମନ୍ୟଃ = ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବ୍ୟ + ଚ + ଏନ୍ମ୍ + ଅନ୍ୟଃ ।

କାରକସହ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ : ପ୍ରଜାବାଦାନ୍- କର୍ମେ ୨ୟା । ଦେହେ- ଅଧିକରଣେ ୭ମୀ । ତସ୍ମାଂ- ହେତୁରେ ୫ମୀ । ଭୂତାନ୍- କର୍ତ୍ତାୟ ୧ମା ।

ବ୍ୟାସବାକ୍ୟସହ ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ : ଜନାଧିପାଃ- ଜନାନାମ୍ ଅଧିପାଃ (୬ଟୀ ତ୍ରପୁରୁଷଃ) । ପୁରୁଷର୍ବନ୍ଦଃ- ପୁରୁଷେୟ ଖବନ୍ଦଃ (୭ମୀ ତ୍ରପୁରୁଷଃ) ଅବଧ୍ୟଃ- ନ ବଧ୍ୟଃ (ନଏତ୍ରତ୍ରପୁରୁଷଃ) ।

ବ୍ୟଂପତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ : କୌମାରଃ = କୁମାର + ଅର୍ଥ । ବିନ୍ଦି = $\sqrt{\text{ବିଦ୍}}$ + ଲୋଟ ହି । ହତ୍ତାରମ = $\sqrt{\text{ହନ}} + \sqrt{\text{ତ୍ତ}}$, ୨ୟାର ଏକବଚନ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

୧ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଦିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟେର ଆଲୋକେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

୨ । ବାଂଲାଯ ଅନୁବାଦ କର :

- (କ) ମାତ୍ରାସ୍ପର୍ଶାତ୍ମିତି ----- ଭାରତ ।
- (ଖ) ନ ଜାଯତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ ।
- (ଗ) ଅବ୍ୟକ୍ତୋ ----- ନାନୁମୋଚିତୁମର୍ହସି ।
- (ଘ) ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବ୍ୟ ----- ଚୈବ କର୍ଷିତ ।

୩ । ସଥସଙ୍ଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର :

- (କ) ଦେହିନୋହସିନ ----- ନ ଯୁଦ୍ଧତି ॥
- (ଖ) ନାସତୋ ବିଦ୍ୟତେ ----- ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶିଭିଃ ।
- (ଗ) ସ ଏନ୍ୟ ----- ନ ଭୂଯଃ ॥
- (ଘ) ବାସାଂସି ନବାନି ଦେହି ॥
- (ଙ୍ଗ) ଜାତସ୍ୟ ହି ----- ଶୋଚିତୁମର୍ହସି ॥

୪ । ସଞ୍ଚି ବିଜେଦ କର :

ପ୍ରଜାବାଦାଂଶ, ତଦ୍ଵିନ୍ଦି, କର୍ତ୍ତୁମର୍ହତି, ଜୀର୍ଣ୍ଣନ୍ୟନ୍ୟାନି, ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ୟେନ୍ ।

৫। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

পঞ্জিতাৎ, দেহে, তস্মাৎ, কম, শস্ত্রাণি ।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

অশোচ্যান, জনাধিপোৎ, মহাবাহো, ব্যক্তমধ্যানি ।

৭। প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর :

অনুশোচন্তি, অহতি, হন্ত্যতে, বিহায়, কৌমারম্ ।

৮। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) পঞ্জিতেরা কাদের জন্য শোক করেন না?

(খ) দেহান্তর প্রাণিকে শ্রীকৃষ্ণ কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

(গ) আত্মা কিভাবে অন্য শরীর ধারণ করে?

(ঘ) আত্মাকে লোকে কীভাবে দেখে?

(ঙ) দেহ ও দেহীর মধ্যে পার্থক্য কী?

৯। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) আত্মা-

মরে/অমর/কিছুদিন বাঁচে/মরার পরে আবার জন্মে ।

(খ) জীবের দেহ-

নশ্বর/অবিনশ্বর/অব্যক্ত/অচিন্ত্য ।

(গ) ‘আত্মতত্ত্ব’ শ্রীমদভগবদগীতার-

প্রথম অধ্যায়ের/হিতীয় অধ্যায়ের/পঞ্চম অধ্যায়ের/ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্গত ।

(ঘ) লোকে আত্মাকে দেখে-

আড়চোখে/আশ্চর্যবৎ/মহানদে/সংশ্রেণেতে ।

(ঙ) ভূতগণ আদিতে ছিল-

ব্যক্ত/অব্যক্ত/অর্ধব্যক্ত/কিষ্মিদ্ব্যক্ত ।

পঞ্চম পাঠ
[শ্রীশ্রীচণ্ডী]
দেবীস্তোত্রম্

ঋষিরূপাচ-

দেব্যা হতে তত্ত্ব মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহিপুরোগমাত্মাঃ ।
কাত্যায়নীৎ তুষ্টবুর্জিষ্টলভাদ
বিকাশিবজ্রাঞ্জ বিকাষিতাশাঃ ॥ ১
দেবি অপল্লার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোভিলস্য ।
প্রসীদ বিশেষেরি পাহি বিশ্বং
তৃমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ ২
তৎ বৈক্ষণীশক্রিনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজযং পরমাদিসি মায়া ।
সম্যোহিতৎ দেবি সমন্তমেতৎ
তৎ বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৩
সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়নী ।
তৎ স্তুতা স্তুতয়ে কা বা তবস্ত পরমোক্তয়ঃ ॥ ৪
সর্বস্য বুদ্ধিলপেন জনস্য হনিসংস্থিতে ।
সর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোৰ্ক্ষ্ট তে ॥ ৫
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যামকে গৌরি নারায়ণি নমোৰ্ক্ষ্ট তে ॥ ৬
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানৎ শক্তিভূতে সন্নাতনি ।
গুণান্ত্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোৰ্ক্ষ্ট তে ॥ ৭
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোৰ্ক্ষ্ট তে ॥ ৮
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি ।
কৌশলাঙ্গনরিকে দেবি নারায়ণি নমোৰ্ক্ষ্ট তে ॥ ৯

ত্রিশূলচন্দ্রাহিদের মহাবৃষভবাহিনি ।
 মাহেশ্বরী পুরুপেণ নারায়ণি নমো২স্ত তে ॥ ১০
 গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংশ্ট্রোদ্ভূতবসুপুরে ।
 বরাহলিপিণি শিবে নারায়ণি নমো২স্ত তে ॥ ১১
 সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমাহিতে ।
 ভরোভ্যত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমো২স্ত তে ॥ ১২

ভূমিকা

মহাবলশালী দৈত্যরাজ সন্ত ও তার ভ্রাতা নিষ্ঠু । তাদের অভ্যাচারে ত্রিলোক কঞ্চিত, দেবতারা ভীত-সন্ত্রস্ত । দেবী চণ্ডী এই দুই পরাক্রান্ত অসুরকে হত্যা করে ত্রিভুবনকে করলেন ভীতিশূন্য । তখন দেবগণ মিলিত হয়ে দেবীর যে স্তুতি করেছিলেন, তা বিধৃত হয়ে আছে মার্কণ্ডেয় পুনরাপের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচতীতে । ‘দেবীস্তুতিঃ সেই স্তুতি থেকে পনেরটি শ্লोকের সংকলন ।

শব্দার্থ : তৃষ্ণুবুঃ- স্তব করলেন । বিকাসিবজ্রাঃ- প্রফুল্লবদন । প্রসীদ- প্রস্তুত হও । অনন্তবীর্যা- অনন্তশক্তিশালিনী । স্তুতয়ে- স্তুতিবিষয়ে । হংসযুক্তবিমানস্তে- হে হংসযুক্তবিমানে অবস্থানকারীণী ।

সঞ্চি বিজ্ঞেদ : সেন্দ্রাঃ = স + ইন্দ্রাঃ । তৃষ্ণুবুরিষ্টলঙ্ঘাদ = তৃষ্ণুবুঃ + ইষ্টলঙ্ঘাদ । পরমোক্তয় = পরম + উক্তয়ঃ । সর্বস্যার্তিহরে = সর্বস্য + আর্তিহরে । নমোহস্ত = নমঃ + অস্ত ।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : মহাসুরেন্দ্রে- ভাবে ৭মী । মাতঃ- সম্বোধনে ১মা । ভুবি- অধিকরণে ৭মী । বুদ্ধিলিপেণ- প্রকৃত্যাদিত্বাং ৩য়া ।

ব্যাসবাক্যসহ সমাদের নাম : বিশ্বেশ্বরি- বিশ্বস্য ঈশ্বরী (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ), সম্বোধনের একবচন । সর্বস্যার্তিহরে- সর্বস্য আর্তিঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ), তাং হরতি যা (উপপদ তৎপুরুষঃ), সম্বোধনের একবচন ।

ব্যূৎপত্তি নির্ণয় : তৃষ্ণুবুঃ = $\sqrt{\text{স্তব}} + \text{লিট উস}$ । সংস্থিতে = সম - $\sqrt{\text{স্তা}} + \text{ত} + \text{ত্রিয়াম} + \text{আগ}$, সম্বোধনের এক বচন । $\sqrt{\text{অস্ত}} = \text{অস} + \text{লোট তু}$ । আহি = $\sqrt{\text{ত্রে}} + \text{লোট হি}$ ।

অনুশীলনী

- ১। দেবগণের দেবীস্তুতি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর ।
- ২। বাংলায় অনুবাদ কর :
 - (ক) দেবি প্রপন্নার্তিহরে ----- চরাচরস্য ॥
 - (খ) হংসযুক্তবিমানস্তে ----- নমো২স্ত তে ॥
 - (গ) গৃহীতোগ্রমহাচক্রে ----- নমো২স্ত তে ॥
 - (ঘ) ত্রিশূলচন্দ্রাহিদেরে ----- নমো২স্ত তে ॥

৩। অসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা কর :

- (ক) তৃং বৈষণবী ----- মুক্তিহেতুঃ ॥
- (খ) সৃষ্টিস্থিতিবিনাশনাং ----- নমোহন্ত তে ॥
- (গ) সর্বমঙ্গলমঙ্গল্য় ----- নমোহন্ত তে ॥

৪। সঞ্চি বিচ্ছেদ কর :

অপমানিত্বে, পরমাদিসি, পরমোক্তব্যঃ, নমোহন্ত ।

৫। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

বিশেষৰি, বুদ্ধিকৃপেণ, শুতরো, চরাচরস্য ।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ :

বিকশিবজ্ঞাঃ, মুক্তিহেতুঃ, সর্বার্থসাধিকে, হংসযুক্তবিমানস্তে ।

৭। ব্যৃৎপত্তি নির্ণয় কর :

তুষ্টিবুঃ, পাহি, জাহি, প্রসীদ ।

৮। সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) দেবগণ দেবী চতুর শুক্তি করেছিলেন-

ধূমলোচন/চওমুণ্ড/মধুকেটভ/শুভ্র বধের পর ।

(খ) দেবী অধিষ্ঠিতা-

মহূরচালিত/হংসচালিত/সিংহচালিত/ব্যাঘ্রচালিত রথে ।

(গ) ‘প্রসীদ’ পদের অর্থ-

আনন্দিত হও/অসন্ন হও/প্রহ্লাষ্ট হও/সফল হও ।

(ঘ) ‘সেন্দ্রাঃ’ পদের সঞ্চিবিশ্লেষণ-

সা + ইন্দ্রাঃ/সো + ইন্দ্রাঃ/সঃ + ইন্দ্রাঃ/স + ইন্দ্রাঃ ।

(ঙ) ‘তুষ্টিবুঃ’ পদের ব্যৃৎপত্তি-

$\sqrt{\text{শু}} + \text{লিট উস}$ / $\sqrt{\text{শু}} + \text{লোট হি}$ / $\sqrt{\text{শু}} + \text{লট তি}$ / $\sqrt{\text{শু}} + \text{লিট আ}$ ।

ষষ্ঠ পাঠ
[মনুসংহিতা]
আচার্যবন্দনা

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েছিজঃ ।
 সকলং সরহস্যং চ তমাচার্যং প্রাচক্ষতে ॥ ১
 একদেশং তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ ।
 যোৰ্ধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যাযঃ স উচ্যতে ॥ ২
 য আবৃণোত্যবিতথং ব্রক্ষণা শ্রবণাবৃত্তে ।
 স মাতা স পিতা জেয়স্ত ন দ্রুহ্যেৎ কদাচন ॥ ৩
 উপাধ্যায়ান্দশাচার্য আচার্যাণং শতং পিতা ।
 সহস্রং তু পিতৃন্নাতা গৌরবেনাতিরিচ্যতে ॥ ৪
 উৎপাদকব্রহ্মদাশ্রোগরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা ।
 ব্রহ্মজন্ম হি বিঅস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্঵তম ॥ ৫
 অঙ্গং বা বহু বা যস্য শ্রতস্যোপকরণেতি যঃ ।
 তমপীহ শুক্লং বিদ্যাচ্ছুতোপক্রিয়া তয়া ॥ ৬
 ব্রাহ্মস্য জন্মানঃ কর্তা স্বধর্মস্য চ শাসিতা ।
 বালোৱপি বিশ্রে বৃক্ষস্য পিতা ভবতি ধর্মতঃ ॥ ৭
 অধ্যাপয়ামাস পিতৃন্ শিশুরাঙ্গিরসঃ কবিঃ ।
 পুত্রকা ইতি হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্য তান ॥ ৮
 তে তমর্থমপৃচ্ছত্ব দেবানাগতমন্যবঃ ।
 দেবাশ্চতান সমেত্যাচুর্ণ্যাযং বঃ শিশুরক্তবান ॥ ৯
 অজ্ঞে ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ ।
 অভজং হি বালমিত্যাহঃ পিতেতোব তু মন্ত্রদম ॥ ১০
 ন হায়নেৰ্ন পলিতৈর্ণ বিশ্রেন ন বন্ধুভিঃ ।
 ঋব্যর্থক্রিয়ে ধর্মং যোৰ্ধনুচানঃ স মো মহান ॥ ১১
 ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ ।
 যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্ত দেবাঃ স্তবিৱং বিদুঃ ॥ ১২

ভূমিকা

‘আচার্যস্তুতিঃ’ স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থ ‘মনুসংহিতার’ দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত। এই পদ্যাংশে আচার্যের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর গুণাবলি উল্লেখ করে তাঁকে বৰ্ণনা করা হয়েছে।

শব্দার্থ : উপনীয়- উপনয়ন দান করে। হ্রেত্য- পরকালে। বেদাঙ্গানি- শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরূপ্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ- এই ছয়টি বেদাঙ্গ। মন্ত্রদঃ- মন্ত্র দানকারী। হায়নৈঃ- বর্ধসমূহের বারা।

সঞ্চিবিচ্ছেদ : বেদমধ্যাপয়েন্দ্রিজঃ = বেদম + অধ্যাপয়েৎ + দ্বিজঃ। বেদাঙ্গান্যপি = বেদাঙ্গানি + অপি। গৌরবেণাতিরিচ্যতে = গৌরবেণ + অতিরিচ্যতে। দেবাশ্চিতান = দেবাঃ + চ + এতান।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : বেদাঙ্গানি - কর্মে ২য়া। বিথস্য - সমক্তে ৬ষ্ঠী। পিতা - কর্তায় ১মা। তেন - করণে ৩য়া।

বৃৎপত্তি নির্ণয় : উপনীয় = উপ- √নী + ল্যগ্ন। উচ্যতে = √বচ + কর্মণি য + লট তে। শাশ্঵তম = শশ্বৎ + অণ। পিতা = √পা + ত্চ, ১মার একবচন।

অনুশীলনী

- ১। আচার্যের গুণাবলি বর্ণনা কর।
- ২। আচার্যের লক্ষণ কি?
- ৩। কাকে উপাধ্যায় বলা হয়?
- ৪। কেন ব্রাহ্মণ বালক হলেও পিতৃবৎ মাননীয়?
- ৫। বৃন্দ কাকে বলে?
- ৬। বাংলায় অনুবাদ কর :
 - (ক) য আবৃণোত্যবিতথঃ ----- কদাচন ॥
 - (খ) উৎপাদকব্রহ্ম ----- শাশ্঵তম ॥
 - (গ) ন হায়নৈর্ন ----- স লো মহান ॥
- ৭। বাংলায় ব্যাখ্যা কর :
 - (ক) ব্রাহ্মস্য জন্মানঃ ----- ধর্মতঃ ॥
 - (খ) অজ্ঞে ভবতি ----- মন্ত্রদম ॥
 - (গ) ন তেন ----- হ্রবিরং বিদুঃ ॥

୮। ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କରି :

ବେଦାଙ୍ଗାନ୍ୟାପି, ଦେବାଶ୍ଚତାନ, ତମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶିମୁରାପିରସଃ, ଯେନାସ୍ୟ ।

୯। କାରକସହ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି :

ଅବିତଥମ୍, ଧୀଯଃ, ସ୍ଵଧର୍ମସ୍ୟ, ଉପାଧ୍ୟାୟାଃ ।

୧୦। ବ୍ୟାଙ୍ଗପଣ୍ଡି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି :

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ବ୍ରଞ୍ଚଦ, ପିତା ।

୧୧। ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

(କ) କୋନ ପିତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ?

(ଖ) କୟାଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥେକେବେ ପିତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ?

(ଗ) କୟାଜନ ପିତା ଥେକେବେ ମାତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ?

(ଘ) ସିନି ଯୁବା ହୟେବେ ବିଦ୍ୟାନ ଦେବତାରା ତାକେ କି ବଲେନ?

(ঙ) ‘ମନୁସଂହିତା’ କୋନ ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏହି?

୧୨। ଶୂନ୍ୟହାନ ପୂରଣ କରି :

(କ) ସ ମାତା ସ ପିତା ଜେଯନ୍ତି ନ ----- କଦାଚନ ।

(ଖ) ----- ଜନ୍ମନଃ କର୍ତ୍ତା ସ୍ଵଧର୍ମସ୍ୟ ଚ ଶାସିତା ।

(ଗ) ତେ ତମର୍ଥମପୃଜ୍ଞତ ନ----- ।

(ଘ) ନ ହାଯାନେନ ----- ବିଦେନ ନ ବନ୍ଧୁଭିଃ ।

(ଙ) ଯୋ ବୈ ----- ଦେବାଃ ହବିରଂ ବିଦୁଃ ।

সপ্তম পাঠ

[স্তবমালা]

মোহমুক্তি

কা তব কান্তা কতে পুত্রঃ
 সংসারে২য়মতীৰ বিচ্ছিঃ ।

কস্য ত্বং বা কৃত আয়াত-
 স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং আতঃ ॥ ১

নলিনীদলগতজলমতিতরলং
 তহজীবনমতিশয়চপলম্ ।

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
 ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ২

যাবজ্জননং তাবন্ধুরণং
 তাবজ্জননীজষ্ঠরে শয়নম্ ।

ইতি সংসারঃশুটতরদোষঃ
 কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৩

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
 নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্ ।

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
 সর্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ ৪

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং
 হরতি নিমেষাং কালঃ সর্বম ।

মায়াময়মিদমখিলং হিত্তা
 ত্রক্ষপদং প্রবিশাণ বিদিত্তা ॥ ৫

যাবদ্বিত্তোপার্জনশক্ত-
 ত্বাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ ।

তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে
 বাৰ্তাং কোৱপি ন পৃষ্ঠতি গেহে ॥ ৬

শরৌ মিত্রে পুজে বন্দো
 মা কুরু যত্নং বিগ্রহসঙ্গো
 ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্রং
 বাঞ্ছন্ত চিরাদৃ যদি বিষ্ণুত্তমঃ ॥ ৭
 দিনযামিন্যো সাযং প্রাতঃ
 শিশিরবসন্তো পুনরায়াতো
 কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়-
 তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ঃ ॥ ৮
 অঙং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
 দত্তবিহীনং ধাতং তুষ্টমঃ ।
 করবৃতকশ্চিত- শোভিতদণ্ডং
 তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাষ্মঃ ॥ ৯
 কামং ক্রোধং গোত্তং মোহং
 ত্যজ্ঞানং পশ্য হি কোৰহম ।
 আত্মজ্ঞানবিহীনা মৃচ্ছা-
 তে পচ্যতে নরকনিগৃঢ়াঃ ॥ ১০

ভূমিকা

পৃথিবীর মানুষ মোহস্তু। জগতের সৌন্দর্য এবং পার্থিব ধন-সম্পদই মানুষের কাম্য। জগতের ঐশ্বর্যই মানুষকে মোহাক করে রেখেছে। কিন্তু এই জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা এর ধন-সম্পদ। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্মপদই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। এই তিনটি বিষয়ই মোহমুক্তির মূল বক্তব্য।

শব্দার্থ : কান্তা - স্ত্রী। সজ্জনসজ্জতিঃ- সজ্জনের সাহচর্য। জননীজঠরে- মাতৃগর্তে। ধনভাজাম- ধনীদের। হিত্তা- পরিত্যাগ করে। আশু- শীঘ্ৰ। জর্জরদেহে- জরাভাস্তু শরীরে। দিনযামিন্যো- দিবা- রাত্রি।

সঞ্চিবিচ্ছেদ : সংসারোভয়মতীব = সংসারঃ + অয়ম् + অতীব। যাবজ্জননং = যাবৎ + জননং।

অর্থমনর্থং = অর্থম্ + অনর্থং। পুনরায়াতো = পুনঃ + আয়াতো। মুঞ্চত্যাশাবায়ঃ = মুঞ্চতি + আশাবায়ঃ।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : জননীজঠরে- অধিকরণে ৭মী। জরযা- করণে ৩য়া। কামং- কর্মে ২য়া।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় : বিভোগার্জনশক্তঃ- বিভস্য উপার্জনম (ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ), তপ্তিম 'শক্তঃ' (সপ্তমীতৎপুরুষঃ)। সমচিত্তঃ- সমং চিত্তং যস্য সঃ (বহুবীহি)। আত্মজ্ঞানবিহীনাঃ- আত্মবিদ্যবকং জ্ঞানম (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ), তেন বিহীনাঃ (ত্রুটীয়া তৎপুরুষঃ)।

বৃৎপত্তি নির্ণয় : শয়নম = $\sqrt{\text{শ্বী}} + \text{অনটু}$ । মানব = মনু + অগঃ। ভীতিঃ = $\sqrt{\text{ভী}} + \text{তিন}$ । হিত্তা = $\sqrt{\text{ধা}} + \text{ক্ষাচ}$ । ত্যক্তা = $\sqrt{\text{ত্যজ}} + \text{ক্ষাচ}$ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

- ୧। ଅର୍ଥେର ଅନର୍ଥତ୍ୱବିଷୟକ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଖ୍ୟ ବଳ ।
- ୨। ସଂକ୍ଷିତ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧୃତ କରେ ଅର୍ଥେର କ୍ଷମତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
- ୩। ବିଶ୍ୱାସ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ କରଣୀୟ ବିଷୟ ସଂକ୍ଷିତ ଶ୍ଲୋକେର ମାଧ୍ୟମେ ଉପ୍ଲବ୍ଧ କର ।
- ୪। ବାଂଲାଯ ଅନୁବାଦ କର :
 - (କ) ନଲିନୀଦିଲଗତ ----- ଶୌକା ॥
 - (ଖ) ଦିନ୍ୟାମିନ୍ୟୌ ----- ମୁଖ୍ୟତ୍ୟାଶାବାୟୁଃ ॥
 - (ଗ) କାମଂ ----- ନରକନିଗୃଢାଃ ॥
- ୫। ବାଂଲାଯ ମୂଳଭାବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର :
 - (କ) କା ତବ ----- ଆତଃ ॥
 - (ଖ) ମା କୁରୁ ----- ଏଵିଶାଶ ବିଦିତ୍ଵା ॥
 - (ଗ) ଅଙ୍ଗଂ ----- ମୁଖ୍ୟତ୍ୟାଶାଭାତମ୍ ॥
- ୬। ସଞ୍ଚିବିଚ୍ଛେଦ କର :

କଣ୍ଠ, ଡବାର୍ଗିତରଣେ, କଥମିହ, ସର୍ବତ୍ରେଷା, ତ୍ୟକ୍ତାଆନଂ ।
- ୭। କାରକସହ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

ତବ, ଅର୍ଥମ, ବ୍ରକ୍ଷପଦମ୍, ଜରଯା, ଆତ୍ମାନମ୍ ।
- ୮। ବ୍ୟାସବାକ୍ୟସହ ସମାଦେଶର ନାମ ଲେଖ :

ଜନନୀଜଠରେ, ଧନଭାଜାଂ, ବ୍ରକ୍ଷପଦଂ, ସମଚିନ୍ତଃ ।
- ୯। ବ୍ୟାସବାକ୍ୟସହ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

ଭୀତିଃ, ହିତ୍ତା, ଥ୍ରିବିଶ, ମାତିଃ, ଆୟାତୋ ।
- ୧୦। ଶୂନ୍ୟହାନ ପୂରଣ କର :
 - (କ) ଭ୍ରବତି ----- ଶୌକା ।
 - (ଖ) ----- ଧନଭାଜାଂ ଭୀତିଃ ।
 - (ଗ) ବାର୍ତ୍ତା କୋହପି ନ ----- ଗେହେ ।
 - (ଘ) ତଦପି ନ ----- ।
 - (ଙ୍ଗ) ----- ପଶ୍ୟ ହି କୋହହମ ।

ଅଷ୍ଟମ ପାଠ

ସୁତ୍ରିରତ୍ନସଂଗ୍ରହ

ସତ୍ୟଃ କ୍ରମାଣ୍ଡ ପ୍ରିୟଃ କ୍ରମାନ୍ତର କ୍ରମାଣ୍ଡ ସତ୍ୟମଞ୍ଜିଯମ୍ ।
 ତ୍ରିୟଙ୍କ ନାନ୍ତଃ କ୍ରମାଦେଵ ଧର୍ମଃ ସନାତନଃ ॥ ୧
 ସନ୍ତୋଷଃ ପରମାତ୍ମାଯ ସୁଖାଶୀ ସଂଘତୋ ଭବେତ ।
 ସନ୍ତୋଷମୂଳଃ ହି ସୁଧଃ ଦୁଃଖମୂଳଃ ବିପର୍ଯ୍ୟରାଃ ॥ ୨
 ସତ ନାର୍ଯ୍ୟତ ପୃଜ୍ୟତେ ରମଣେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ ।
 ସତ୍ୟୋତ୍ସନ୍ତ ନ ପୃଜ୍ୟତେ ସର୍ବିଜ୍ଞାନଫଳାଃ କ୍ରିୟାଃ ॥ ୩
 ଏକ ଏବ ସୁହଙ୍କର୍ମୋ ନିଧନେ ପ୍ରଯୁଷାତି ଯଃ ।
 ଶରୀରେଣ ସମଃ ନାଶଃ ସର୍ବମନ୍ୟକ୍ଷି ଗତ୍ତି ॥ ୪
 ଚଲଚିତ୍ତଃ ଚଲହିତ୍ତଃ ଚଲଜ୍ଞୀବନ୍ୟୌବନମ ।
 ଚଲାଚଲମିଦଃ ସର୍ବଃ କୀର୍ତ୍ତିରସ୍ୟ ସ ଜୀବତି ॥ ୫
 ଉଦୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧ୍ୟାତି କାର୍ଯ୍ୟାଣି ନ ମନୋରଥେଃ ॥
 ନ ହି ସୁଞ୍ଗସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶତି ମୁଖେ ମୃଗଃ ॥ ୬
 ଦୁର୍ଜନଃ ପରିହର୍ତ୍ତବ୍ୟୋ ବିଦ୍ୟାଲଙ୍କୃତୋଽପି ସନ୍ ।
 ମନୀନା ଭୂଷିତଃ ସର୍ପଃ କିମ୍ବୋ ନ ଭୟକ୍ରମଃ ॥ ୭
 ସମ୍ୟ ନାତି ସ୍ଵରଂ ପ୍ରଭା ଶାନ୍ତଃ ତସ୍ୟ କରୋତି କିମ୍ ।
 ଲୋଚନାଭ୍ୟାଂ ବିହୀନସ୍ୟ ଦର୍ପଃ କିଂ କରିଷ୍ୟାତି ॥ ୮
 ପୁନ୍ତକହ୍ଲା ତୁ ଯା ବିଦ୍ୟା ପରହଞ୍ଚଗତଃ ଧନମ ॥
 କାର୍ଯ୍ୟକାଳେ ସମୁଦ୍ରମେ ନ ସା ବିଦ୍ୟା ନ ତନ୍ଦନମ୍ ॥ ୯
 ସୁଖମାପତିତଃ ଦେବ୍ୟଃ ଦୁଃଖମାପତିତଃ ତଥା ।
 ଚକ୍ରବତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତତେ ଦୁଃଖାନି ଚ ସୁଖାନି ଚ ॥ ୧୦
 ପ୍ରୟାପାନଃ ଭୂଜଙ୍ଗାନଃ କେବଳଃ ବିଷବର୍ଧନମ ।
 ଉପଦେଶୋ ହି ମୂର୍ଖିନାଂ ପ୍ରକୋପାୟ ନ ଶାନ୍ତଯେ ॥ ୧୧
 ତ୍ରିବିଧଃ ନରକମ୍ୟେଦଃ ଦ୍ୱାରଃ ନାଶନମାତ୍ରାନଃ ।
 କାମଃ କ୍ରୋଧତ୍ଥା ଲୋଭତ୍ଥାନ୍ତରେ ତ୍ରଯଃ ତ୍ୟଜେ ॥ ୧୨
 ବିଦ୍ୟାବିନଯମମ୍ପନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବି ହତିନି ।
 ଶୁଣି ଚୈବ ଶ୍ଵପାକେ ଚ ପଞ୍ଜିତାଃ ସମଦଶିନିଃ ॥ ୧୩

পরিবর্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে ।
 স জাতো যেন জাতেন যাতি বৎশঃ সমুদ্ধিম্ ॥ ১৪
 বিষ্টত্তঃ নৃপত্তঃ নৈব তুল্যঃ কদাচন ।
 স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে ॥ ১৫
 ক্ষমা বশীকৃতিলোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে ।
 শান্তিখড়গঃ করে যস্য কিং করিয়তি দুর্জনঃ ॥ ১৬

ভূমিকা

‘সৃতিরত্নসংগ্রহঃ’ বিভিন্ন এছ থেকে উদ্ভৃত নীতি শ্লোকের সংকলন । এই শ্লোকসমূহ মানবজীবনে চলার পথে পরম পথেয় ।

শব্দার্থ : অনুত্ম- মিথ্যা । অনুযাতি- অনুগমন করে । পরিহর্তব্যঃ- পরিত্যাগের ঘোষ্য । পুষ্টকস্থা- পুস্তকের অন্তর্গত । শান্তয়ে- শান্তির জন্য । শ্বপাকে- চওলে ।

সঙ্ক্ষিপ্ত বিচ্ছেদ : নার্যষ্ট = নার্যঃ + তু । যত্রেতাঞ্জ = যত্র + এতাঃ + তু । সর্বমন্যাঙ্গি = সর্বম + অন্যঃ + ই । বিদ্যায়ালংকৃতোহপি = বিদ্যয়া + অলংকৃতঃ + অপি । লোভক্ষমাদেত্তত্ত্বাঃ = লোভঃ + তস্মাত্ঃ + এতৎ + এয়ঃ ।

কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় : উদ্যমেন- করণে ওয়া । দুর্জনঃ- উচ্চকর্মে ১মা । শান্তয়ে, ধ্রুকোপায়- তাদর্থে ৪ধী । তস্মাত- হেতুর্থে মৌৰী ।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় : সুখার্থী- সুখম অর্থয়তে যঃ (উপপদতৎপুরুষঃ) । পুষ্টকস্থা - পুস্তকে তিষ্ঠতি যা (উপপদতৎপুরুষঃ) । শান্তিখড়গঃ- শান্তিরেব খড়গঃ (রূপক কর্মধারয়ঃ) ।

ব্যৃৎপত্তি নির্ণয় : ক্রমাত্ম = $\sqrt{\text{ক্র}} + \text{বিরিলঙ্ঘ যাত্ম}$ । চলাত্ম = $\sqrt{\text{চল}} + \text{শত্রু}$ । সুঙ্গস্য = স্বপ্ন + ক্ষ, শুষ্ঠীর একবচন । শান্ত্রম = $\sqrt{\text{শাস}} + \text{ঞ্চন}$ । বিদ্যা = $\sqrt{\text{বিদ}} + \text{ক্যপ্ত}$ । ত্রিয়ামাপ ।

অনুশীলনী

- ১। সনাতন ধর্মের লক্ষণসমষ্টিত শ্লোকটি উদ্ভৃত কর ।
- ২। নারীর সম্মানসম্পর্কিত শ্লোকটি মুখস্থ বল ।
- ৩। সুখ-দুঃখের পরিবর্তন সম্পর্কিত শ্লোকটি উদ্ভৃত কর ।
- ৪। পাণ্ডিতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত শ্লোকটি মুখস্থ বল ।
- ৫। বাংলায় অনুবাদ কর :
 - (ক) এক এব ----- সর্বমন্যাঙ্গি গচ্ছতি ॥
 - (খ) দুর্জন ----- ন ভয়ংকরঃ ॥
 - (গ) পুষ্টকস্থা ----- ন তদ্বনম ॥
 - (ঘ) পয়ঃপানঃ ----- ন শান্তয়ে ॥

- ৬। নিচের সংক্ষৃত শ্লোকগুলো বাংলায় ব্যাখ্যা কর :
 (ক) চলচিত্তং ----- স জীবতি ॥
 (খ) যস্য নাতি ----- কিং করিষ্যতি ॥
 (গ) বিষ্঵ত্তঃ ----- সর্বত্র পূজ্যতে ॥
 (ঘ) পরিবর্তিনি ----- সম্মুতিম্ ॥
- ৭। ভাবসম্প্রসারণ কর :
 (ক) চক্ৰবৎ পরিবৰ্তনে দুঃখানি চ সুখানি চ ।
 (খ) স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে ।
 (গ) শান্তিখড়গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জনঃ ।
- ৮। সক্ষি বিছেন কর :
 নার্যষ্ট, সর্বমন্যাদি, কৌর্তীর্যস্য, সুখমাপত্তিতৎ, নৃপত্তঃ ।
- ৯। কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :
 সন্তোষঃ, উদ্যমেন, প্রকোপায়, স্বদেশে, ক্ষময়া ।
- ১০। ব্যাসবাক্যসহ সমাচের নাম লেখ :
 সুহৃৎ, পুস্তকথা, পয়ঃপানঃ, শান্তিখড়গঃ ।
- ১১। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :
 প্রজ্ঞা, প্রবিশন্তি, বিদ্যা, পণ্ডিতা, বিষ্঵ত্তম ।
- ১২। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :
 (ক) সুখের মূল-
 ধন/বিদ্যা/বন্ধু/সন্তোষ ।
 (খ) কার্য সিদ্ধ হয়-
 বুদ্ধির/বিদ্যার/অর্থের/উদ্যমের দ্বারা ।
 (গ) সুখ-দুঃখ পরিবর্তিত হয়-
 চক্ৰবৎ/বিমানবৎ/বাস্পযানবৎ/ঐশ্বর্যবৎ ।
 (ঘ) নরকের দ্বার-
 দুটি/তিনটি/পাঁচটি/চারটি ।
 (ঙ) বিদ্বান পুজিত হন-
 স্বদেশে/বিদেশে/সর্বত্র/বিদ্যালয়ে ।

তৃতীয় ভাগ

প্রথম পাঠ

সংজ্ঞা প্রকরণ

সংজ্ঞা শব্দের বৃৎপত্তি : সম্ভা + অঙ্গ + ক্রিয়াম্ আপু। ‘সম্যক ভায়তে অনয়া ইতি’ সংজ্ঞা (যার দ্বারা কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হয়)।

সংজ্ঞা : যার দ্বারা কোন বিষয়ের স্বরূপ সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা যায় তাকে সংজ্ঞা বলে।

নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের সংজ্ঞা ও উদাহরণ প্রদত্ত হলো:

- ১। **আদেশ :** থ্রুতি বা প্রত্যয়ের কিংবা তার কোন অংশের যে রূপ পরিবর্তন হয়, তাকে বলা হয় আদেশ। যেমন- লটি বিভক্তিতে স্থা- ধাতুর স্থানে ‘তিষ্ঠ’ (তিষ্ঠতি, তিষ্ঠতঃ, তিষ্ঠতি ইত্যাদি) এবং দৃশ ধাতু স্থানে ‘পশ্য’ (পশ্যতি, পশ্যতঃ, পশ্যতি) ইত্যাদি হয়। আবার বৃক্ষ শব্দ স্থানে আদেশ হয় ‘জ’ (বৃক্ষ > জ্যোষ্ঠ)।
- ২। **আগম :** আগম শব্দটির অর্থ ‘আগমন করা’। থ্রুতি বা প্রত্যয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত বর্ণের আগমন বা উপস্থিতিকে আগম বলে। যেমনঃ বনস্পতি শব্দে ‘বন’ ও ‘পতি’ শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত বর্ণ ‘স’ এর উপস্থিতিকে বলা হয় আগম।
- ৩। **গুণ :** স্বরের গুণ বলতে ই, ঈ স্থানে ‘এ’; উ, ঊ স্থানে ‘ও’; খ, খঁ স্থানে ‘অর’ এবং ঙ স্থানে অল হওয়াকে বোঝায়। যেমনঃ জি = জে, ডী = ডে, শ্রঁ = শ্রো, কৃ = কৰ, কু = কল।
- ৪। **বৃক্ষ :** অ স্থানে আ; ই ই, স্থানে ঐ; উ, ঊ স্থানে ঔ; খ, খঁ স্থানে আর এবং ঙ স্থানে অল হওয়াকে বৃক্ষ বলে। যেমন- মনু + অণ = মানবঃ। বিধি + অণ = বৈধঃ। নীতি + অক = নৈতিকঃ। মুখ + অক = মৌখিকঃ (উ = ঔ), শীত + খতঃ = শীতার্তঃ (খ = আর)।
- ৫। **উপধা :** শব্দের অর্জন্ত শেষ বর্ণের পূর্ব বর্ণকে উপধা বলে। যেমন- ‘লতা’ একটি শব্দ। এই শব্দের শেষ বর্ণ আ এবং আ এর পূর্ববর্তী বর্ণ ‘ত’। সুতরাং ‘ত’ একটি উপধা।
- ৬। **পদ :** সুপ্ত ও তিঙ্গ যুক্ত শব্দকে পদ বলে। যেমন- নর একটি শব্দ। এর সঙ্গে ঔ -এই সুপ্ত বা শব্দবিভক্তি যুক্ত হয়ে নরো ‘পদ’ গঠিত হয়েছে। আবার বদ্ধ একটি ধাতু। এর সাথে ‘তি’ এই তিঙ্গ বা ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে ‘বদতি’ পদ।
- ৭। **সুপ্ত :** যে সমস্ত বিভক্তি শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে পদ গঠন করে, তাদের বলা হয় সুপ্ত। সুপ্ত -এর অন্য নাম শব্দবিভক্তি। যেমন ‘নর’ একটি শব্দ। এর সাথে ঔ বিভক্তি যুক্ত হয়ে ‘নরো’ পদ গঠিত হয়েছে। সুতরাং ‘ঔ’ একটি শব্দ বিভক্তি। আবার লতা একটি শব্দ। এর সঙ্গে ভিসঃ (ভিঃ) বিভক্তি যুক্ত হয়ে ‘লতভি’ পদ গঠিত হয়েছে। সুতরাং ভিসঃ (ভিঃ) একটি শব্দবিভক্তি।
- ৮। **তিঙ্গ :** যে সব বিভক্তি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে সেগুলোকে ‘তিঙ্গ’ বলে। তিঙ্গ -এর অন্য নাম ক্রিয়াবিভক্তি। যেমন- ‘পঠঃ’ একটি ধাতু; এর সঙ্গে তিঙ্গ বিভক্তি যুক্ত হয়ে ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদটি

গঠিত হয়েছে। আবার ‘হস্ম’ একটি ধাতু; এর সঙ্গে ‘তু’ যুক্ত হয়ে ‘হসতু’ ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে। সত্ত্বাং ‘তি’ ও ‘ত’ তিঙ্গ বা ক্রিয়াবিভক্তি।

- ৯। **প্রকৃতি** : শব্দ ও ক্রিয়ার মূলকে প্রকৃতি বলে। যেমনঃ দেহ + অক् = দৈহিকঃ। এখানে দৈহিক শব্দটির মূল দেহ। সুতরাং দেহ একটি প্রকৃতি। আবার $\sqrt{\text{পঠ}} + \text{তি}$ - পঠিতি। এখানে 'পঠিতি' ক্রিয়ার মূল 'পঠ'। সুতরাং পঠও একটি প্রকৃতি।
 - ১০। **আতিপদিক** : যা ধাতুও নয়, প্রত্যয়ও নয়, অথচ যার অর্থ আছে তার নাম আতিপদিক। যেমন- চন্দ্ৰ, সূর্য, লক্ষণ, বৃক্ষ ইত্যাদি।
 - ১১। **প্রত্যয়** : যেসব বৰ্গ বা বৰ্ণসমষ্টি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ এবং শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাদের প্রত্যয় বলা হয়। যেমন- $\sqrt{\text{পঠ}} + \text{অন্ট} = \text{পঠনম্}$ । এখানে 'পঠ' একটি ধাতু। এর সঙ্গে 'অন্ট' এই বৰ্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে 'পঠনম' শব্দটি গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'অন্ট' একটি প্রত্যয়। আবার 'পৃথিবী' + অণ् = 'পার্থিব'। এখানে 'পৃথিবী' একটি শব্দ। এর সঙ্গে অণ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'পার্থিব' এই নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'অণ' আরেকটি প্রত্যয়।

ଅନୁଶୀଳନୀ

- ১। সংজ্ঞা শব্দের ব্যৃত্তিকি? সংজ্ঞা কাকে বলে?

২। নিম্নলিখিতগুলোর সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও :

 - আদেশ, উপধা, তিঙ, প্রত্যয়।

৩। গুণ ও বৃদ্ধির পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ।

৪। সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (✓) দাও :

(ক) আগম শব্দের অর্থ-

(১) আগমন করা	(২) যাওয়া
(৩) ওঠা	(৪) পড়া।

(খ) শব্দের অন্তর্গত শেব বর্ণের পূর্ব বর্ণকে বলে-

(১) পদ	(২) তিঙ
(৩) উপধা	(৪) অকৃতি।

(গ) 'অ' স্থানে 'আ' হলে তাকে বলা হয়-

(১) গুণ	(২) বৃদ্ধি
(৩) প্রত্যয়	(৪) অকৃতি।

(ঘ) তিঙ যুক্ত হয়-

(১) ধাতুর সঙ্গে	(২) শব্দের সঙ্গে
(৩) প্রত্যয়ের সঙ্গে	(৪) পদের সঙ্গে।

(ঙ) শব্দ ও ক্রিয়ার মূলকে বলে-

(১) বিভক্তি	(২) প্রাতিপদিক
(৩) প্রকৃতি	(৪) অভ্যয়।

দ্বিতীয় পাঠ

শব্দরূপ

ক) বিশেষ শব্দরূপ

পুঁলিঙ্গ

১। অ-কারান্ত নর (মানুষ)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিচন	বহুবচন
প্রথমা	নরঃ	নরৌ	নরাঃ
দ্বিতীয়া	নরম্	নরৌ	নরান्
তৃতীয়া	নরেণ	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
চতুর্থী	নরায়	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
পঞ্চমী	নরাত্	নরাভ্যাম্	নরেভ্যঃ
ষষ্ঠী	নরস্য	নরযোঃ	নরাগাম্
সপ্তমী	নরে	নরযোঃ	নরেষু
সংগোধন	নর	নরৌ	নরাঃ

দ্রষ্টব্য : প্রায় সমস্ত অ-কারান্ত পুঁলিঙ্গ শব্দের রূপ নর শব্দের ন্যায়। যথা- বালক, বিগহ, মৃগ, হরিণ, ব্যাঘ, সিংহ, মূষিক, ছাগ, সর্গ, দেশ, কেশ, মেষ, নৃপ, দেব, দর্পণ, দানব, মনুষ্য, মৎস্য, শিব্য, সময় কাল, রব, স্বর, রোগ, রস, সরোবর, বৃক্ষ, অশ্ব, জনক, মহারাজ, ছাতা, ভৃত্য ইত্যাদি।

২। ই-কারান্ত মুনি (খারি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিচন	বহুবচন
প্রথমা	মুনিঃ	মুনী	মুনয়ঃ
দ্বিতীয়া	মুনিম	মুনী	মুনীন্
তৃতীয়া	মুনিনা	মুনিভ্যাম্	মুনিভিঃ
চতুর্থী	মুনয়ে	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
পঞ্চমী	মুনেঃ	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
ষষ্ঠী	মুনেঃ	মুন্যোঃ	মুনীনাম্
সপ্তমী	মুনৌ	মুন্যোঃ	মুনিষু
সংগোধন	মুনে	মুনী	মুনয়ঃ

দ্রষ্টব্য : সখি ও পতি শব্দ ব্যতীত অগ্নি, রবি, বিধি, গিরি, কপি, অসি প্রভৃতি ধার্মতায় ই-কারান্ত পুঁলিঙ্গ শব্দের রূপ মুনিশব্দের মত। সমাসে পরপদস্থ পতি শব্দের রূপও মুনি শব্দের মত হয়। যেমন - নরপতি, ভূপতি, মহীপতি ইত্যাদি।

৩। উ-কারান্ত সাধু (ধার্মিক ব্যক্তি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সাধুঃ	সাধু	সাধবঃ
দ্বিতীয়া	সাধুম্	সাধু	সাধুন
তৃতীয়া	সাধুনা	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
চতুর্থী	সাধবে	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
পঞ্চমী	সাধোঃ	সাধুভ্যাম্	সাধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	সাধোঃ	সাধোঃ	সাধুনাম্
সপ্তমী	সাধো	সাধোঃ	সাধুষু
সমোধন	সাধো	সাধু	সাধবঃ

দ্রষ্টব্য : তরঙ্গ, বিন্দু, রিপু, সিঙ্গু, বিশু অভূতি উ-কারান্ত পুঁজিজ শব্দের রূপ সাধু শব্দের অনুরূপ।

৪। ঝ-কারান্ত দাত্ (দাতা)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	দাতা	দাতারৌ	দাতারঃ
দ্বিতীয়া	দাতারম্	দাতারৌ	দাত্ন
তৃতীয়া	দাত্রা	দাত্ভ্যাম্	দাত্ভিঃ
চতুর্থী	দাত্রে	দাত্ভ্যাম্	দাত্ভ্যঃ
পঞ্চমী	দাতুঃ	দাত্ভ্যাম্	দাত্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	দাতুঃ	দাত্রোঃ	দাত্ণাম
সপ্তমী	দাতুরি	দাত্রোঃ	দাত্ষু
সমোধন	দাতঃ	দাতারৌ	দাতারঃ

দ্রষ্টব্য : আত্, দেব্ (দেবর), নৃ (মানুষ), পিত্-এ কয়টি শব্দ ছাড়া কর্ত, শ্রোত্, দ্রষ্ট, অভূতি সমূদয় ঝ-কারান্ত পুঁজিজ শব্দের রূপ দাত্ শব্দের মত।

৫। ঝ-কারান্ত আত্ (আতা)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	আতা	আতরৌ	আতরঃ
দ্বিতীয়া	আতুরম্	আতরৌ	আত্ন
তৃতীয়া	আত্রা	আত্ভ্যাম্	আত্ভিঃ
চতুর্থী	আত্রে	আত্ভ্যাম্	আত্ভ্যঃ
পঞ্চমী	আতুঃ	আত্ভ্যাম্	আত্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	আতুঃ	আত্রোঃ	আত্ণাম
সপ্তমী	আতুরি	আত্রোঃ	আত্ষু
সমোধন	আতঃ	আতরৌ	আতরঃ

দ্রষ্টব্য : জামাত্ (জামাতা), দেব্ (দেবর), ও পিত্ (পিতা) শব্দের রূপ আত্ শব্দের মত। নৃ (মানুষ) শব্দের রূপও আত্ শব্দের মত। তবে ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনে নৃ-শব্দের দুটো রূপ হয়- নৃণাম, নৃণাম।

କେବଳ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ବହୁଚନେର ରୂପେର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଛାଡ଼ା ମାତ୍ର (ମା) ଓ ଦୁଇତ୍ତ (କନ୍ୟା) ଶବ୍ଦ ଆତ୍ ଶବ୍ଦେର ମତ । ଦ୍ଵିତୀୟର ବହୁଚନେ ଏ ଦୁଟି ଶବ୍ଦେର ରୂପ ଯଥାକ୍ରମେ ମାତ୍ରଃ ଦୁଇତ୍ତଃ ।

୬ । ଓ-କାରାନ୍ତ ଗୋ (ଗରୁ, ପୃଥିବୀ)

ବିଭକ୍ତି	ଏକବଚନ	ଦ୍ଵିବଚନ	ବହୁବଚନ
ପ୍ରଥମା	ଗୌଃ	ଗାବୌ	ଗାବଃ
ଦ୍ଵିତୀୟା	ଗାୟ	ଗାବୌ	ଗାଃ
ତୃତୀୟା	ଗରା	ଗୋଭ୍ୟାମ୍	ଗୋଭ୍ୟଃ
ଚତୁର୍ଥୀ	ଗରେ	ଗୋଭ୍ୟାମ୍	ଗୋଭ୍ୟଃ
ପଞ୍ଚମୀ	ଗୋଃ	ଗୋଭ୍ୟାମ୍	ଗୋଭ୍ୟଃ
ଷଷ୍ଠୀ	ଗୋଃ	ଗରୋଃ	ଗରାମ୍
ସପ୍ତମୀ	ଗବି	ଗରୋଃ	ଗୋରୁ
ସହେଧନ	ଗୌଃ	ଗାବୌ	ଗାବଃ

୭ । ଜ୍-କାରାନ୍ତ ବଣିଜ୍ (ବ୍ୟବସାୟୀ)

ବିଭକ୍ତି	ଏକବଚନ	ଦ୍ଵିବଚନ	ବହୁବଚନ
ପ୍ରଥମା	ବଣିକ	ବଣିଜୌ	ବଣିଜ୍ଙ
ଦ୍ଵିତୀୟା	ବଣିଜ୍ୟ	ବଣିଜୌ	ବଣିଜଃ
ତୃତୀୟା	ବଣିଜା	ବଣିଗ୍ଭ୍ୟାମ୍	ବଣିଗ୍ଭିତ୍ତଃ
ଚତୁର୍ଥୀ	ବଣିଜେ	ବଣିଗ୍ଭ୍ୟାମ୍	ବଣିଗ୍ଭିତ୍ୟଃ
ପଞ୍ଚମୀ	ବଣିଜଃ	ବଣିଗ୍ଭ୍ୟାମ୍	ବଣିଗ୍ଭିତ୍ୟଃ
ଷଷ୍ଠୀ	ବଣିଜଃ	ବଣିଜୋଃ	ବଣିଜାମ୍
ସପ୍ତମୀ	ବଣିଜି	ବଣିଜୋଃ	ବଣିଜ୍ବୁ
ସହେଧନ	ବଣିକ	ବଣିଜୌ	ବଣିଜଃ

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ଧାତ୍ତିଜ୍ (ପୁରୋହିତ), ବଲିଭୁଜ (କାକ), ତିବଜ୍ (ଚିକିତ୍ସକ) ପ୍ରଭୃତି କହେକଟି ଜ୍-କାରାନ୍ତ ପୁଣିକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ବଣିଜ୍ ଶବ୍ଦେର ମତ ।

୮ । ତ୍-କାରାନ୍ତ ଭୂତ୍ୟ (ରାଜା, ପର୍ବତ)

ବିଭକ୍ତି	ଏକବଚନ	ଦ୍ଵିବଚନ	ବହୁବଚନ
ପ୍ରଥମା	ଭୂଭ୍ୟ	ଭୂଭୂତୌ	ଭୂଭୂତଃ
ଦ୍ଵିତୀୟା	ଭୂଭୂତମ	ଭୂଭୂତୌ	ଭୂଭୂତଃ
ତୃତୀୟା	ଭୂଭୂତା	ଭୂଭୂଦ୍ୟାମ୍	ଭୂଭୂଦ୍ୟିତ୍ତଃ
ଚତୁର୍ଥୀ	ଭୂଭୂତେ	ଭୂଭୂଦ୍ୟାମ୍	ଭୂଭୂଦ୍ୟଃ
ପଞ୍ଚମୀ	ଭୂଭୂତଃ	ଭୂଭୂଦ୍ୟାମ୍	ଭୂଭୂଦ୍ୟଃ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী	ভূত্তৎঃ	ভূত্ততোঃ	ভূত্ততাম্
সপ্তমী	ভূত্ততি	ভূত্ততোঃ	ভূত্তৎসু
সংশোধন	ভূত্তৎ	ভূত্ততো	ভূত্ততঃ

দ্রষ্টব্য : মহীভূৎ (রাজা), বৃহৎ (বড়), পরভূৎ (কাক) প্রভৃতি ত-কারান্ত পুঁজিঙ্গ শব্দ এবং সরিৎ (নদী), যোষিৎ (ঙ্গী), তড়িৎ (বিদ্যুৎ) প্রভৃতি করেকটি ত-কারান্ত, ঝীলিঙ্গ শব্দের রূপ ভূত্তৎ শব্দের মত।

৯। অৎ-প্রত্যয়ান্ত ধারণ (ধারমান)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধারণ	ধারতো	ধারনঃ
দ্বিতীয়া	ধারণ্য	ধারতো	ধারতঃ
তৃতীয়া	ধারতা	ধারদভ্যাম্	ধারদভিঃ
চতুর্থী	ধারতে	ধারদভ্যাম্	ধারদভ্যঃ
পঞ্চমী	ধারতঃ	ধারদভ্যাম্	ধারদভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধারতঃ	ধারতোঃ	ধারতাম্
সপ্তমী	ধারতি	ধারতোঃ	ধারৎসু
সংশোধন	ধারণ	ধারতো	ধারতঃ

দ্রষ্টব্য : জাত্য, শাসৎ, দদৎ, দধৎ, বিভৎ ভিন্ন ইচ্ছৎ, কুর্বৎ, গচ্ছৎ প্রভৃতি যাবতীয় অৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ধারণ শব্দের তুল্য।

১০। দ্র-কারান্ত সুহৃদ (বঙ্গ)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সুহৎ	সুহৃদো	সুহৃদঃ
দ্বিতীয়া	সুহৃদ্য	সুহৃদো	সুহৃদঃ
তৃতীয়া	সুহৃদা	সুহৃদভ্যাম্	সুহৃদভিঃ
চতুর্থী	সুহৃদে	সুহৃদভ্যাম্	সুহৃদভ্যঃ
পঞ্চমী	সুহৃদঃ	সুহৃদভ্যাম্	সুহৃদভ্যঃ
ষষ্ঠী	সুহৃদঃ	সুহৃদোঃ	সুহৃদাম্
সপ্তমী	সুহৃদি	সুহৃদোঃ	সুহৃৎসু
সংশোধন	সুহৎ	সুহৃদো	সুহৃদঃ

দ্রষ্টব্য : ব্রহ্মবিদ, সভাসদ, উত্তিদ প্রভৃতি পুঁজিঙ্গ শব্দ এবং আপদ, উপনিষদ, শরদ, সম্পদ, প্রভৃতি দ্র-কারান্ত ঝীলিঙ্গ শব্দের এই রূপ।

১১। অন্তর্ভুক্ত রাজন् (রাজা)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	রাজা	রাজানৌ	রাজানঃ
দ্বিতীয়া	রাজানম্	রাজানৌ	রাজঃ
তৃতীয়া	রাজ্ঞা	রাজভ্যাম্	রাজভিঃ
চতুর্থী	রাজ্ঞে	রাজভ্যাম্	রাজভ্যঃ
পঞ্চমী	রাজ্ঞঃ	রাজভ্যাম্	রাজভ্যঃ
ষষ্ঠী	রাজ্ঞঃ	রাজ্ঞেঃ	রাজ্ঞাম্
সপ্তমী	রাজি, রাজানি	রাজ্ঞোঃ	রাজসু
সংস্কৰণ	রাজন्	রাজানৌ	রাজানঃ

১২। ইন্দ্র-ভাগান্ত গুণিন् (গুণী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	গুণী	গুণিনৌ	গুণিনঃ
দ্বিতীয়া	গুণিনম্	গুণিনৌ	গুণিনঃ
তৃতীয়া	গুণিনা	গুণিভ্যাম্	গুণিভিঃ
চতুর্থী	গুণিনে	গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
পঞ্চমী	গুণিনঃ	গুণিভ্যাম্	গুণিভ্যঃ
ষষ্ঠী	গুণিনঃ	গুণিনোঃ	গুণিনাম্
সপ্তমী	গুণিনি	গুণিনোঃ	গুণিন্যু
সংস্কৰণ	গুণিন্	গুণিনৌ	গুণিনঃ

দ্রষ্টব্য : হস্তিন (হস্তী), ধনিন (ধনী), শাখিন (বৃক্ষ), যশোরিন (যশোরী), মেধাবিন (মেধাবী) প্রভৃতি ইন ও বিন্দু প্রত্যয়ান্ত রূপ গুণিন শব্দের মত।

১৩। অস্ত-ভাগান্ত -বিদ্বস্ত (বিদ্বান)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বিদ্বান্	বিদ্বাংসৌ	বিদ্বাংসঃ
দ্বিতীয়া	বিদ্বাংসম্	বিদ্বাংসৌ	বিদুবঃ
তৃতীয়া	বিদুবা	বিদ্বদ্ভ্যাম্	বিদ্বদ্ভিঃ
চতুর্থী	বিদুবে	বিদ্বদ্ভ্যাম্	বিদ্বদ্ভ্যঃ
পঞ্চমী	বিদুবঃ	বিদ্বদ্ভ্যাম্	বিদ্বদ্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	বিদুবঃ	বিদুবোঃ	বিদুব্যাম্
সপ্তমী	বিদুবি	বিদুবোঃ	বিদ্বৎসু
সংস্কৰণ	বিদ্বন্	বিদ্বাংসৌ	বিদ্বাংস

দ্রষ্টব্য : অস্ত-প্রত্যয়ান্ত যাবতীয় পুঁজিঙ্গ শব্দের রূপই বিদ্বস্ত শব্দের ন্যায়।

ত্রীলিঙ্গ

১। আ-কারান্ত লতা

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	লতা	লতে	লতা
দ্বিতীয়া	লতাম্	লতে	লতাঃ
তৃতীয়া	লতয়া	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
চতুর্থী	লতায়ে	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
পঞ্চমী	লতায়াঃ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
ষষ্ঠী	লতায়াঃ	লতযোঃ	লতানাম্
সপ্তমী	লতায়াম্	লতযোঃ	লতাসু
সংশোধন	লতে	লতে	লতাঃ

দ্রষ্টব্য : আশা, ইচ্ছা, কন্যা, বীণা, দেবতা প্রভৃতি আ-কারান্ত ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ ‘লতা’ শব্দের মত। ‘অস্ম’ শব্দও ‘লতা’ শব্দের মত। কেবল সংশোধনের একবচনে ‘অস্ম’ হয়, এই ব্যতিক্রম।

২। ই-কারান্ত - মতি (বুদ্ধি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মতিঃ	মতী	মতয়ঃ
দ্বিতীয়া	মতিম্	মতী	মতীঃ
তৃতীয়া	মত্যা	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
চতুর্থী	মত্যে, মতয়ে	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
পঞ্চমী	মত্যাঃ, মতেঃ	মতিভ্যাম্	মতিভ্যঃ
ষষ্ঠী	মত্যাঃ, মতেঃ	মত্যোঃ	মতীনাম্
সপ্তমী	মত্যাম্, মতো	মত্যোঃ	মতিষ্঵
সংশোধন	মতে	মতী	মতয়ঃ

দ্রষ্টব্য : গতি, কীর্তি, ধূলি, জাতি, তিথি, নীতি প্রভৃতি যাবতীয় হুস্ত ই-কারান্ত ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ ‘মতি’ শব্দের মত।

৩। ই-কারান্ত - নদী

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	নদী	নদ্যো	নদ্যঃ
দ্বিতীয়া	নদীম্	নদ্যো	নদীঃ
তৃতীয়া	নদ্যা	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
চতুর্থী	নদ্যে	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
পঞ্চমী	নদ্যাঃ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
ষষ্ঠী	নদ্যাঃ	নদ্যোঃ	নদীনাম্
সপ্তমী	নদ্যাম্	নদ্যোঃ	নদীষ্঵
সংশোধন	নদি	নদ্যো	নদ্যঃ

দ্রষ্টব্য : গৌরী, সুন্দরী, রজনী, দেবী, পৃথিবী, নারী প্রভৃতি ই-কারান্ত ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ ‘নদী’ শব্দের মত।

ক্লীবলিঙ্গ

১। অ-কারান্ত- ফল

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ফলম্	ফলে	ফলানি
দ্বিতীয়া	ফলম্	ফলে	ফলানি
তৃতীয়া	ফলেন	ফলাভ্যাম্	ফলেঃ
চতুর্থী	ফলায়	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
পঞ্চমী	ফলাণ	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
ষষ্ঠী	ফলস্য	ফলযোঃ	ফলানাম্
সপ্তমী	ফলে	ফলযোঃ	ফলেযু
সংশোধন	ফল	ফলে	ফলেনি

দ্রষ্টব্য : বন, অরণ্য, দুঃখ, সুখ, জ্ঞান, পাপ, পুণ্য, পুত্রক, পত্ন, দুষ্ক, মাংস প্রভৃতি অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ ‘ফল’ শব্দের মত।

২। ই-কারান্ত-বারি (জল)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	বারি	বারিগী	বারিণি
দ্বিতীয়া	বারি	বারিগী	বারীণি
তৃতীয়া	বারিগা	বারিভ্যাম্	বারীভিঃ
চতুর্থী	বারিণে	বারিভ্যাম্	বারিভাঃ
পঞ্চমী	বারিণঃ	বারিভ্যাম্	বারিভ্যঃ
ষষ্ঠী	বারিণঃ	বারিগোঃ	বারিগাম্
সপ্তমী	বারিণি	বারিগোঃ	বারিযু
সংশোধন	বারে, বারি	বারিগী	বারীণি

দ্রষ্টব্য : অঙ্গ (চোখ), অঙ্গি (হাড়), দধি, সক্ষি (উরঃ) এ চারটি শব্দ ছাড়া যাবতীয় ই-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ ‘বারি’ শব্দের মত।

৩। উ-কারান্ত- মধু

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	মধু	মধুনী	মধুনি
দ্বিতীয়া	মধু	মধুনী	মধুনি
তৃতীয়া	মধুনা	মধুভ্যাম্	মধুভিঃ
চতুর্থী	মধুনে	মধুভ্যাম	মধুভ্যঃ
পঞ্চমী	মধুনঃ	মধুভ্যাম	মধুভ্যঃ
ষষ্ঠী	মধুনঃ	মধুনোঃ	মধুনাম
সপ্তমী	মধুনি	মধুনোঃ	মধুযু
সংশোধন	মধো, মধু	মধুনী	মধুনি

দ্রষ্টব্য : জানু (হাঁটু), অম্বু (জল), বস্তি, অঞ্চল, তালু, মরু প্রভৃতি শব্দ ‘মধু’ শব্দের মত।

৪। অন্ত- ভাগান্ত - কর্মন् (কাজ)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কর্ম	কর্মণী	কর্মণি
দ্বিতীয়া	কর্ম	কর্মণী	কর্মণি
তৃতীয়া	কর্মণা	কর্মভ্যাম্	কর্মভ্যঃ
চতুর্থী	কর্মণে	কর্মভ্যাম্	কর্মভ্যঃ
পঞ্চমী	কর্মণঃ	কর্মভ্যাম্	কর্মভ্যঃ
ষষ্ঠী	কর্মণঃ	কর্মণোঃ	কর্মণাম্
সপ্তমী	কর্মণি	কর্মণোঃ	কর্মসু
সর্বোধন	কর্ম, কর্মন्	কর্মণী	কর্মণি

দ্রষ্টব্য: চর্মন্ত (চামড়া), জন্মন্ত (জন্ম), বর্তন্ত (পথ) প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের রূপ 'কর্মন্' শব্দের মত।

৫। অস্ত- ভাগান্ত - পয়স্ত (জল, দুধ)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি
দ্বিতীয়া	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি
তৃতীয়া	পয়সা	পয়োভ্যাম্	পয়োভ্যঃ
চতুর্থী	পয়সে	পয়োভ্যাম্	পয়োভ্যঃ
পঞ্চমী	পয়সঃ	পয়োভ্যাম্	পয়োভ্যঃ
ষষ্ঠী	পয়সঃ	পয়সোঃ	পয়সাম্
সপ্তমী	পয়সি	পয়সোঃ	পয়ঃসু
সর্বোধন	পয়ঃ	পয়সী	পয়াংসি

দ্রষ্টব্য : অস্তস্ত (জল), উরস্ত (বক্ষ), তপস্ত (তপস্যা), তমস্ত (অঙ্ককার), ঘশস্ত (ঘশ), সরস্ত (সরোবর) প্রভৃতি শব্দের রূপ 'পয়স্ত' শব্দের তুল্য।

৬। উস্ত- ভাগান্ত- ধনুস্ত (ধনু)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ধনুঃ	ধনুষী	ধনুংষি
দ্বিতীয়া	ধনুঃ	ধনুষী	ধনুংষি
তৃতীয়া	ধনুষা	ধনুর্ভ্যাম্	ধনুর্ভ্যঃ
চতুর্থী	ধনুষে	ধনুর্ভ্যাম্	ধনুর্ভ্যঃ
পঞ্চমী	ধনুষঃ	ধনুর্ভ্যাম্	ধনুর্ভ্যঃ
ষষ্ঠী	ধনুষঃ	ধনুর্ষোঃ	ধনুষাম্
সপ্তমী	ধনুষি	ধনুর্ষোঃ	ধনুঃষু
সর্বোধন	ধনুঃ	ধনুষী	ধনুংষি

দ্রষ্টব্য : আয়ুস্ত, চক্ষুস্ত, বগুস্ত প্রভৃতি যাবতীয় উস্ত-ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ 'ধনুস্ত', শব্দের মত হয়।

সর্বনাম শব্দকল্প
১। সর্ব (সকল)
পুঁজিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্বঃ	সর্বো	সর্বে
দ্বিতীয়া	সর্বম্	সর্বো	সর্বান्
তৃতীয়া	সর্বেণ	সর্বাভ্যাম্	সর্বেঃ
চতুর্থী	সর্বশ্চে	সর্বাভ্যাম্	সর্বেভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্বশ্মাঃ	সর্বাভ্যাম্	সর্বেভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্বস্য	সর্বযোঃ	সর্বেষাম্
সপ্তমী	সর্বশিন্	সর্বযোঃ	সর্বেষু
সংখ্যাধন	সর্ব	সর্বো	সর্বে

স্তীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্বা	সর্বে	সর্বাঃ
দ্বিতীয়া	সর্বাম্	সর্বে	সর্বাঃ
তৃতীয়া	সর্বয়া	সর্বাভ্যাম্	সর্বাভিঃ
চতুর্থী	সর্বশ্চে	সর্বাভ্যাম্	সর্বাভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্বস্যাঃ	সর্বাভ্যাম্	সর্বাভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্বস্যাঃ	সর্বযোঃ	সর্বাসাম্
সপ্তমী	সর্বস্যাম্	সর্বযোঃ	সর্বাসু
সংখ্যাধন	সর্ব	সর্বে	সর্বাঃ

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সর্বম্	সর্বে	সর্বাণি
দ্বিতীয়া	সর্বম্	সর্বে	সর্বাণি
তৃতীয়া	সর্বেণ	সর্বাভ্যাম্	সর্বেঃ
চতুর্থী	সর্বশ্চে	সর্বাভ্যাম্	সর্বেভ্যঃ
পঞ্চমী	সর্বশ্মাঃ	সর্বাভ্যাম্	সর্বেভ্যঃ
ষষ্ঠী	সর্বস্য	সর্বযোঃ	সর্বেষাম্
সপ্তমী	সর্বশিন্	সর্বযোঃ	সর্বেষু
সংখ্যাধন	সর্ব	সর্বো	সর্বে

২। যদ্ (যে, যিনি, যা)

পুঁজিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যৎ	যৌ	যে
দ্বিতীয়া	যম্	যৌ	যান्
তৃতীয়া	যেন	যাভ্যাম্	যৈঃ
চতুর্থী	যষ্টৈ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
পঞ্চমী	যম্মাং	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্য	যযোঃ	যেবাম্
সপ্তমী	যশ্মিন्	যযোঃ	যেষু

ত্রীজিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যা	যে	যাঃ
দ্বিতীয়া	যাম্	যে	যাঃ
তৃতীয়া	যয়া	যাভ্যাম্	যাভিঃ
চতুর্থী	যষ্টৈ	যাভ্যাম্	যাভ্যঃ
পঞ্চমী	যস্যাঃ	যাভ্যাম্	যাভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্যাঃ	যযোঃ	যাসাম্
সপ্তমী	যস্যাম্	যযোঃ	যাসু

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	যৎ	যে	যানি
দ্বিতীয়া	যৎ	যে	যানি
তৃতীয়া	যেন	যাভ্যাম্	যৈঃ
চতুর্থী	যষ্টৈ	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
পঞ্চমী	যম্মাং	যাভ্যাম্	যেভ্যঃ
ষষ্ঠী	যস্য	যযোঃ	যেবাম্
সপ্তমী	যশ্মিন्	যযোঃ	যাসু

৩। তদ্ (সে, তিনি)

পুঁজিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সঃ	তো	তে
দ্বিতীয়া	তম্	তো	তান্

ତୃତୀୟା	ତେଣ	ତାଭ୍ୟାମ୍	ତୈଃ
ଚତୁର୍ଥୀ	ତୌସେ	ତାଭ୍ୟାମ୍	ତେଭ୍ୟଃ
ପଞ୍ଚମୀ	ତମ୍ଭାଣ୍ଠ	ତାଭ୍ୟାମ୍	ତେଭ୍ୟଃ
ସତୀ	ତସ୍ୟ	ତରୋଃ	ତେଷାମ୍
ସଞ୍ଚମୀ	ତଶିନ୍	ତରୋଃ	ତେଷୁ

ଦ୍ଵୀଲିଙ୍ଗ

ବିଭକ୍ତି	ଏକବଚନ	ଦ୍ଵିବଚନ	ବଢ଼ବଚନ
ଅର୍ଥମା	ସା	ତେ	ତାଃ
ଦ୍ଵିତୀୟା	ତାମ୍	ତେ	ତାଃ
ତୃତୀୟା	ତରା	ତାଭ୍ୟାମ୍	ତାଭ୍ୟଃ
ଚତୁର୍ଥୀ	ତୌସେ	ତାଭ୍ୟାମ୍	ତାଭ୍ୟଃ
ପଞ୍ଚମୀ	ତମ୍ଭାଣ୍ଠ	ତାଭ୍ୟାମ୍	ତାଭ୍ୟଃ
ସତୀ	ତସ୍ୟ	ତରୋଃ	ତେଷାମ୍
ସଞ୍ଚମୀ	ତଶିନ୍	ତରୋଃ	ତେଷୁ

କ୍ରୀବଲିଙ୍ଗ

ବିଭକ୍ତି	ଏକବଚନ	ଦ୍ଵିବଚନ	ବଢ଼ବଚନ
ଅର୍ଥମା	ତ୍ର୍ୟ	ତେ	ତାନି
ଦ୍ଵିତୀୟା	ତ୍ର୍ୟ	ତେ	ତାନି
ତୃତୀୟା	ତେଣ	ତାଭ୍ୟାମ୍	ତୈଃ
ଚତୁର୍ଥୀ	ତୌସେ	ତାଭ୍ୟାମ୍	ତେଭ୍ୟଃ
ପଞ୍ଚମୀ	ତମ୍ଭାଣ୍ଠ	ତାଭ୍ୟାମ୍	ତେଭ୍ୟଃ
ସତୀ	ତସ୍ୟ	ତରୋଃ	ତେଷାମ୍
ସଞ୍ଚମୀ	ତଶିନ୍	ତରୋଃ	ତେଷୁ

୪। ଇଦମ (ଏଇ)

ପୁରୁଲିଙ୍ଗ

ବିଭକ୍ତି	ଏକବଚନ	ଦ୍ଵିବଚନ	ବଢ଼ବଚନ
ଅର୍ଥମା	ଅଯମ୍	ଇମୋ	ଇମେ
ଦ୍ଵିତୀୟା	ଇମମ୍	ଇମୋ	ଇମାନ୍
ତୃତୀୟା	ଅନେନ	ଆଭ୍ୟାମ୍	ଏଭିଃ
ଚତୁର୍ଥୀ	ଅସ୍ମେ	ଆଭ୍ୟାମ୍	ଏଭ୍ୟଃ
ପଞ୍ଚମୀ	ଅମ୍ଭାଣ୍ଠ	ଆଭ୍ୟାମ୍	ଏଭ୍ୟଃ
ସତୀ	ଅସ୍ୟ	ଅନରୋଃ	ଏଷାମ୍
ସଞ୍ଚମୀ	ଅଶିନ୍	ଅନରୋଃ	ଏସୁ

স্তুলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ইয়ম্	ইমে	ইমাঃ
দ্বিতীয়া	ইমাম্	ইমে	ইমাঃ
ত্বর্তীয়া	অনয়া	আভ্যাম্	আভিঃ
চতুর্থী	অসৈ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্যাঃ	আভ্যাম্	আভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্যাঃ	অনয়োঃ	আসাম্
সপ্তমী	অস্যাম্	অনয়োঃ	আসু

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ইদম্	ইমে	ইমানি
দ্বিতীয়া	ইদম্	ইমে	ইমানি
ত্বর্তীয়া	অনেন	আভ্যাম্	এভিঃ
চতুর্থী	অশ্মে	আভ্যাম্	এভ্যঃ
পঞ্চমী	অস্মাঃ	আভ্যাম্	এভ্যঃ
ষষ্ঠী	অস্য	অনয়োঃ	এষাম্
সপ্তমী	অশ্মিন्	অনয়োঃ	এষু

৫। কিম্ব (কে, কি, কোন)

পুংলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কঃ	কৌ	কে
দ্বিতীয়া	কম্	কৌ	কান্
ত্বর্তীয়া	কেন	কাভ্যাম্	কৈঃ
চতুর্থী	কষ্মে	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
পঞ্চমী	কস্মাঃ	কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
ষষ্ঠী	কস্য	কয়োঃ	কেষাম্
সপ্তমী	কশ্মিন्	কয়োঃ	কেষু

স্তুলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	কা	কে	কাঃ
দ্বিতীয়া	কাম্	কে	কাঃ
ত্বর্তীয়া	কয়া	কাভ্যাম্	কাভিঃ

চতুর্থী	কস্যে
পঞ্চমী	কস্যাঃ
ষষ্ঠী	কস্যাঃ
সপ্তমী	কস্যাম্

কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
কাভ্যাম্	কাভ্যঃ
কয়োঃ	কাসাম্
কয়োঃ	কাসু

ক্লীবলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন
প্রথমা	কিম্
দ্বিতীয়া	কিম্
ত্রিতীয়া	কেন
চতুর্থী	কষ্মে
পঞ্চমী	কস্মাত্
ষষ্ঠী	কস্য
সপ্তমী	কশ্মিন्

দ্বিবচন	বহুবচন
কে	কানি
কে	কানি
কাভ্যাম্	কৈঃ
কাভ্যাম্	কেভ্যাঃ
কাভ্যাম্	কেভ্যঃ
কয়োঃ	কেযাম্
কয়োঃ	কেযু

৬। যুদ্ধদ্ব (তুমি, তুই) তিনি লিঙ্গেই সমান

বিভক্তি	একবচন
প্রথমা	তুম্
দ্বিতীয়া	তুম্, তু
ত্রিতীয়া	তুয়া
চতুর্থী	তুভ্যম্, তে
পঞ্চমী	তৃৎ
ষষ্ঠী	তব, তে
সপ্তমী	তৃয়ি

দ্বিবচন	বহুবচন
যুবাম্	যুয়ম্
যুবাম্, বাম্	যুদ্ধান্, বঃ
যুবাভ্যাম্	যুদ্ধাভিঃ
যুবাভ্যাম্, বাম্	যুদ্ধভ্যম্, বঃ
যুবাভ্যাম্	যুদ্ধৎ
যুবয়োঃ, বাম্	যুদ্ধাকম্ বঃ
যুবয়োঃ	যুদ্ধাসু

৭। অস্মদ্ব (আমি) তিনি লিঙ্গেই সমান

বিভক্তি	একবচন
প্রথমা	অহম্
দ্বিতীয়া	মাম্, মা
ত্রিতীয়া	ময়া
চতুর্থী	মহ্যম্, মে
পঞ্চমী	মৎ
ষষ্ঠী	মম, মে
সপ্তমী	ময়ি

দ্বিবচন	বহুবচন
আবাম্	আবম
আবাম্, নৌ	অস্মান্ নঃ
আবভ্যাম্	অস্মাভিঃ
আবভ্যাম্, নৌ	অস্মভ্যম্, নঃ
আবভ্যাম্	অস্মৎ
আবয়োঃ, নৌ	অস্মাকম্, নঃ
আবয়োঃ	অস্মাসু

সংখ্যাবাচক শব্দরূপ

১। এক- একবচনান্ত

বিভক্তি	পুঁলিঙ্গ	ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্রথমা	একঃ	একা	একম্
দ্বিতীয়া	একম্	একাম্	একম্
ত্রৃতীয়া	একেন	একম্যা	একেন
চতুর্থী	একষ্টে	একষ্ট্যে	একষ্ট্যে
পঞ্চমী	একস্মাত্	একস্ম্যাঃ	একস্মাত্
ষষ্ঠী	একস্য	একস্যাঃ	একস্য
সপ্তমী	একস্মিন्	একস্যাম্	একস্মিন্

২। দ্বি (দুই) দ্বিবচনান্ত

বিভক্তি	পুঁলিঙ্গ	ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্রথমা	দ্বৌ	দ্বে	দ্বে
দ্বিতীয়া	দ্বৌ	দ্বে	দ্বে
ত্রৃতীয়া	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
চতুর্থী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
পঞ্চমী	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্	দ্বাভ্যাম্
ষষ্ঠী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ
সপ্তমী	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ	দ্বয়োঃ

৩। ত্রি-(তিনি) বহুবচনান্ত

বিভক্তি	পুঁলিঙ্গ	ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্রথমা	ত্রিঃ	তিত্রিঃ	ত্রীণি
দ্বিতীয়া	ত্রীন्	তিত্রিঃ	ত্রীণি
ত্রৃতীয়া	ত্রিভিঃ	তিত্রিভিঃ	ত্রিভিঃ
চতুর্থী	ত্রিভ্যঃ	তিত্রিভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ
পঞ্চমী	ত্রিভ্যঃ	তিত্রিভ্যঃ	ত্রিভ্যঃ
ষষ্ঠী	ত্রয়াগাম্	তিত্রিণাম	ত্রয়াগাম্
সপ্তমী	ত্রিষু	তিত্রিষু	ত্রিষু

৪। চতুর্ব (চার) বহুবচনান্ত

বিভক্তি	পুঁলিঙ্গ	ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্রথমা	চতুরঃ	চতুপ্রঃ	চতুরি
দ্বিতীয়া	চতুরঃ	চতুপ্রঃ	চতুরি
ত্রৃতীয়া	চতুর্ভিঃ	চতুসৃভিঃ	চতুর্ভিঃ

চতুর্থী	চতুর্ভাঃ	চতস্তুভ্যাঃ	চতুর্ভ্যাঃ
পঞ্চমী	চতুর্ভ্যাঃ	চতস্তুভ্যাঃ	চতুর্ভ্যাঃ
ষষ্ঠী	চতুর্ণাম্	চতস্তুণাম্	চতুর্ণাম্
সপ্তমী	চতুর্ষু	চতস্তুষু	চতুর্ষু

নিত্য বহুবচনান্ত ও তিনি লিঙ্গেই সমান কয়েকটি সংখ্যাবাচক শব্দ

বিভক্তি	পঞ্চল (পাঁচ)	ষট্ (ছয়)	অষ্টন্ (আট)
প্রথমা	পঞ্চ	ষট্	অষ্ট, অষ্টো
দ্বিতীয়া	পঞ্চ	ষট্	অষ্ট, অষ্টো
তৃতীয়া	পঞ্চাভিঃ	ষড়ভিঃ	অষ্টভিঃ, অষ্টাভিঃ
চতুর্থ	পঞ্চভ্যাঃ	ষড়ভ্যাঃ	অষ্টভ্যাঃ, অষ্টাভ্যাঃ
পঞ্চমী	পঞ্চভ্যাঃ	ষড়ভ্যাঃ	অষ্টভ্যাঃ, অষ্টাভ্যাঃ
ষষ্ঠী	পঞ্চনাম্	ষণাম্	অষ্টানাম্
সপ্তমী	পঞ্চসু	ষট্সু	অষ্টসু, অষ্টাসু

দ্রষ্টব্য : পঞ্চল থেকে অষ্টাদশম পর্যন্ত শব্দগুলো বহুবচন এবং তিনি লিঙ্গেই সমান। অষ্টন্ ভিন্ন সপ্তন্ থেকে অষ্টাদশন্ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ পঞ্চল শব্দের মত। ত্রিংশৎ, চতুরিংশৎ, পঞ্চাশৎ প্রভৃতি শব্দ স্তুলিঙ্গ, কিন্তু এদের রূপ ভূত্তৎ শব্দের মত। শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ প্রভৃতি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও ফল শব্দের মত। বিংশতি, ষষ্ঠি, সপ্ততি, অশীতি, নবতি, কোটি প্রভৃতি শব্দ স্তুলিঙ্গ ও মতি শব্দের মত।

অনুশীলনী

- ১। সকল বিভক্তি ও বচনে ‘গো’ শব্দের রূপ লেখ।
- ২। ‘ভূত্তৎ’ শব্দের অর্থ কি ? ভূত্তৎ শব্দের অনুরূপ কয়েকটি শব্দের নাম উল্লেখ কর।
- ৩। গুণিন् শব্দের পূর্ণ রূপ লেখ।
- ৪। লতা শব্দের রূপ লেখ। লতা শব্দের অনুরূপ পাঁচটি শব্দের উল্লেখ কর।
- ৫। নির্দেশ অনুযায়ী শব্দরূপ লেখ:
 - (ক) ‘মহারাজ’ শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির একবচন।
 - (খ) ‘দাত্’ শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন।
 - (গ) ‘মাত্’ শব্দের দ্বয়া বিভক্তির বহুবচন।

- (ঘ) ‘বণিজ’ শব্দের ৭মী বিভক্তির বহুবচন।
- (ঙ) ‘সুহৃদ’ শব্দের ২য়া বিভক্তির বহুবচন।
- (ট) ‘রাজন’ শব্দের ৩য়া বিভক্তির একবচন।
- (ছ) ‘অস্মা’ শব্দের সম্মোধনের একবচন।
- (জ) ‘মতি’ শব্দের ২য়া বিভক্তির বহুবচন।
- (ঝ) ‘নদী’ শব্দের ৪র্থী বিভক্তির একবচন।
- (ঝঃ) ‘বারি’ শব্দের ১মা বিভক্তির দ্বিবচন।
- (ট) ‘কর্মন’ শব্দের ৭মী বিভক্তির একবচন।
- (ঠ) ‘গয়সৃ’ শব্দের ৩য়া বিভক্তির একবচন।
- (ড) ‘ধনুসৃ’ শব্দের ২য়া বিভক্তির বহুবচন।
- (ঢ) পুঁলিঙ্গে ‘সব’ শব্দের ১মা বিভক্তির বহুবচন।
- (ণ) পুঁলিঙ্গে ‘যদ’ শব্দের ৭মী বিভক্তির একবচন।
- (ত) পুঁলিঙ্গে ‘তদ’ শব্দের ৩য়া বিভক্তির একবচন।
- (থ) পুঁলিঙ্গে ‘কিম্’ শব্দের ১মা বিভক্তির বহুবচন।
- (দ) ‘অরণ্য’ শব্দের ১মা বিভক্তির একবচন।
- (ধ) ‘মধু’ শব্দের ৩য়া বিভক্তির একবচন।
- (ন) ‘সরস’ শব্দের ৭মী বিভক্তির একবচন।

৬। ‘অস্মদ’ শব্দের পূর্ণরূপ লেখ।

৭। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-

- (ক) ‘ভূগতি’ শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত ?
- (খ) ‘খত্তিজ’ শব্দ কোন্ লিঙ্গ ?
- (গ) ‘যোষিত’ শব্দ কোন্ লিঙ্গ ?
- (ঘ) ‘উপনিষদ’ শব্দ কোন্ প্রত্যয়ান্ত ?
- (ঙ) ‘মেধাবিন’ শব্দ কোন্ প্রত্যয়ান্ত ?
- (চ) অস্ম প্রত্যয়ান্ত একটি শব্দের নাম লেখ।

৮। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ত্রিতীয় পাঠ

ধাতুরূপ

পরিশেপণী

১। ভ- (হওয়া)

লট (বর্তমান কাল)

বচন	অথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উভয় পুরুষ
একবচন	ভবতি	ভবসি	ভবামি
দ্বিবচন	ভবতঃ	ভবথঃ	ভবাবঃ
বহুবচন	ভবন্তি	ভবথ	ভবামঃ

লোট (অনুজ্ঞা)

একবচন	ভবতু	ভব	ভবানি
দ্বিবচন	ভবতাম্	ভবতম্	ভবাব
বহুবচন	ভবন্ত	ভবত	ভবাম

লঙ্গ (অতীত কাল)

একবচন	অভবৎ	অভবঃ	অভবম্
দ্বিবচন	অভবতাম্	অভবতম্	অভবাব
বহুবচন	অভবন্	অভবত	অভবাম

বিধিলিঙ্গ (উচ্চিত্যার্থে)

একবচন	ভবেৎ	ভবেঃ	ভবেয়ম্
দ্বিবচন	ভবেতাম্	ভবেতম্	ভবেব
বহুবচন	ভবেয়ঃ	ভবেত	ভবেম

লৃট (ভবিষ্যৎ কাল)

একবচন	ভবিষ্যতি	ভবিষ্যসি	ভবিষ্যামি
দ্বিবচন	ভবিষ্যতঃ	ভবিষ্যথঃ	ভবিষ্যাবঃ
বহুবচন	ভবিষ্যন্তি	ভবিষ্যথ	ভবিষ্যামঃ

২। জি- (জয় করা)

লট (বর্তমান কাল)

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উভয় পুরুষ
একবচন	জয়তি	জয়সি	জয়ামি
দ্বিবচন	জয়তঃ	জয়থঃ	জয়াবঃ
বহুবচন	জয়ত্তি	জয়থ	জয়ামঃ
লোট (অনুজ্ঞা)			

একবচন	জয়তু	জয়	জয়ানি
দ্বিবচন	জয়তাম্	জয়তম্	জয়াব
বহুবচন	জয়ত্ত্ব	জয়ত	জয়াম

লঙ্ঘ (আতীত কাল)

একবচন	অজয়ৎ	অজয়ঃ	অজয়ম্
দ্বিবচন	অজয়তাম্	অজয়তম্	অজয়াব
বহুবচন	অজয়ন্ত	অজয়ত	অজয়াম

বিধিলিঙ্গ (উচিত্যার্থে)

একবচন	জয়েৎ	জয়ঃ	জয়েয়ম্
দ্বিবচন	জয়েতাম্	জয়েতম্	জয়েব
বহুবচন	জয়েয়ঃ	জয়েত	জয়েম

লৃট (ভবিষ্যৎ কাল)

একবচন	জেয়তি	জেয়সি	জেয়ামি
দ্বিবচন	জেয়তঃ	জেয়থঃ	জেয়াবঃ
বহুবচন	জেয়ত্তি	জেয়থ	জেয়ামঃ

৩। প্রচ্ছ (জিজ্ঞেস করা)

লট

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উভয় পুরুষ
একবচন	পৃচ্ছতি	পৃচ্ছসি	পৃচ্ছামি
দ্বিবচন	পৃচ্ছতঃ	পৃচ্ছথঃ	পৃচ্ছাবঃ
বহুবচন	পৃচ্ছত্তি	পৃচ্ছথ	পৃচ্ছামঃ

ଲୋଟ୍

ଏକବଚନ	ପୃତୁ	ପୃତ୍ତ	ପୃତ୍ତାନି
ଦ୍ଵିବଚନ	ପୃତ୍ତାମ	ପୃତ୍ତତମ	ପୃତ୍ତାବ
ବହୁବଚନ	ପୃତ୍ତଷ୍ଠ	ପୃତ୍ତତ	ପୃତ୍ତାମ

ଲଙ୍ଘ

ଏକବଚନ	ଅପୃତ୍ତ	ଅପୃତ୍ତ	ଅପୃତ୍ତମ
ଦ୍ଵିବଚନ	ଅପୃତ୍ତାମ	ଅପୃତ୍ତତମ	ଅପୃତ୍ତାବ
ବହୁବଚନ	ଅପୃତ୍ତନ	ଅପୃତ୍ତତ	ଅପୃତ୍ତାମ

ବିଧିଲଙ୍ଗ

ଏକବଚନ	ପୃତ୍ତେ	ପୃତ୍ତ	ପୃତ୍ତେଯମ
ଦ୍ଵିବଚନ	ପୃତ୍ତେତାମ	ପୃତ୍ତେତମ	ପୃତ୍ତେବ
ବହୁବଚନ	ପୃତ୍ତେଯୁଃ	ପୃତ୍ତେତ	ପୃତ୍ତେମ

ଲୃଟ୍

ଏକବଚନ	ଅକ୍ଷ୍ୟତି	ଅକ୍ଷ୍ୟସି	ଅକ୍ଷ୍ୟାମି
ଦ୍ଵିବଚନ	ଅକ୍ଷ୍ୟତଃ	ଅକ୍ଷ୍ୟଥଃ	ଅକ୍ଷ୍ୟାବଃ
ବହୁବଚନ	ଅକ୍ଷ୍ୟତି	ଅକ୍ଷ୍ୟଥ	ଅକ୍ଷ୍ୟାମଃ

୪। ହନ୍ (ହତ୍ୟା କରା)

ଲଟ୍

ବଚନ	ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ହତି	ହଂସି	ହନ୍ତି
ଦ୍ଵିବଚନ	ହତଃ	ହଥଃ	ହନ୍ତଃ
ବହୁବଚନ	ହତି	ହଥ	ହନ୍ତଃ

ଲୋଟ୍

ଏକବଚନ	ହସ୍ତ	ଜସି	ହନାନି
ଦ୍ଵିବଚନ	ହତାମ	ହତମ	ହନାବ
ବହୁବଚନ	ହସ୍ତ	ହତ	ହନାମ

ଲଙ୍ଘ

ଏକବଚନ	ଅହନ୍	ଅହନ୍	ଅହନ୍ମ
ଦ୍ଵିବଚନ	ଅହତାମ	ଅହତମ	ଅହବ
ବହୁବଚନ	ଅହସନ୍	ଅହତ	ଅହନ୍ତଃ

বিথিলঙ্গ

একবচন	হন্যাঃ	হন্যাঃ	হন্যাম্
দ্বিবচন	হন্যাতাম্	হন্যাতম্	হন্যাব
বহুবচন	হন্যঃ	হন্যাত	হন্যাম
		লৃট	
একবচন	হনিষ্যতি	হনিষ্যসি	হনিষ্যামি
দ্বিবচন	হনিষ্যতঃ	হনিষ্যথঃ	হনিষ্যাবঃ
বহুবচন	হনিষ্যত্তি	হনিষ্যথ	হনিষ্যামঃ

আত্মনেপদী

৫। সেব (সেবা করা)

লৃট

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উভয় পুরুষ
একবচন	সেবতে	সেবসে	সেবে
দ্বিবচন	সেবেতে	সেবেথে	সেবাবহে
বহুবচন	সেবত্তে	সেবব্বে	সেবামহে

লোট

একবচন	সেবতাম্	সেবৰ	সেবে
দ্বিবচন	সেবেতাম্	সেবেথাম্	সেবাবহে
বহুবচন	সেবত্তাম্	সেবব্বম্	সেবামহে

লঙ্গ

একবচন	অসেবত	অসেবথাঃ	অসেবে
দ্বিবচন	অসেবেতাম্	অসেবেথাম্	অসেবাবহি
বহুবচন	অসেবত্ত	অসেবব্বম্	অসেবামহি

বিথিলঙ্গ

একবচন	সেবেত	সেবেথাঃ	সেবেয়
দ্বিবচন	সেবেয়াতাম্	সেবেয়াথাম্	সেবেবহি
বহুবচন	সেবেয়েন্ন	সেবেয়ব্বম্	সেবেমহি

লট

একবচন	সেবিষ্যতে	সেবিষ্যসে	সেবিষ্যে
দ্বিবচন	সেবিষ্যেতে	সেবিষ্যেথে	সেবিষ্যাবহে
বহুবচন	সেবিষ্যত্তে	সেবিষ্যক্তে	সেবিষ্যামহে

৬। শী (শয়ন করা)

লট

বচন	গ্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উভয় পুরুষ
একবচন	শেতে	শেষে	শয়ে
দ্বিবচন	শয়াতে	শয়াথে	শেবহে
বহুবচন	শেরতে	শেষের	শেমহে

লোট

একবচন	শেতাম্	শেষ	শয়ে
দ্বিবচন	শয়াতাম্	শয়াথাম্	শয়াবহৈ
বহুবচন	শেরতাম্	শেধৰম্	শয়ামহৈ

লঙ্গ

একবচন	অশেত	অশেথাঃ	অশয়ি
দ্বিবচন	অশয়াতাম্	অশয়াথাম্	অশেবহি
বহুবচন	অশেরত	অশেধৰম্	অশেমহি

বিধিলিঙ্গ

একবচন	শয়ীত	শয়ীথাঃ	শয়ীয়
দ্বিবচন	শয়ীয়াতাম্	শয়ীয়াথাম্	শয়ীবহি
বহুবচন	শয়ীরত্ন	শয়ীধৰম্	শয়ীমহি

লট

একবচন	শয়িষ্যতে	শয়িষ্যসে	শয়িষ্যে
দ্বিবচন	শয়িষ্যেতে	শয়িষ্যেথে	শয়িষ্যাবহে
বহুবচন	শয়িষ্যত্তে	শয়িষ্যক্তে	শয়িষ্যামহে

৭। জন (জন্মাদ্ধত্ব করা)

লট

বচন	গ্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উভয় পুরুষ
একবচন	জায়তে	জায়সে	জায়ে

বিবচন	জায়েতে	জায়েথে	জায়াবহে
বহুবচন	জায়তে	জায়থে	জায়ামহে
লেট্			
একবচন	জায়তাম্	জায়স্ত	জায়ে
বিবচন	জায়েতাম্	জায়েথাম্	জায়াবহৈ
বহুবচন	জায়তাম্	জায়ধ্বম্	জায়ামহৈ
লঙ্গ			
একবচন	অজায়ত	অজায়থাঃ	অজায়ে
বিবচন	অজায়েতাম্	অজায়েথাম্	অজায়াবহি
বহুবচন	অজায়ত	অজায়ধ্বম্	অজায়ামহি
বিধিলিঙ্গ			
একবচন	জায়েত	জায়েথাঃ	জায়েব
বিবচন	জায়েয়াতাম্	জায়েয়াথাম্	জায়েবহী
বহুবচন	জায়েরণ্য	জায়েধ্বম্	জায়েমহি
লং			
একবচন	জনিষ্যতে	জনিষ্যসে	জনিষ্যে
বিবচন	জনিষ্যেতে	জনিষ্যেথে	জনিষ্যাবহে
বহুবচন	জনিষ্যতে	জনিষ্যেথে	জনিষ্যামহে

উভয়পদী ধাতু

৮। ভূজ- (রক্ষা করা, পালন করা)

পরাম্পেপদী

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উভয় পুরুষ
একবচন	ভূনতি	ভূনক্ষি	ভূনজ্ঞি
বিবচন	ভূঙ্ক্তঃ	ভূঙ্ক্তঃ	ভূঙ্গবঃ
বহুবচন	ভূঙ্গতি	ভূঙ্গথ	ভূঙ্গমঃ
লেট্			
একবচন	ভূনক্তু	ভূঙ্গিনি	ভূনজ্ঞানি
বিবচন	ভূঙ্গতাম্	ভূঙ্গতম	ভূনজ্ঞাব
বহুবচন	ভূঙ্গত	ভূঙ্গত	ভূনজ্ঞাম

লঙ্ঘ

একবচন	অভুনক্	অভুনক্	অভুনজম্
দ্বিবচন	অভুংতাম্	অভুংতম্	অভুং
বহুবচন	অভুঞ্জন्	অভুংত	অভুঞ্জা

বিধিলিঙ্গ

একবচন	ভুঞ্যাঃ	ভুঞ্যাঃ	ভুঞ্যাম্
দ্বিবচন	ভুঞ্যাতাম্	ভুঞ্যাতম্	ভুঞ্যাব
বহুবচন	ভুঞ্যঃ	ভুঞ্যাত	ভুঞ্যাম

লট

একবচন	ভোঞ্যতি	ভোঞ্যসি	ভোঞ্যামি
দ্বিবচন	ভোঞ্যতঃ	ভোঞ্যথঃ	ভোঞ্যাবঃ
বহুবচন	ভোঞ্যতি	ভোঞ্যথ	ভোঞ্যাম

ভুজ (খাওয়া, ভোগ করা)

আত্মনেপদী

লট

বচন	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উভয় পুরুষ
একবচন	ভুংক্তে	ভুংক্ষে	ভুং
দ্বিবচন	ভুংতে	ভুংখে	ভুংহে
বহুবচন	ভুংতে	ভুংখে	ভুংমহে

লোট

একবচন	ভুংক্তাম্	ভুংশ্চ	ভুনজৈ
দ্বিবচন	ভুংতাম্	ভুংখাম্	ভুনজাবহৈ
বহুবচন	ভুংতাম্	ভুংখবম্	ভুনজামহৈ

লঙ্ঘ

একবচন	অভুংত	অভুংখাঃ	অভুং
দ্বিবচন	অভুংতাম্	অভুংখাথাম্	অভুংবহি
বহুবচন	অভুংত	অভুংখবম্	অভুংমহি

ବିଧିଲିଙ୍ଗ

ଏକବଚନ	ଭୁଣ୍ଡିତ	ଭୁଣ୍ଡିଥାଃ	ଭୁଣ୍ଡିଯ
ଦିବଚନ	ଭୁଣ୍ଡିଯାତାମ୍	ଭୁଣ୍ଡିଯାଥାମ୍	ଭୁଣ୍ଡିବହି
ବହୁବଚନ	ଭୁଣ୍ଡିରନ୍	ଭୁଣ୍ଡିରମ୍	ଭୁଣ୍ଡିମହି

ଲ୍ଲଟ

ଏକବଚନ	ତୋକ୍ଷ୍ୟତେ	ତୋକ୍ଷ୍ୟସେ	ତୋକ୍ଷ୍ୟେ
ଦିବଚନ	ତୋକ୍ଷ୍ୟେତେ	ତୋକ୍ଷ୍ୟେଥେ	ତୋକ୍ଷ୍ୟାବହେ
ବହୁବଚନ	ତୋକ୍ଷ୍ୟତେ	ତୋକ୍ଷ୍ୟରେ	ତୋକ୍ଷ୍ୟାମହେ

ଉତ୍ତରପଦୀ

୯। ଶ୍ରୀ- (ଅନ୍ୟ କରା)

ପରମୈପଦୀ

ଲ୍ଲଟ

ବଚନ	ଅଥମ ପୁରୁଷ	ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ	ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ
ଏକବଚନ	ଶ୍ରୀଗାତି	ଶ୍ରୀଗାସି	ଶ୍ରୀଗାମି
ଦିବଚନ	ଶ୍ରୀଗୀତଃ	ଶ୍ରୀଗୀଥଃ	ଶ୍ରୀଗୀବଃ
ବହୁବଚନ	ଶ୍ରୀଗଞ୍ଜି	ଶ୍ରୀଗୀଥ	ଶ୍ରୀଗୀମଃ

ଲୋଟ

ଏକବଚନ	ଶ୍ରୀଗାତୁ	ଶ୍ରୀଗୀହି	ଶ୍ରୀଗାମି
ଦିବଚନ	ଶ୍ରୀଗାତାମ୍	ଶ୍ରୀଗୀତମ୍	ଶ୍ରୀଗାବ
ବହୁବଚନ	ଶ୍ରୀଗଞ୍ଜ	ଶ୍ରୀଗୀତ	ଶ୍ରୀଗାମ

ଲ୍ଲଙ୍ଘ

ଏକବଚନ	ଅଶ୍ରୀଗାଃ	ଅଶ୍ରୀଗାଃ	ଅଶ୍ରୀଗାମ୍
ଦିବଚନ	ଅଶ୍ରୀଗୀତାମ୍	ଅଶ୍ରୀଗୀତମ୍	ଅଶ୍ରୀଗୀବ
ବହୁବଚନ	ଅଶ୍ରୀଗନ୍	ଅଶ୍ରୀଗୀତ	ଅଶ୍ରୀଗୀମ

ବିଧିଲିଙ୍ଗ

ଏକବଚନ	ଶ୍ରୀଗୀଯାଃ	ଶ୍ରୀଗୀରାଃ	ଶ୍ରୀଗୀଯାମ୍
ଦିବଚନ	ଶ୍ରୀଗୀଯାତାମ୍	ଶ୍ରୀଗୀରାତମ୍	ଶ୍ରୀଗୀଯାବ
ବହୁବଚନ	ଶ୍ରୀଗୀଯୁଃ	ଶ୍ରୀଗୀଯାତ	ଶ୍ରୀଗୀଯାମ

একবচন
দ্বিবচন
বহুবচন

ক্রেষ্যাতি
ক্রেষ্যাতঃ
ক্রেষ্যাতি

ক্রেষ্যসি
ক্রেষ্যথঃ
ক্রেষ্যথ

ক্রেষ্যামি
ক্রেষ্যাবঃ
ক্রেষ্যামঃ

আত্মনেপদী

বচন
একবচন
দ্বিবচন
বহুবচন

প্রথম পুরুষ
ক্রীগীতে
ক্রীগাতে
ক্রীগতে

মধ্যম পুরুষ
ক্রীগীয়ে
ক্রীগাথে
ক্রীগীর্বে

উভয় পুরুষ
ক্রীণে
ক্রীণাবহে
ক্রীণামহে

লোট্

একবচন
দ্বিবচন
বহুবচন

ক্রীগীতাম্
ক্রীগীতাম্
ক্রীগীতাম্

ক্রীগীয়
ক্রীগীথাম্
ক্রীগীধ্বম্

ক্রীণে
ক্রীণাবহে
ক্রীণামহে

লঙ্গ

একবচন
দ্বিবচন
বহুবচন

অক্রীণীত
অক্রীণাতাম্
অক্রীণত

অক্রীণীথাঃ
অক্রীণাথাম্
অক্রীণীধ্বম্

অক্রীণি
অক্রীণীবহি
অক্রীণমহি

বিধিলিঙ্গ

একবচন
দ্বিবচন
বহুবচন

ক্রীণিত
ক্রীণিয়াতাম্
ক্রীণির্বন্

ক্রীণীথাঃ
ক্রীণীয়াথাম্
ক্রীণীধ্বম্

ক্রীণীয়
ক্রীণীবহি
ক্রীণীমহি

লৃট

একবচন
দ্বিবচন
বহুবচন

ক্রেষ্যতে
ক্রেষ্যেতেঃ
ক্রেষ্যত্তে

ক্রেষ্যসে
ক্রেষ্যেথে
ক্রেষ্যত্তে

ক্রেষ্যে
ক্রেষ্যাবহে
ক্রেষ্যামহে

অনুশীলনী

- ১। সকল পুরুষ ও বচনে ভূ-ধাতুর 'লোট' বিভক্তির রূপ লেখ ।
- ২। 'লঙ্গ' বিভক্তিতে জি-ধাতুর রূপ লেখ ।
- ৩। 'লৃট' বিভক্তিতে থচ্ছ- ধাতুর রূপ লেখ ।
- ৪। 'বিধিলিঙ্গ' বিভক্তিতে হন- ধাতুর রূপ লেখ ।

- ৫। 'লট' বিভক্তিতে সেব-ধাতুর রূপ লেখ ।
- ৬। শী-ধাতুর 'লোট' বিভক্তিতে প্রথমপূর্ববের রূপ লেখ ।
- ৭। জন- ধাতুর 'লঙ্গ' বিভক্তিতে উভমপূর্ববের রূপ লেখ ।
- ৮। পরশ্মেপদে ভূজ- ধাতুর 'লট' বিভক্তিতে প্রথমপূর্ববের রূপ লেখ ।
- ৯। আত্মনেপদে ভূজ- ধাতুর 'লঙ্গ' বিভক্তিতে উভমপূর্ববের রূপ লেখ ।

১০। নির্দেশ অনুযায়ী ধাতুরূপ লেখ :

- (ক) 'বিধিলিঙ্গ' বিভক্তিতে ভূ-ধাতুর প্রথমপূর্ববের বহুবচন ।
- (খ) 'লট' বিভক্তিতে জি -ধাতুর উভমপূর্ববের একবচন ।
- (গ) 'লঙ্গ' বিভক্তিতে প্রচ্ছ- ধাতুর উভমপূর্ববের দ্বিবচন ।
- (ঘ) 'লট' বিভক্তিতে হন-ধাতুর উভমপূর্ববের একবচন ।
- (ঙ) 'লোট' বিভক্তিতে সেব- ধাতুর মধ্যমপূর্ববের একবচন ।
- (চ) 'বিধিলিঙ্গ' বিভক্তিতে শী-ধাতুর প্রথমপূর্ববের বহুবচন ।
- (ছ) 'লট' বিভক্তিতে জন-ধাতুর উভমপূর্ববের একবচন ।
- (জ) আত্মনেপদে ভূজ- ধাতুর 'লট' বিভক্তির মধ্যমপূর্ববের একবচন ।
- (ঝ) পরশ্মেপদে জ্ঞি- ধাতুর 'লোট' বিভক্তির প্রথমপূর্ববের একবচন ।

১১। উক্ত উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) সেব-ধাতুর 'লট' বিভক্তিতে ১ম পূর্ববের বহুবচন—
 - (১) সেবিষ্যতে
 - (২) সেবিষ্যত্তে
 - (৩) সেবিষ্যে
 - (৪) সেবতে
- (খ) শী-ধাতু—
 - (১) আত্মনেপদী
 - (২) পরশ্মেপদী
 - (৩) পরাত্মাপদী
 - (৪) উভয়পদী
- (গ) 'বিধিলিঙ্গ' বিভক্তিতে জন- ধাতুর উভমপূর্ববের একবচনের রূপ—
 - (১) জায়েয়
 - (২) জয়েয়
 - (৩) জায়তে
 - (৪) জায়তু
- (ঘ) ভূজ-ধাতু—
 - (১) উভয়পদী
 - (২) পরশ্মেপদী
 - (৩) আত্মনেপদী
 - (৪) পরাত্মপদী
- (ঙ) 'লট' বিভক্তিতে পরশ্মেপদে জ্ঞি-ধাতুর উভমপূর্ববের একবচন রূপ—
 - (১) কেষ্যতি
 - (২) ক্রেষ্যসি
 - (৩) কেষ্যতৎ
 - (৪) ক্রেষ্যামি

চতুর্থ পাঠ

সন্ধি

(ক) সন্ধির সংজ্ঞা:

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বর্ণের পরম্পর মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন- হিম + আলয়ঃ = হিমালয়ঃ। এখানে ‘হিম’ শব্দের অস্থিত ‘অ’ এবং ‘আলয়ঃ’ শব্দের পূর্বস্থিত ‘আ’ মিলিত হয়ে ‘আ’ হয়েছে। সন্ধির অপর নাম ‘সংহিতা’।

(খ) সন্ধির কার্যাবলি :

সন্ধির ফলে কখনও পূর্ববর্ণ বিকৃত হয়, কখনও পরবর্ণ বিকৃত হয়, কখনও উভয় বণ্ণই বিকৃত হয়, কখনও পূর্ববর্ণের লোপ হয় এবং কখনও বা পরবর্ণের লোপ হয়।

(গ) সন্ধির অপরিহার্যতার ক্ষেত্র :

একপদে, উপসর্গ ও ধাতু -গঠিত শব্দের সাথে, সমাসে, সূত্রে ও শ্লোকে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য।

(ঘ) সন্ধির শ্রেণিবিভাগ:

সন্ধি তিন ধর্মাবলী - স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।

১। **স্বরসন্ধি:** স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। এর অন্য নাম ‘অচ’ সন্ধি। যেমন—

অ + ই = এ

দে + ইন্দ্ৰঃ = দেবেন্দ্ৰঃ

অ + উ = ঊ

থন্ধ + উত্তৱম् = থঞ্চুত্তৱম্

২। **ব্যঞ্জনসন্ধি :** ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। ব্যঞ্জনসন্ধির অন্য নাম ‘হল’ সন্ধি। যেমন—

ত + হ = ত্ব

উৎ + হতঃ = উদ্বতঃ

ক + ট্ট = ক্তী

বাক্ত + ট্টিশঃ = বাগীশঃ

৩। **বিসর্গসন্ধি :** বিসর্গের সাথে স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন—

ঃ + চ = খঃ

কঃ + চিঃ = কশ্চিঃ

ঃ + অ = রঃ

হরিঃ + অসৌ = হরিরসৌ

স্বরসঙ্গি বা 'অচ' সঙ্গি

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার অথবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা-

অ + অ = আ

নীল + অবরম = নীলাবরম

অ+আ = আ

হিম + আলয় = হিমালয়ঃ

আ+অ = আ

বিদ্যা + অর্ণবঃ = বিদ্যার্ণবঃ

আ + আ = আ

মহা + আশয়ঃ = মহাশয়ঃ

২। ত্রিপ্ল ই-কার বা দীর্ঘ ই-কারের পর ত্রিপ্ল ই-কার কিংবা দীর্ঘ ই-কার থাকলে উভয় মিলে দীর্ঘ ই-কার হয়। দীর্ঘ ই-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ই + ই = ঈ

কবি + ইন্দ্ৰঃ = কবীন্দ্ৰঃ

ই + ঈ = ঈ

গিরি + ঈশঃ = গিরীশঃ

ঈ + ই = ঈ

মহী + ইন্দ্ৰঃ = মহীন্দ্ৰঃ

ঈ + ঈ = ঈ

লক্ষ্মী + ঈশঃ = লক্ষ্মীশঃ

৩। ত্রিপ্ল উ-কার কিংবা দীর্ঘ উ-কারের পর ত্রিপ্ল উ-কার কিংবা দীর্ঘ উ-কার থাকলে উভয় মিলে দীর্ঘ উ-কার হয়। দীর্ঘ-উ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা-

উ + উ = উ

বিশু + উদয় = বিশুদয়ঃ

উ + উ = উ

লযু + উর্মি = লযুর্মিঃ

উ + উ = উ

বধু + উৎসবঃ = বধুৎসবঃ

উ + উ = উ

ভূ + উর্ধ্ম = ভূর্ধ্ম

৪। অ- কার কিংবা আ-কারের পর ত্রিপ্ল ই-কার কিংবা দীর্ঘ ই-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা-

অ + ই = এ

দেব + ইন্দ্ৰঃ = দেবেন্দ্ৰঃ

আ + ই = এ

মহা + ইন্দ্ৰঃ = মহেন্দ্ৰ

অ + ঈ = এ

গণ + ঈশঃ = গণেশঃ

আ + ঈ = এ

রমা + ঈশঃ = রমেশঃ

৫। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ত্রিপ্ল উ- কার কিংবা দীর্ঘ উ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা-

অ + উ = ও

সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ

আ + উ = ও

গঙ্গা + উদকম = গঙ্গোদকম

অ + উ = ও

গৃহ + উর্ধ্ম = গৃহোর্ধ্ম

আ + উ = ও

গঙ্গা + উর্মিঃ = গঙ্গোর্মিঃ

৬। অ-কার কিংবা আ-কারের পর খ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অৱ' হয়। অ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় ও বু
রেফ (') হয়ে পরবর্তীর মন্তকে ঘায়। যথা-

অ + খ = অৱ

দেব + খধিৎ = দেবধিৎ

আ + খ = অৱ

মহা + খধিৎ = মহধিৎ

৭। অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। ঐ-কার
পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা-

অ + এ = ঐ

এক + একম্ = একেকম্

আ + এ = ঐ

সদা + এব = সদৈব

অ + ঐ = ঐ

মত + ঐক্যম্ = মতৈক্যম্

আ + ঐ = ঐ

মহা + ঐশ্বর্যম্ = মহৈশ্বর্যম্

৮। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। ঔ-কার
পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা-

অ + ও = ঔ

জল + ওঘৎ = জলৌঘৎ

আ + ও = ঔ

মহা + ওঘধিৎ = মহৌঘধিৎ

অ + ঔ = ঔ

গত + ওৎসুক্যম্ = গতৌৎসুক্যম্

আ + ঔ = ঔ

মহা + ঔদার্যম্ = মহৌদার্যম্

৯। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকলে অর্থাৎ ই-কার বা দীর্ঘ ই-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই-কার বা
ই-কার স্থানে য় হয়। য় পূর্ববর্ণে এবং পরবর্তী স্বর য-কারে যুক্ত হয়। যথা-

ই + অ = ই স্থানে য়

যদি + অপি = যদ্যপি

ই + আ = ই স্থানে য়

অতি + আচারঃ = অত্যাচারঃ

ই + উ = ই স্থানে য়

অভি + উদয়ঃ = অভুদয়ঃ

ই + এ = ই স্থানে য়

প্রতি + একম্ = প্রত্যেকম্

ই + অ = ই স্থানে য়

নদী + অমু = নদ্যমু

১০। ত্রুটি উ-কার কিংবা দীর্ঘ উ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে উ বা উ-কার স্থানে ব্য় হয়। ব্য় পূর্ববর্ণে
ও পরবর্তী স্বরবর্ণ ব-কারে যুক্ত হয়। যথা-

উ + অ = উ স্থানে ব্য়

অনু + অঘঃ = অঘঘঃ

উ + আ = উ স্থানে ব্য়

সু+ আগতম্ = স্বাগতম্

উ + ই = উ স্থানে ব্য়

মধু + ইদম্ = মধিদম্

উ + এ = উ স্থানে ব্য়

অন + এষণম্ = অবেষণম্

উ + আ = উ স্থানে ব্য়

বধু + আদিঃ = বধ্যাদিঃ

১১। ঝি ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে ‘ঝ’ স্থানে ‘ঝ’ হয়। ঝ, র-ফলা হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর র-ফলাযুক্ত বর্ণের সাথে মিলিত হয়। যথা-

ঝ + অ = ঝ স্থানে র

পিত্ + অনুমতিঃ = পিত্রনুমতিঃ

ঝ + আ = ঝ স্থানে র

পিত্ + আদেশঃ = পিত্রাদেশঃ

ঝ + ই = ঝ স্থানে র

পিত্ + ইচ্ছা = পিত্রিচ্ছা

১২। স্বরবর্ণ পরে থাকলে পদান্তে অবস্থিত এ-কার স্থানে ‘অয়’, ঐ-কার স্থানে ‘আয়’, ও-কার স্থানে ‘অব্’ এবং ঐ-কার স্থানে ‘আব্’ হয়। যথা-

এ + অ = এ স্থানে অয়

শে + অনম् = শয়নম্

ঐ + অ = এ স্থানে আয়

গৈ + অকঃ = গায়কঃ

ও + অ = ও স্থানে অব্

পো + অনঃ = পবনঃ

ঐ + ই = এ স্থানে আব্

নৌ + ইকঃ = নাবিকঃ

ব্যজনসন্ধি বা ‘হল্’ সন্ধি

১। যদি ত্ ও দ্ এর পরে চ বা ছ থাকে, তবে ত্ ও দ্ স্থানে চ হয়। যেমন-

ত + চ = চ

উৎ + চারণম্ = উচ্চারণম্

দ + চ = চ

বিপদ + চয়ঃ = বিপচ্চয়ঃ

ত + ছ = ছ

মহৎ+ ছেম্ = মহচ্ছেম্

দ + ছ = ছ

তদ্ + ছবিঃ = তচ্ছবিঃ

২। যদি ত্ ও দ্ এর পরে জ বা ঝ থাকে, তবে ত্ ও দ্ স্থানে জ হয়। যেমন-

ত + জ = জ

উৎ+ জ্ঞানম্ = উজ্ঞানম্

ত + ঝ = ঝ

কুৎ + ঝটিকা = কুঝটিকা

দ + জ = জ

বিপদ + জালম্ = বিপজ্জালম্

দ + ঝ = ঝ

তদ্ + ঝন্তকারঃ = তঝন্তকারঃ

৩। পদান্তে অবস্থিত ত্ এর পর যদি হ থাকে, তবে ত্ স্থানে দ্ এবং হ স্থানে ধ হয়। যেমন-

ত + হ = হ

উৎ + হারঃ = উদ্বারঃ

দ + হ = হ

তদ্ + হিতম্ = তদ্বিতম্

৪। চ-কার কিংবা জ-কারের পর যদি দস্ত্য-ন থাকে তবে দস্ত্য-ন স্থানে এঁ হয়। যেমন-

চ + ন = চেঁ

যাচ + না = যাচেঁনা

জ + ন = জেঁ

যজ্ঞ + নন = যজ্ঞেঁন

৫। ল পরে থাকলে ত্ ও দৃ স্থানে ল হয়। যেমন-

ত্ + ল = ত্ল

উৎ + লাসঃ = উল্লাসঃ

ত্ + ল = ত্ল

উৎ + লেখঃ = উল্লেখঃ

৬। স্বরবর্ণ পরে থাকলে ত্রুষ্মুরের পরবর্তী পদের অন্তিম ন-কারে দ্বিত হয়। যেমন-

ধাৰন् + অশ্বঃ = ধাৰনশ্বঃ

কশ্মিন् + অপি = কশ্মিন্নপি

তশ্মিন্ + এব = তশ্মিন্নেব

হসন্ + আগতঃ = হসন্নাগতঃ

৭। স্পর্শবর্ণ (ক-ম) পরে থাকলে পদের অন্তিম ম স্থানে অনুস্থার (ঐ) হয় অথবা যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, সে বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন-

ধনম্ + দেহি = ধনংদেহি, ধনন্দেহি

পুল্পম্ + চিনোতি = পুল্পং চিনোতি, পুল্পাখিনোতি

চন্দ্রম্ + পশ্যতি = চন্দ্রং পশ্যতি, চন্দ্রস্পশ্যতি

৮। অতঃহ বর্ণ (ঘ, ঘ, ল, ব) বা উত্তৰবর্ণ (শ, শ, স) পরে থাকলে পদান্তে অবস্থিত ম স্থানে অনুস্থার হয়।
যেমন-

দ্রুতম্ + যাতি = দ্রুতং যাতি

বিদ্যাম্ + লভতে = বিদ্যাং লভতে

শ্যয়ায়াম্ + শেতে = শ্যয়ায়াং শেতে

ভারম্ + বহতি = ভারং বহতি

৯। ত-এর পর তালব্য শ থাকলে ত স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ হয়। যেমন-

উৎ + শ্বাসঃ = উচ্ছ্বাসঃ

তৎ+ শৃঙ্গা = তচ্ছৃঙ্গা

১০। যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ অথবা ঘ, ঘ, ল, ব, হ পরে থাকে, তবে পদের অন্তিম ক স্থানে গ, চ স্থানে জ, ট স্থানে ড এবং প স্থানে ব হয়। যেমন-

দিক্ + গজঃ = দিগ্গজঃ

বাক + দৈশঃ = বাগীশঃ

দিক্ + ভাগঃ = দিগ্ভাগঃ

ধিক্ + যাচকম্ = ধিগ্যাচকম্

বাক + রোধঃ = বাগ্রোধঃ

ধিক্ + লোভিনম্ = ধিগ্লোভিনম্

খক্ + বেদঃ = খগ্বেদঃ

দিক্ + হস্তী = দিগ্হস্তী

গিচ্ + অন্তঃ = গিজন্তঃ

অগ্ + ঘটঃ = অব্ঘটঃ

- ১১। যদি ছ পরে থাকে তবে স্বরবর্ণের পরে ছ আগম হয় এবং ছ ও ছ মিলিত তাবে 'ছ' হয়। যেমন-
বি + ছেদঃ = বিছেদঃ
পরি + ছেদঃ = পরিছেদঃ
- ১২। ক ধাতু নিষ্পত্তি শব্দ পরে থাকলে সম শব্দের ম স্থানে অনুস্থার হয় এবং স-কার আগম হয়। যেমন-
সম + কারঃ = সংস্কারঃ
সম + কৃতঃ = সংস্কৃতঃ
- ১৩। 'উৎ' উপসর্গের পরিস্থিতি 'স্থা' ও তত্ত্ব ধাতু 'স' লোগ পায়। যেমন-
উৎ + স্থানম = উথানম
উৎ + স্থিতঃ = উথিতঃ

বিসর্গ সংক্ষি

- ১। বিসর্গের পরে ছ কিংবা ছ থাকলে বিসর্গের স্থানে শ; ট কিংবা ট পরে থাকলে বিসর্গের স্থানে ষ এবং
ত কিংবা থ পরে থাকলে বিসর্গের স্থানে স হয়। যথা-
- | | |
|------------|---------------------------------|
| ঃ + চ = শচ | পূর্ণঃ + চন্দ্ৰঃ = পূর্ণচন্দ্ৰঃ |
| ঃ + ছ = শছ | মুনেঃ + ছাত্রাঃ = মুনেশ্বাত্রাঃ |
| ঃ + ট = ষট | ধনুঃ + টঙ্কারঃ = ধনুষ্টঙ্কারঃ |
| ঃ + ত = ষত | উদিতঃ + তপনঃ = উদিততপনঃ |
- ২। অ-কারের পরিস্থিতি স- জাত বিসর্গের পর অ-কার থাকলে পূর্ব অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলে ও-কার
হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের অ-কারের লোগ হয় ও লুঙ্গ অ-কারের একটি '২' চিহ্ন
দিতে হয়। যথা-
- | |
|----------------------|
| নরঃ + অয়ম = নরো২য়ম |
| সঃ + অহম = সোহৃ২ম |
- ৩। বর্গের ত্তীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ অথবা য, র, ল, ব ও হ পরে থাকলে অ-কার ও আ-কারের পরিস্থিতি
স-জাত বিসর্গ উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা-
- | |
|--|
| শান্তঃ + গজঃ = শান্তোগজঃ, ভগ্নঃ + ঘটঃ = ভগ্নোঘটঃশিরঃ + মণিঃ = শিরোমণিঃ, বীরঃ + যোদ্ধা
= বীরোযোদ্ধা, লোহিতঃ + রবিঃ = লোহিতোরবিঃ, কৃতঃ + লোভঃ = কৃতোলোভঃ। শীতল + বায়ুঃ
= শীতলোবায়ুঃ, ভীতঃ + হরিণঃ = ভীতোহরিণঃ। |
|--|
- ৪। স্বরবর্ণ, বর্গের ত্তীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ অথবা, য, র, ল, ব, হ পরে থাকলে অ, আ, ভিন্ন স্বরবর্ণের
পরিস্থিতি বিসর্গের স্থানে র হয়। পরম্পর ঐ র-কারে যুক্ত হয়। কিন্তু পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে ঐ র রেফ
() হয়ে তার মন্তকে যায়। যথা-

হরিঃ + অসৌ = হরিরসৌ

সাধুঃ + অয়ম् = সাধুরয়ম্

রবেঃ + উদয়ঃ = রবেরুদয়ঃ

গুরোঃ + গুরুর আদেশঃ = গুরোরাদেশঃ

বাযুঃ + বাতি = বাযুবাতি

হরিঃ + যাতি = হরিযাতি

শিশঃ + হসতি = শিশুরসতি

মুহঃ + মুহঃ = মুহুর্মুহঃ

৫। কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ পরে থাকলে নমঃ, তিরঃ ও পুরঃ এই অব্যয় তিনটির বিসর্গ স্থানে দণ্ডা-স হয়।

নমঃ + কারঃ = নমকারঃ

তিরঃ + কারঃ = তিরকারঃ

পুরঃ + কারঃ = পুরকারঃ

পুরঃ + কৃত্য = পুরকৃত্য

অনুশীলনী

১। সঙ্গি কাকে বলে? সঙ্গি কত ধর্কার ও কী কী? প্রত্যেক ধর্কারের দুটি করে উদাহরণ দাও।

২। সঙ্গির কার্যাবলি লেখ।

৩। কোন্ কোন্ স্থানে সঙ্গি অবশ্য কর্তব্য?

৪। সঙ্গি বিচ্ছেদ কর:

মহাশয়ঃ, গিরীশঃ, লঘুর্মিতি, সূর্যোদয়ঃ, মতেক্যম্, অত্যাচারঃ, স্বাগতম, নাবিকঃ, উদ্বারঃ, ধাবনশঃ, উচ্ছ্঵াসঃ, যজঃ, উল্লাস, সংস্কৃতঃ, পূর্ণক্ষন্দঃ, শিরোমণিঃ, গুরোরাদেশঃ, নমকারঃ।

৫। সঙ্গি কর:

কঃ + চিৎ

বিদ্যা + অণ্ঠবঃ

গঙ্গা + উদকম্

জল + ওদ্ধ

অভি + উদয়

অনু + এষণম্

উৎ + জ্বলম্

তদ্ + হিতম্

তপ্তিম্ + এব

তৎ + শ্রত্বা

পরি + ছেদঃ

উৎ+ স্থিতঃ

মনঃ + হরঃ

হরিঃ + অসৌ

তিরঃ + কারঃ

৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) সঙ্গির অপর নাম কী?

(খ) স্বরসঙ্গির অন্য নাম কী?

(গ) কোন্ সঙ্গিকে হল্ সঙ্গি বলা হয়?

(ঘ) স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'ঐ' স্থানে কি হয়?

(ঙ) 'উৎ' উপসর্গের পরিস্থিত 'হা' -ধাতুর সং কি হয়?

(চ) চ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে কি হয়?

(ছ) ল্ পরে থাকলে ত স্থানে কি হয়?

୭। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟିର ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦାଓ :

(କ) ‘ହିମାଲୟଃ’ ପଦେର ସଞ୍ଚି ବିଶେଷ-

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (୧) ହିମା + ଆଲୟଃ | (୨) ହିମ + ଆଲୟଃ |
| (୩) ହିମ + ଆଲୟଃ | (୪) ହିମା + ଆଲୟଃ |

(ଘ) ‘ପ୍ରତ୍ୟେକମ୍’ ପଦେର ସଞ୍ଚି ବିଶେଷ-

- | | |
|------------------|-------------------|
| (୧) ପ୍ରତୀ+ ଏକମ୍ | (୨) ପ୍ରତି + ଏକମ୍ |
| (୩) ପ୍ରତି + ଇକମ୍ | (୪) ପ୍ରତି + ଦୀକମ୍ |

(ଗ) ‘ରମେଶଃ’ ପଦେର ସଞ୍ଚି ବିଶେଷ-

- | | |
|--------------|---------------|
| (୧) ରମା+ ଇଶଃ | (୨) ରମା + ଈଶଃ |
| (୩) ରମା+ ଇସଃ | (୪) ରମ+ ଇଶଃ |

(ଘ) ‘ଉଚ୍ଛାସଃ’ ପଦେର ସଞ୍ଚି ବିଶେଷ-

- | | |
|-----------------|------------------|
| (୧) ଉତ୍ + ଶ୍ଵସଃ | (୨) ଉତ୍ + ଶ୍ଵୟଃ |
| (୩) ଉତ୍ + ଶ୍ଵଶଃ | (୪) ଉତ୍ + ଶ୍ଵାସଃ |

(ଙ) ‘ଉଜ୍ଜ୍ଵଳମ୍’ ପଦେର ସଞ୍ଚି ବିଶେଷ-

- | | |
|------------------|------------------|
| (୧) ଉତ୍ + ଜ୍ଵଳମ୍ | (୨) ଉଦ୍ + ଜ୍ଵଳମ୍ |
| (୩) ଉତ୍ + ଜ୍ଵଳମ୍ | (୪) ଉତ୍+ ଜ୍ଵାଳମ୍ |

পঞ্চম পাঠ

সমাস

পরম্পর সমন্বযুক্ত দুই বা তার অধিক পদের একপদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। ‘সমাস’ শব্দের অর্থ ‘সংক্ষেপ’।

সমষ্ট পদ : দুই বা তার অধিক পদ মিলিত হয়ে একপদে পরিণত হলে তাকে সমষ্টপদ বলে; যেমন- মহান् পুরুষঃ = মহাপুরুষ। এখানে ‘মহান्’ ও ‘পুরুষঃ’ এ দুটি পদ মিলিত হয়ে ‘মহাপুরুষঃ’ এই একটি পদ গঠিত হয়েছে। সুতরাং ‘মহাপুরুষঃ’ একটি সমষ্টপদ।

সমস্যমান পদ : যে যে পদের সমন্বয়ে সমাস গঠিত হয়, তাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে। যেমন- নীলম্ উৎপলম্ - নীলোৎপলম্। এখানে ‘নীলম্’ ও ‘উৎপলম্’ এ দুটি পদের সমন্বয়ে ‘নীলোৎপলম্’ পদটি গঠিত হয়েছে। তাই ‘নীলম্’ ও ‘উৎপলম্’ এ দুটি সমস্যমান পদ।

ব্যাসবাক্য : বি + আস = ‘ব্যাস’। ‘ব্যাস’ শব্দটির অর্থ বিছিন্নভাবে অবস্থান। যে বাক্যের সাহায্যে সমাসের অন্তর্গত পদগুলোকে বিছিন্নভাবে দেখানো হয়, সেই বাক্যকে ব্যাসবাক্য বলে; যেমন- দেবস্য আলয়ঃ = দেবালয়ঃ। এখানে ‘দেবালয়ঃ’ এই সমাসবদ্ধ পদের অন্তর্গত ‘দেব’ ও ‘আলয়ঃ’ এ দুটি পদকে ‘দেবস্য আলয়ঃ’ এ বাক্যের সাহায্যে পৃথক করে দেখানো হয়েছে। সুতরাং ‘দেবস্য আলয়ঃ’- এ বাক্যটি ব্যাসবাক্য। ব্যাসবাক্যের অন্য নাম সমাসবাক্য বা বিথৰ্বাক্য।

সমাসের শ্রেণিভেদ

বৈয়াকরণ পাণিনির মতে সমাস চার প্রকার- অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব ও বহুবীহি। কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাস তৎপুরুষ সমাসেরই অন্তর্গত। কোন কোন বৈয়াকরণ কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসের পৃথক সন্তা স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁদের মতে সমাস ছয় প্রকার- অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুবীহি ও দ্বন্দ্ব।

১। অব্যয়ীভাব

কূলস্য যোগ্যম् = অনুকূলম্

বিঘ্নস্য অভাবঃ = নির্বিঘ্নম্।

উপরের উদাহরণ দুটি লক্ষ্য কর। প্রথমটিতে ‘অনু’ পদটি অব্যয় এবং ‘কূলম্’ পদটি বিশেষ্য। দ্বিতীয়টিতে ‘নিরঃ’(নির্ব) পদটি অব্যয় এবং “বিঘ্নম্” পদটি বিশেষ্য। দেখা যাচ্ছে যে, উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিপদ বিশেষ্য।

অধিকন্তে দুটো উদাহরণেই পূর্বপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। এরূপে -

অব্যয় শব্দ পূর্বে থেকে যে সমাস হয় এবং পূর্বপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলা হয়।

এই সমাসে শেষের পদটি থাকে বিশেষ্য এবং সমস্ত পদটি অব্যয় ও ক্লীবলিঙ্গ হয়।

বিভক্তি, সামীপ্য, সমৃদ্ধি, অভাব, যোগ্যতা, বীপ্সা, সাদৃশ্য, পর্যন্ত, পশ্চাত্য, অন্তিক্রম প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাবে সমাস হয়।

বিভক্তি : হরৌ - অধিহরি

সামীপ্য : কুলস্য সমীপম্ - উপকুলম্

সমৃদ্ধি : মদ্রাণাং সমৃদ্ধিঃ - সমদ্রম্

অভাব : ভিক্ষায়াঃ অভাবঃ- দুর্ভিক্ষম্

যোগ্যতা : ক্লপস্য যোগ্যম- অনুক্লপম্

বীপ্সা : অহনি অহনি- প্রত্যহম্

সাদৃশ্য : হরেঃ সদৃশম- সহরি

পর্যন্ত : সমুদ্রপর্যন্তম্- আসমুদ্রম্

পশ্চাত্য : পদস্য পশ্চাত্য- অনুপদম

অন্তিক্রমঃ শক্তিম্য অন্তিক্রম্য- যথাশক্তি।

২। তৎপুরুষ সমাস

গৃহং গতঃ = গৃহগতঃ। জলেন সিক্তঃ = জলসিক্তঃ। পুত্রায় হিতম্ : পুত্রহিতম্। বৃক্ষাং পতিতঃ = বৃক্ষপতিতঃ। সুখস্য ভোগঃ = সুখভোগঃ। নরেন্দ্র উত্তমঃ = নরোত্তমঃ।

উপরে প্রদত্ত ছয়টি উদাহরণের মধ্যে প্রথম উদাহরণে পূর্বপদস্থ দ্঵িতীয়া, দ্বিতীয় উদাহরণে তৃতীয়া, তৃতীয় উদাহরণে চতুর্থী, চতুর্থ উদাহরণে পঞ্চমী, পঞ্চম উদাহরণে ষষ্ঠী এবং ষষ্ঠ উদাহরণে সপ্তমী বিভক্তি লোপ পেয়ে সমাস হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়ে পরপদের অর্থ প্রধানরূপে অতীয়মান হয়েছে। এরপে -

যে সমাসে পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি (দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী) বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে অতীয়মান হয়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

পূর্বপদের বিভক্তির লোপ অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার। যথা- দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ ও সপ্তমী তৎপুরুষ।

(ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ : সুখং প্রাপ্তঃ = সুখপ্রাপ্ত। বর্ষং ভোগ্যঃ = বর্ষভোগ্যঃ। কৃষং শ্রিতঃ = কৃষশ্রিতঃ।

(খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ : ব্যাঘ্রেণ হতঃ = ব্যাঘ্রহতঃ। অগ্নিনা দন্তঃ = অগ্নিদন্তঃ। সর্পেণ দষ্টঃ = সর্পদষ্টঃ। একেন উনঃ = একোনঃ। বিদ্যয়া হীনঃ = বিদ্যহীনঃ।

(গ) চতুর্থী তৎপুরুষ : দেবায় দন্তম् = দেবদন্তম্। কুণ্ডলায় হিরণ্যম্ = কুণ্ডলহিরণ্যম্। ভূতায় বলিঃ = ভূতবলিঃ।

(ঘ) পঞ্চমী তৎপুরুষ : চৌরাখ ভয়ম্ = চৌরভয়ম্। স্বর্গাং ভট্টঃ = স্বর্গভট্টঃ। পাপাং মুক্তঃ = পাপমুক্তঃ। বৃক্ষাং পতিতঃ = বৃক্ষপতিতঃ।

(৬) ঘষ্টী তৎপুরুষঃ মাতুলস্য আলয়ঃ = মাতুলালয়ঃ। পয়সঃ পানম् = পয়ঃপানম্। কাল্যাঃ দাসঃ = কালিদাসঃ। রাজঃ পুরুষঃ = রাজপুরুষঃ। হংস্যাঃ অওম্ = হংসাওম্।

(৭) সঙ্গী তৎপুরুষঃ গৃহে পালিতঃ = গৃহপালিতঃ। বনে হিতঃ = বনহিত। কর্মণি নিপুণঃ = কর্মনিপুণঃ। বনে বাসঃ = বনবাসঃ। মাসে দেয়ম্ = মাসদেয়ম্।

আরও কয়েকটি তৎপুরুষ সমাস

উপপদ তৎপুরুষ

জলে চরতি যঃ = জলচরঃ। অভাং করোতি যঃ = অভাকরঃ।

উপরে প্রদত্ত উদাহরণ দুটির প্রতি লক্ষ্য কর। প্রথম উদাহরণে ‘জলে’ উপপদ এবং ‘চরঃ’ ($\sqrt{\text{চৰ}} + \text{ট}$) কৃদত্ত পদ। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘অভা’ উপপদ এবং করঃ ($\sqrt{\text{কৃ}} + \text{ট}$) কৃদত্ত পদ। উভয় উদাহরণেই দেখতে পাওয়া যায়, পূর্বপদ ‘উপপদ’ এবং পরপদ ‘কৃদত্তপদ’। সুতরাং-

উপপদের সাথে কৃদত্তপদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলা হয়।

কতিপয় উপপদ তৎপুরুষ

কুষ্ঠং করোতি যঃ = কুষ্ঠকারঃ।

জলে জায়তে যৎ = জলজম্।

গৃহে তিষ্ঠতি যঃ = গৃহস্থঃ।

বনে বসতি যঃ = বনবাসী।

পাদেন পিবতি যঃ = পাদপঃ।

নঞ্চ তৎপুরুষ

ন মানুষঃ = অমানুষঃ।

ন ঐক্যম् = অনৈক্যম্।

-উপরের উদাহরণ দুটোতে পূর্বপদ ন (নঞ্চ) অব্যয় এবং পরপদ ‘মানুষঃ’ ও ‘ঐক্যম্’ সুবন্ধপদ অর্থাৎ শব্দবিভক্তিযুক্ত পদ। এরূপ ভাবে-

নঞ্চ অব্যয়ের সঙ্গে সুবন্ধপদের যে সমাস হয়, তাকে ‘নঞ্চ তৎপুরুষ’ সমাস বলা হয়।

‘নঞ্চ’ এর ‘ন’ থাকে। ব্যঙ্গন বর্ণ পরে থাকলে ‘ন’ স্থানে ‘অ’ এবং স্বরবর্ণ পরে থাকলে ‘ন’ স্থানে ‘অন’ হয়। যেমন- ন ব্রান্ধণঃ = অব্রান্ধণ। ন অন্তঃ = অন্তঃ।

কর্মধারয় সমাস

উৎকুষ্ম উদকম = উদ্বেগাদকম।

মহান् পুরুষঃ = মহাপুরুষঃ।

উপরের প্রথম উদাহরণে “উৎকুষ্ম পদটি বিশেষণ এবং ‘উদকম’ পদটি বিশেষ্য। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘মহান্’ পদটি বিশেষণ এবং ‘পুরুষঃ’ পদটি বিশেষ্য। দুটো উদাহরণেই দেখতে পাই, পূর্বপদ বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য এবং সমাসবদ্ধ পদটি বিশেষ্য হয়েছে। সুতরাং-

যে সমাসে সাধারণত পূর্বপদ বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য ও সমন্বয় পদটি বিশেষ্য হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

কয়েকটি কর্মধারয় সমাস :

মহান् বীরঃ = মহাবীরঃ। মহান् জনঃ = মহাজনঃ। নীলম् উৎপলম্ভ = নীলোৎপলম্ভ। গীতম্ অব্রহম = গীতাব্রহম। মহান् রাজা = মহারাজঃ। প্রিযঃ সখা = প্রিয়সখঃ।

কর্মধারয় সমাসের শ্রেণীভেদ

কর্মধারয়, সমাস চার প্রকার - উপমান কর্মধারয়, উপযুক্তি কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয় এবং মধ্যপদলোগী কর্মধারয়।

উপমান, উপযুক্তি ও রূপক কর্মধারয়ের সঙ্গে উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্মের বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। তাই প্রথমেই এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

যার সাথে কোন বন্ধন তুলনা দেওয়া হয়, তাকে উপমান, যাকে তুলনা দেওয়া হয়, তাকে উপমেয় এবং যে ধর্মটি উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমানে থাকে, তাকে সাধারণধর্ম বলা হয়। যেমন- ‘নরঃ সিংহঃ ইব’। এখানে সিংহের সঙ্গে নরের তুলনা দেয়া হয়েছে। সুতরাং ‘সিংহ’ উপমান এবং ‘নর’ উপমেয়। আবার ঘন ইব শ্যামঃ বর্ণঃ। এখানে ‘ঘন’ উপমান ও ‘বর্ণ’ উপমেয়ের মধ্যে ‘শ্যামবর্ণ’ সাধারণভাবে বর্তমান। সুতরাং ‘শ্যামবর্ণ’ সাধারণ ধর্ম। উপমান ও উপমেয় সহজে বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে- ‘অধিকঙ্গযোগী উপমান’ - যে দুটি বন্ধন মধ্যে তুলনা হয় তার মধ্যে যেটির গুণ বেশি সেটি উপমান। যেমন- মুখ ও চন্দ্রের মধ্যে যখন তুলনা হয়, তখন ‘চন্দ্ৰ’ মুখ অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন বলে তা উপমান হয়।

উপমান কর্মধারয়

অর্ণবঃ ইব গভীরঃ = অর্ণবগভীরঃ।

নবনীতম্ ইব কোমলম্ভ = নবনীতকোমলম্ভ।

প্রথম উদাহরণে ‘অর্ণবঃ’ উপমান এবং ‘গভীরঃ সাধারণধর্মবাচক পদ। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘নবনীতম্’ উপমান এবং ‘কোমলম্ভ সাধারণধর্মবাচক পদ। উভয় উদাহরণেই উপমান প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্লপভাবে উপমানের সঙ্গে সাধারণধর্মবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

কয়েকটি উপমান কর্মধারয়

শংখ ইব ধবলঃ = শংখধবলঃ। পর্বতঃ ইব উন্নতঃ = পর্বতোন্নতঃ। অনলঃ ইব উজ্জলঃ = অনলোজ্জলঃ।

উপমিত কর্মধারয়

পুরুষঃ সিংহঃ ইব = পুরুষসিংহঃ।

মুখ্য চন্দ্ৰঃ ইব = মুখচন্দ্ৰঃ।

উপরের উদাহরণ দুটোর থতি একটু মনোবোগের সাথে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথম উদাহরণে- পূর্বপদ ‘পুরুষঃ’ উপমেয় এবং পরপদ ‘সিংহঃ’ উপমান। দ্বিতীয় উদাহরণেও পূর্বপদ ‘মুখ্যঃ’ উপমেয় পরপদ ‘চন্দ্ৰ’ উপমান। উভয় উদাহরণেই সাধারণ ধর্মের উপস্থিতি নেই। একেপো-

সাধারণধর্মবাচক পদের উল্লেখ না থেকে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে বলা হয় ‘উপমিত কর্মধারয়’ সমাস।

কয়েকটি উপমিত কর্মধারয়

নরঃ ব্যাঘ্ৰঃ ইব = নরব্যাঘ্ৰঃ। মুখং কমলম্ ইব = মুখকমলম্। অধৱঃ পল্লবঃ ইবঃ অধৱপল্লবঃ।

ক্লপক কর্মধারয়

জ্ঞানম্ এব চক্ষুঃ = জ্ঞানচক্ষুঃ।

শোকঃ এব অর্গবঃ = শোকার্গবঃ।

উপরের প্রথম উদাহরণে ‘জ্ঞানম্’ উপমেয় এবং ‘চক্ষু’ উপমান। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘শোকঃ’ উপমেয় এবং ‘অর্গবঃ’ উপমান। দুটো উদাহরণেই উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা অকাশিত হয়েছে। সুতোঁ যে সমাসে পূর্বপদে উপমেয় এবং পরপদে উপমান থাকে এবং এদের মধ্যে অভেদ কল্পনা বোঝায়, তাকে ক্লপক কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

কয়েকটি ক্লপক কর্মধারয়

ক্রোধঃ এব অনলঃ = ক্রোধানলঃ। মনঃ এব চক্ষুঃ = মনচক্ষুঃ। জ্ঞানম্ এব ধনম্ = জ্ঞানধনম্।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

সিংহচিহ্নিম্ আসনম্ = সিংহাসনম্।

পলমিশ্রিতম্ অন্নম্ = পলান্নম্।

উপরের উদাহরণ দুটো লক্ষ্য কর। প্রথম উদাহরণে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী ‘চিহ্নিম্’ পদটি এবং দ্বিতীয় উদাহরণে ‘মিশ্রিতম্’ পদটি লুঙ্গ হয়েছে। সুতোঁ যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদ গোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

কয়েকটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

দেবপুজকঃ ব্রাহ্মণঃ = দেবব্রাহ্মণঃ ।

ছায়াপ্রধানঃ তরঃ = ছায়াতরঃ ।

ঘৃতমিশ্রিতম् অন্নম् = ঘৃতান্নম্ ।

কপিচিহ্নিতঃ ধ্বজঃ = কপিধ্বজঃ ।

দ্বিষ্ণু সমাস

গঞ্জনাং বটানাং সমাহারঃ = গঞ্জবটী ।

ত্রয়াণাং ভূবনানাং সমাহারঃ = ত্রিভুবনম্ ।

উপরের উদাহরণ দুটিতে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ রয়েছে এবং উভয়ক্ষেত্রেই সমাহার (মিলন) অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। এরপে-

যে সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে এবং সমাহার অর্থ প্রকাশ করে, তাকে দ্বিষ্ণু সমাস বলা হয়।

কয়েকটি দ্বিষ্ণু সমাস

গঞ্জনাং পাত্রাণাং সমাহারঃ = গঞ্জপাত্রম্ ।

গঞ্জনাং গবাং সমাহারঃ = গঞ্জগবম্ ।

চতুর্গাং যুগ্মানাং সমাহারঃ = চতুর্যুগ্মম্ ।

সঙ্গানাং শতানাং সমাহারঃ = সঙ্গশতী ।

ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ = ত্রিলোকী ।

ত্রয়াণাং মুনীনাং সমাহারঃ = ত্রিমুনি ।

চতুর্ণাং পদানাং সমাহারঃ = চতুর্পদী ।

৫। বহুব্রীহি সমাস

গীতম্ অস্মরম্ ঘস্য সঃ = গীতাস্মরঃ

চক্রং পাণৌ ঘস্য সঃ = চক্রপাণিঃ ।

গুদত উদাহরণ দুটোর প্রতি লক্ষ্য কর। প্রথমটিতে ‘গীতাস্মরঃ’ বললে ‘গীতম্’ এবং ‘অস্মরম্’ এ দুটো সমস্যমান পদের কোনটির অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। ‘গীতাস্মরঃ’ বললে বোৰায় সেই ব্যক্তিকে যিনি গীতবন্ত পরিহিত। আবার দ্বিতীয় উদাহরণে ‘চক্রম’ ও ‘পাণৌ’ এ দুটো সমস্যমান পদের কোনটিরই অর্থপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় না। ‘চক্রপাণিঃ’ বললে সেই দেবতাকে বোৰায় ঘার পাণিতে (হাতে) চক্র আছে। এরপে-

যে সমাসে সমস্যমান পদের কোনটির অর্থ প্রধানরূপে না বুঝিয়ে অন্য পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলা হয়।

বহুব্রীহি সমাসনিষ্পত্তি পদটি বিশেষণ। সুতরাং বিশেষ্যের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন অনুযায়ী এর লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন হয়। যেমন-

নদী মাতা যস্য সঃ = নদীমাত্কঃ (দেশঃ)

স্বচ্ছৎ তোয়ৎ (জল) যস্যাঃ সাঃ স্বচ্ছতোয়া (নদী)।

প্রসন্নম অমু (জল) যস্য তৎ = প্রসন্নামু (সরঃ)

আরো কয়েকটি বহুবৰ্ণীহি সমাসঃ মহান্তো বাহু যস্য সঃ = মহাবাহুঃ। দৃঢ়া ভক্তিঃ যস্য সঃ = দৃঢ়ভক্তিঃ। মহতী মতিঃ যস্য সঃ = মহামতিঃ। ব্যৃঢ়ম উরঃ যস্য সঃ = ব্যৃঢ়োরক্ষঃ। দ্বৌ বা ত্রয়ো বা = দ্বিত্রাঃ। পঞ্চঃ বা ষষ্ঠঃ বা = পঞ্চত্বাঃ। উর্ণী নাভো যস্য সঃ = উর্ণনাভঃ। পদ্মঃ নাভো যস্য সঃ = পদ্মনাভঃ। যুবতিঃ জায়া যস্য সঃ = যুবজানিঃ। শোভনঃ হৃদয়ঃ যস্য সঃ = সুহৃৎ।

পুল্পৎ ধনুঃ যস্য সঃ = পুল্পধনুষ, পুল্পধন্বা

৬। দ্বন্দ্ব সমাস

হরিশ্চ হরশ = হরিহরৌ।

বৃক্ষশ্চ লতা চ = বৃক্ষলতে।

উপরের উদাহরণ দুটোতে প্রত্যেক সমস্যমান পদের শেষে রয়েছে ‘চ’ অব্যয় এবং প্রতিক্রিয়েই সমস্যমান পদযুগলের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়েছে।

যে সমাসে সমস্যমান পদের প্রত্যেকটির অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় এবং ব্যাসবাক্যে প্রত্যেক সমস্যমান পদের পরে ‘চ’ বসে, তাকে ‘দ্বন্দ্ব সমাস’ বলা হয়।

দ্বন্দ্ব সমাস দু’রকমের হয়- ইতরেতর দ্বন্দ্ব ও সমাহার দ্বন্দ্ব।

(ক) ইতরেতর দ্বন্দ্ব : (ইতর + ইতর = পরম্পর) যে দ্বন্দ্ব সমাসে অনেক পদের পরম্পর যোগ বোঝায়, তাকে ইতরেতর দ্বন্দ্বসমাস বলা হয়। এই সমাসে সমস্ত পদ পর পদের লিঙ্গ আঙ্গ হয়।

যেমন- রামশ লক্ষ্মণশ = রাম-লক্ষ্মণৌ। কন্দশ মূলঞ্চ ফলঞ্চ = কন্দমূলফলানি। মাত চ পিতা চ = মাতাপিতরৌ, মাতরপিতরৌ। পত্রঞ্চ পুষ্পঞ্চ = পত্রপুষ্পে। দৌশ ভূমিশ = দ্যাবাভূমী। স্তৰী চ পুমাণশ = স্ত্রীপুংসৌ। ইন্দ্রশ বরুণশ = ইন্দ্ৰবৰুণৌ। কৃশচ লবশ = কৃশীলবৌ। জায়া চ পতিশ = দম্পতী, জম্পতী, জায়াপতী।

(খ) সমাহার দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুই বা বহু পদের সমষ্টি বোঝায়, তাকে সমাহার দ্বন্দ্ব বলা হয়। এই সমাসে শেষের শব্দ যে লিঙ্গেই হোক না কেন, সমস্তপদ ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত হয়।

যেমন- করৌ চ চরণৌ চ = করচরণম्।

অহঃশ নকুলশ = অহিনকুলম্।

গবশ অশ্বশ = গবাশম্।

নজৎ চ দিবা চ = নজন্দিবম্।

রাত্রিশ দিবা চ = রাত্রিন্দিবম্।

অনুশীলনী

- ১। সমাস কাকে বলে? সমাস কত প্রকার ও কী কী?
- ২। সমস্তপদ, সমস্যমানপদ ও ব্যাসবাক্যের মধ্যে পার্থক্য কী?
- ৩। অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বলে? কোন্ কোন্ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়? প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণ দাও।
- ৪। উপপদ তৎপুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
- ৫। কর্মধারয় সমাস কাকে বলে? কর্মধারয় সমাস কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।
- ৬। উদাহরণের সাহায্যে উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য বুঝিয়ে বল।
- ৭। ইতরেতর বন্ধ ও সমাহার বন্ধের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।
- ৮। ব্যাসবাক্য ও সমাসের নাম লেখ :

নির্বিঘ্নম, নরোত্তমঃ, জগসিঙ্গঃ, দুর্ভিক্ষম, কালিদাসঃ, বুন্দকারঃ, নীলোৎপলম, পুরুষসিংহঃ, শোকার্ণবঃ, হরিহরৌ, পলাঞ্চম, পঞ্চবটী, মহামতিঃ, দম্পতী, নদীমাত্রকঃ।

- ৯। একপদে প্রকাশ কর :

(ক) যুবতিঃ জায়া যস্য সঃ। (খ) পঞ্চ বা ষট্ বা। (গ) উর্ণা নাভৌ যস্য সঃ। (ঘ) সঙ্গানাং শতানাং সমাহারঃ। (ঙ) সিংহচিহ্নিতম্য আসনম। (চ) জলে জায়তে যৎ। (ছ) ভূতায় বলিঃ। রূপস্য যোগ্যম।

- ১০। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

 - (ক) ‘সমাস’ শব্দের অর্থ কী?
 - (খ) ‘ব্যাস’ শব্দের অর্থ কী?
 - (গ) যে যে পদের সমন্বয়ে সমাস গঠিত হয়, তাদের কী বলে?
 - (ঘ) কোন্ সমাসে অব্যয় শব্দ পূর্বপদে থাকে?
 - (ঙ) ‘গীতাম্বরম’ কোন্ সমাস?
 - (চ) কোন্ সমাসে অন্যপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়?
 - (ছ) তৎপুরুষ সমাসে কোন্ পদের অর্থাধান্য থাকে?
 - (জ) ‘মুখচন্দ্ৰঃ’ কোন্ সমাস?
 - (ঘ) কোন্ সমাসে উপমান ও উপমেয়র মধ্যে অভেদ কল্পনা বোঝায়?
 - (ঞ্চ) ‘ইতরেতর’ শব্দের অর্থ কী?

୧୧ | ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ

- (ক) পাণিনির মতে সমাস-

 - (১) তিন অকার
 - (২) ছয় অকার
 - (৩) পাঁচ অকার
 - (৪) চার অকার।

(খ) অব্যয়ীভাব সমাসে সমস্ত পদটি হয়-

 - (১) পুঁলিঙ্গ
 - (২) শ্রীলিঙ্গ
 - (৩) ক্লীবিলিঙ্গ
 - (৪) উভয়লিঙ্গ।

(গ) ‘মাতৃলালয়ঃ’-

 - (১) চতুর্থী তৎপুরুষ
 - (২) পঞ্চমী তৎপুরুষ
 - (৩) ষষ্ঠী তৎপুরুষ
 - (৪) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

(ঘ) ‘বনবাসী’ শব্দের ব্যাসবাক্য-

 - (১) বনস্য বাসী
 - (২) বনাং বাসী
 - (৩) বনেন বাসী
 - (৪) বনে বসতি যঃ।

(ঙ) স্বরবর্ণ পরে থাকলে নএং এর ন স্থানে হয়-

 - (১) অ
 - (২) অন्
 - (৩) আন্
 - (৪) ইন্।

(চ) অধিকগুণযোগীকে বলে-

 - (১) উপমান
 - (২) উপমেয়
 - (৩) নিপাত
 - (৪) অনুসর্গ।

(ছ) ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদ লুঙ্গ হয়-

 - (১) অব্যয়ীভাব সমাসে
 - (২) বহুবীহি সমাসে
 - (৩) মধ্যপদলোপী সমাসে
 - (৪) রূপক সমাসে।

(জ) সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে থেকে সমাহার অর্থ প্রকাশ করে -

 - (১) দ্বন্দ্ব সমাসে
 - (২) অব্যয়ীভাব সমাসে
 - (৩) বহুবীহি সমাসে
 - (৪) দ্বিগু সমাসে।

(ঝ) নক্তং চ দিবা চ-

 - (১) নক্তন্দেবম্
 - (২) নক্তন্দিবম্
 - (৩) নাক্তন্দিবম্
 - (৪) নক্তেন্দিবম্।

(ঝঃ) গবাঞ্চম্-

 - (১) অব্যয়ীভাব সমাস
 - (২) নএং তৎপুরুষ সমাস
 - (৩) দ্বন্দ্ব সমাস
 - (৪) বহুবীহি সমাস।

ষষ্ঠপাঠ

ণত্ব ও ষষ্ঠ বিধান

(ক) ণত্ব - বিধান

যে সমস্ত বিধান অর্থাৎ নিয়ম অনুযায়ী দন্ত্য - ন মূর্ধন্য - ৰ হয়, তাদের ণত্ব - বিধান বলা হয়।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ছলে ণত্ববিধি প্রযোজ্য :

১। একপদস্থিত ঝ, ঝু, র ও মূর্ধন্য - ষ এর পর দন্ত্য -ন মূর্ধন্য -ৰ হয়। যেমন-

ঝ- এর পরে : ঝগ্নং, ত্তুগ্নং, তিস্তুগ্নং ইত্যাদি।

ঝু- এর পরে : দাত্তুগ্নাম, ভ্রাতুগ্নাম, মাতুগ্নাম ইত্যাদি।

র- এর পরে : বৰ্ণং, কৰ্ণ, বিদীর্ণং ইত্যাদি।

ষ- এর পরে : বৰ্ণং, কৃষং, উষং, ত্তুষং বিষুং ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্যঃ ষঃ = ষ + ৰ।

২। যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ষ- ব- হ বা অনুস্থার (ঐ) -এর ব্যবধান থাকে, তাহলেও একপদস্থিত ঝ, ঝু, র ও ষ এর পরে দন্ত্য - ন মূর্ধন্য - ৰ হয়। যেমন-

স্বরবর্ণের ব্যবধানঃ নরেণ (ৱ + এ + ৰ)।

ক - বর্গের ব্যবধান : তর্কেণ (ৱ + ক + এ + ৰ)

প - বর্গের ব্যবধান : দর্পেণ (ৱ + প + এ + ৰ)

ষ- এর ব্যবধান : কার্যেণ (ৱ + ষ + এ + ৰ)

ব- (অন্তঃহস্ত) - এর ব্যবধান : রবেণ (ৱ + অ + ব + এ + ৰ)

হ- এর ব্যবধান : শ্রহণ্ম (ৱ + অ + হ + অ + ৰ)

ঐ (অনুস্থার) -এর ব্যবধান : বৃংহণ্ম (ঐ + হ + অ + ৰ)।

নিম্নলিখিত ছড়াটি মুখস্থ রাখলে উপরের সূত্র দুটো সহজে মনে থাকবে-

“ঝ, ঝু মূর্ধন্য - ষ পর যদি দন্ত্য -ন থাকে।

তখনই মূর্ধন্য কর নির্বিচারে তাকে ।।

ক- বর্গ, প- বর্গ যদি মধ্যে স্বর আর।

ষ, ব, হ বা অনুস্থার তবু মূর্ধন্যকার ।।”

- ৩। ‘অঁ’ ও ‘ঁাঁ’ শব্দের পরবর্তী নী- ধাতুর দন্ত্য -ন মূর্ধন্য -ণ হয়। যেমন - অঁণীঁ, গঁামণীঁ।
- ৪। ট- বর্গের পূর্ববর্তী দন্ত্য - ন মূর্ধন্য -ণ হয়। যেমন - কষ্টঁ, গঙ্গঁ, ঘট্টা ইত্যাদি।
- ৫। থ, পৰ, অপৰ ও পূর্ব শব্দের পৰ ‘অঁ’ শব্দের দন্ত্য-ন - ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন - প্রাহঁ, পৱাহঁ অপৱাহঁ, পূর্বাহঁ।
- ৬। পৰ, পার, উত্তর, চান্দ, নার, রাম প্রভৃতি শব্দের উত্তর দন্ত্য - মূর্ধন্য - ণ হয়। যেমন- পৱায়ণম্, পারায়ণম্, উত্তরায়ণম্, চান্দায়ণম্, নারায়ণঁ, রামায়ণম্।
- ৭। থ, পৰি, নিৰ্ব- এ তিনটি উপসর্গের পৰবর্তী নম্, নশ্, নী প্রভৃতি ধাতুর দন্ত্য - ন মূর্ধন্য- ণ হয়। যেমন- অণামঁ, অণশ্যতি, পরিণযঁ, নিৰ্ণযঁ, অণযঁ।
- ৮। যেসব মূর্ধন্য - ণ স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবহৃত হয়, তাদের বলা হয় মৌলিক মূর্ধন্য -ণ।

নিচের পদগুলোতে ব্যবহৃত মূর্ধন্য ণ মৌলিক মূর্ধন্য -ণ :-

“কিঞ্জিণী কণিকা গুণঁ বাণ পণ্যম্ কণা গণঁ।

কল্যাণঁ কংকণঁ মণিঃ বীণা পুণ্যম্ অণু ফণী।

বিপণী শোণিতঁ পণঁ বাণিজ্যঁ কর্ণঁ নিপুণঁ।”

বিঃদ্রঃ পদ্ধিতগণ বলেন, “ফালুনে গগনে ফেনে গঢ়মিছতি বৰ্বৰাঃ” অর্থাৎ মূর্ধৰাই ফালুন, গগন ও ফেন শব্দে মূর্ধন্য - ণ ব্যবহার করে। অতএব ফালুন, গগন ফেন শব্দে কখনও মূর্ধন্য - ণ -এর প্রয়োগ বিধেয় নয়।

ণত্ত - নিষেধ

- ১। দন্ত্য - ন যদি অন্য পদস্থিত হয়, তাহলে ঝ, ঝ, ঝ ও ষ এর পরস্থিত দন্ত্য - ন মূর্ধন্য - ণ হয় না।
যেমন - ন্যানম্, হরিনাম, ত্রিনয়ন ইত্যাদি।
- ২। পদের অস্থিত দন্ত্য - ন মূর্ধন্য - ণ হয় না। যেমন- নৱান্দ দাতৃন, আতৃন, মৃগান্দ ইত্যাদি।

(খ) ষত্ত - বিধান

যেসব বিধান অনুযায়ী দন্ত্য - স মূর্ধন্য - ষ হয়, তাদের ষত্ত- বিধান বলা হয়।

সাধারণত নিম্নলিখিত স্থলে দন্ত্য - স মূর্ধন্য - ষ হয় :-

- ১। অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ ক- বৰ্গ, হ, ষ, ব, বৰ্ল প্রভৃতি পরস্থিত আদেশ ও প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্ধন্য - ষ হয়। যেমন-
- অ, আ, ভিন্ন স্বরবর্ণের পৰ- মুনিষু, সাধুষু, নরেষু ইত্যাদি।
- ক - বর্গের পৰ - দিষ্কু (ক = ক + ষ)
- ব- এর পৰ- চতুর্ষু, গীৰ্ষু ইত্যাদি।

୨। ଅନୁଷ୍ଠାର (୧) ଏବଂ ବିସର୍ଗେର (୧) ବ୍ୟବଧାନ ଥାକଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟଯେର ଦତ୍ତ୍ୟ-ସ୍ମୂର୍ଧନ୍ୟ-ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ । ସେମନ- ହବୀଏଣି, ଧନୁଃସ୍ତ୍ରୀ, ଆଶୀଃସ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଉତ୍ତରିତ ସ୍ଵାତ୍ମା ଜନ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଛଡ଼ାଟି ବିଶେଷ ସହାୟକ-

“ଆ ଆ ଭିନ୍ନ ସ୍ଵର, ପୂର୍ବେ କି ର ଅନ୍ତଃସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଆର ।

ପ୍ରତ୍ୟଯେର ସ୍ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ନା ଗଢ଼ି ନିର୍ଗର୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠାରା ॥”

୩। ଇ-କାରାନ୍ତ ଓ ଉ-କାରାନ୍ତ ଉପସର୍ଗେର ପର ସିଇ, ହା, ସଦ ଓ ସିଧ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁର ଦତ୍ତ୍ୟ-ସ୍ମୂର୍ଧନ୍ୟ-ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ । ସେମନ-

ଇ-କାରାନ୍ତ ଉପସର୍ଗେର ପର- ଅଭିଷେକଃ, ଅଧିଷ୍ଠାନମ୍ ନିଯାଦଃ, ନିଷେଧଃ ।

ଉ- କାରାନ୍ତ ଉପସର୍ଗେର ପର- ଅନୁଷ୍ଠାନମ୍ ।

୪। ସୁ, ବି, ନିର୍ବୁ ଓ ଦୁର ଉପସର୍ଗେର ପରାହିତ ‘ସମ’ ଶବ୍ଦେର ଦତ୍ତ୍ୟ - ସ୍ମୂର୍ଧନ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ । ସେମନ- ସୁଧମଃ, ବିଷମଃ, ଦୁଃଖମଃ, ନିଃଧମଃ ।

୫। ଟ - ବର୍ଗେର ପୂର୍ବବତ୍ତୀ ଦତ୍ତ୍ୟ - ସ୍ମୁ ଏବଂ ‘ପରି’ ଉପସର୍ଗେର ପରାହିତ କ୍ର - ଧାତୁର ଯୋଗେ ଦତ୍ତ୍ୟ - ସ୍ମୂର୍ଧନ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ । ସେମନ- କଟ୍ଟମ୍, ଓଟ୍ଟଃ, ପରିଷ୍କାରଃ ।

୬। ‘ଭୂମି’ ଓ ‘ଦିବି’ ଶବ୍ଦେର ପରବତ୍ତୀ ତ୍ରୁ - ଶବ୍ଦେର ଦତ୍ତ୍ୟ-ସ୍ମୂର୍ଧନ୍ୟ-ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ । ସେମନ-

ଭୂମିଠଃ : (ଭୂମି + ତ୍ରୁ), ଦିବିଠଃ : (ଦିବି + ତ୍ରୁ) ।

୭। ‘ଗବି’ ଓ ‘ସୁଧି’ ଶବ୍ଦେର ପରବତ୍ତୀ ‘ହିର’ ଶବ୍ଦେର ଦତ୍ତ୍ୟ-ସ୍ମୂର୍ଧନ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ।

ସେମନ- ଗବିଠଃ (ଗବି + ହିରଃ) ସୁଧିଠଃ (ସୁଧି + ହିରଃ) ।

୮। ସମାସେ ‘ମାତ୍ର’ ଓ ‘ପିତ୍ର’ ଶବ୍ଦେର ପରବତ୍ତୀ ‘ସ୍ଵସ୍ତ୍ର’ ଶବ୍ଦେର ପ୍ରଥମ ଦତ୍ତ୍ୟ - ସ୍ମୂର୍ଧନ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ । ସେମନ- ଥ ମାତ୍ରସା (ମାସିମା), ପିତ୍ରସା (ପିସିମା) ।

୯। ଏମନ କତଞ୍ଚଳେ ଶବ୍ଦ ଆହେ ଯାଦେର ମୂର୍ଧନ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ କୌନ ନିଯମେର ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା । ଏଦେର ବଳା ହୁଏ ମୌଳିକ ମୂର୍ଧନ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ । ସେମନ - ମାରଃ - ଘୋରଃ, ଦୋରଃ, ଭାରା, ଉରା, ପାରାଗଃ, ଆରାଚଃ, କରାଯଃ, ରାତ୍, ସଙ୍କଃ, ନିକରା, ମହିଷଃ, ଘୋରା, ଅଭିଲାବଃ, ପୌସଃ, ବର୍ଷା, ପୁରୁଷଃ, ଖରିଃ ଇତ୍ୟାଦି ।

ସତ୍ତ୍ଵ - ନିଷେଧ

୧। ‘ସାର’ ପ୍ରତ୍ୟଯେର ଦତ୍ତ୍ୟ - ସ୍ମୂର୍ଧନ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ନା । ସେମନ - ଭୂମିସାର, ଧୂଲିସାର, ଆତ୍ମସାର ଇତ୍ୟାଦି ।

୨। ସମାସ ନା ହଲେ ‘ମାତ୍ର’ ଓ ‘ପିତ୍ର’ ଶବ୍ଦେର ପରବତ୍ତୀ ‘ସ୍ଵସ୍ତ୍ର’ ଶବ୍ଦେର ପ୍ରଥମ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ନା । ସେମନ - ମାତ୍ରଃ ସପା, ପିତ୍ରଃ ସପା ।

অনুশীলনী

- ১। 'গত্ত-বিধান' ও 'ষষ্ঠি-বিধান' কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ২। 'মূর্ধন্য - ৭' প্রয়োগের প্রথম দুটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।
- ৩। মৌলিক মূর্ধন্য - ৭ বলতে কী বোব? পাঁচটি মৌলিক মূর্ধন্য - ৭ এর প্রয়োগ দেখাও।
- ৪। কোনু কোনু স্থানে মূর্ধন্য - ৭ এর প্রয়োগ হয় না?
- ৫। নিম্নলিখিত পদগুলোতে কেন মূর্ধন্য - ৭ এর প্রয়োগ হয়েছে বলঃ - তৃণম, কৃষ্ণঃ, নরেণ, বৃক্ষাগাম, অগ্নীঃ, কঞ্চঃ পূর্বাহ্নঃ, রামায়ণম।
- ৬। 'ষষ্ঠি' বিধানের দুটি সূত্র উদাহরণসহ লেখ।
- ৭। পাঁচটি মৌলিক মূর্ধন্য-ষ্ঠি এর উদাহরণ দাও।
- ৮। কোনু কোনু স্থানে 'ষষ্ঠি' নিষিদ্ধ?
- ৯। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
 - (ক) 'নরান্ব' পদে মূর্ধন্য-৭ হয় না কেন?
 - (খ) 'দাতৃগাম' পদে মূর্ধন্য-৭ হয়েছে কেন?
 - (গ) 'মণিঃ' পদে মূর্ধন্য-৭ এর প্রয়োগ হয়েছে কেন?
 - (ঘ) 'আজ্ঞাসাৎ' পদে - মূর্ধন্য- ৭ হয় না কেন?
 - (ঙ) 'আবাঢ়' পদে মূর্ধন্য - ৭ এর প্রয়োগ হয় কেন?
- ১০। সঠিক উত্তরটি লেখ :
 - (ক) আত্মাম/আত্মাম/আত্মাম/আত্মাম।
 - (খ) নরেন/নরেণ/ নরৈন/নরৈণ।
 - (গ) উষ্ণঃ/উস্নঃ/উশ্নঃ/উশ্ছ্রেণঃ।
 - (ঘ) অভিসেকঃ/অভিশেকঃ/অভিষেকঃ/অভিষিকঃ।
 - (ঙ) ধূলিশাঽ/ধূলিযাঽ/ধূলস্যাঽ/ধূলিসাঽ।

সপ্তম পাঠ

কৃৎ ও তদ্বিত প্রত্যয়

(ক) কৃৎ - প্রকরণ

শব্দ গঠন করার জন্য ধাতুর উভর তব্য, অনীয়, গ্যৎ, যৎ, শত্, শান্ত, ত্ত, ত্ববতু প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয়, তাদেরকে কৃৎ প্রত্যয় বলে এবং কৃৎ- প্রত্যয় নিষ্পত্ত পদকে কৃদন্তপদ বলে।

কৃদন্তপদ : $\sqrt{\text{দা}} + \text{তব্য} = \text{দাতব্য}$ । $\sqrt{\text{কৃ} + \text{ত্ত}} = \text{কৃত}$ । $\sqrt{\text{দা} + \text{ত্ত}} = \text{দত্ত}$ ।

তব্য, অনীয়, গ্যৎ, যৎ

উচিতার্থে এবং ভবিষ্যৎ কাল বোঝালে ধাতুর উভর কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে এই প্রত্যয়গুলো হয়। এদেরকে কৃত্য প্রত্যয় বলে। কর্মবাচ্যে উভর প্রত্যয়গুলোর প্রয়োগ হলে তারা কর্মের বিশেষণ হয়, সুতরাং কর্মের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তির অনুকরণ এদেরও লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি হয়।

তব্য

$\sqrt{\text{দা}} + \text{তব্য} = \text{দাতব্য}$, $\sqrt{\text{হা}} + \text{তব্য} = \text{হাতব্য}$, $\sqrt{\text{জি}} + \text{তব্য} = \text{জেতব্য}$ । $\sqrt{\text{শী}} + \text{তব্য} = \text{শয়িতব্য}$, $\sqrt{\text{ক্ষ}} + \text{তব্য} = \text{শ্রোতব্য}$, $\sqrt{\text{কৃ}} + \text{তব্য} = \text{কর্তব্য}$ ।

অনীয়

$\sqrt{\text{পা}} (\text{পান করা}) + \text{অনীয়} = \text{পানীয়}$, $\sqrt{\text{শী}} + \text{অনীয়} = \text{শয়নীয়}$, $\sqrt{\text{কৃ}} + \text{অনীয়} = \text{করণীয়}$, $\sqrt{\text{শু}} + \text{অনীয়} = \text{শুরণীয়}$, $\sqrt{\text{সেব}} + \text{অনীয়} = \text{সেবনীয়}$ ।

গ্যৎ

$\sqrt{\text{ক}} + \text{গ্যৎ} = \text{কার্য}$, $\sqrt{\text{ধ}} + \text{গ্যৎ} = \text{ধার্য}$, $\sqrt{\text{বচ}} + \text{গ্যৎ} = \text{বাচ্য}$, $\sqrt{\text{ত্যজ}} + \text{গ্যৎ} = \text{ত্যাজ্য}$, $\sqrt{\text{ভুজ}} + \text{গ্যৎ} = \text{ভোজ্য}$, $\sqrt{\text{ভক্ষ}} + \text{গ্যৎ} = \text{ভক্ষ্য}$ ।

যৎ

$\sqrt{\text{জি}} + \text{যৎ} = \text{জেয়}$, $\sqrt{\text{দা}} + \text{যৎ} = \text{দেয়}$, $\sqrt{\text{নী}} + \text{যৎ} = \text{নেয়}$, $\sqrt{\text{পা}} + \text{যৎ} = \text{পেয়}$, $\sqrt{\text{গম্য}} + \text{যৎ} = \text{গম্য}$, $\sqrt{\text{লভ}} + \text{যৎ} = \text{লভ্য}$ ।

ত্ত ও ত্ববতু

অতীতকালে সকর্মক ধাতুর উভর কর্মবাচ্যে এবং অকর্মক ধাতুর উভর কর্তৃবাচ্যে ‘ত্ত’ প্রত্যয় হয়। ত্ত - প্রত্যাত্ত পদ ক্রিয়া ও বিশেষণের কাজ করে।

সকর্মক ধাতুর উভয় কর্মবাচ্যে ক্র - প্রত্যয়

$\sqrt{\text{গ্রা}} + \text{ক্র} = \text{গ্রাত}, \sqrt{\text{দহ}} + \text{ক্র} = \text{দহ্ব}, \sqrt{\text{নশ}} + \text{ক্র} = \text{নষ্ট}, \sqrt{\text{নিন্দ}} + \text{ক্র} = \text{নিন্দিত}, \sqrt{\text{পচ}} + \text{ক্র} = \text{পচ্ছ}, \sqrt{\text{পু}} + \text{ক্র} = \text{পূত}।$

অকর্মক ধাতুর উভয় কর্তৃবাচ্যে ক্র - প্রত্যয়

$\sqrt{\text{কুপ}} + \text{ক্র} = \text{কুপিত}, \sqrt{\text{কী}} + \text{ক্র} = \text{কীগ}, \sqrt{\text{জীব}} = \text{ক্র} = \text{জীবিত}, \sqrt{\text{নশ}} + \text{ক্র} = \text{নষ্ট}, \sqrt{\text{শী}} + \text{ক্র} = \text{শয়িত}, \sqrt{\text{মুহ}} + \text{ক্র} = \text{মুঝ}, \text{মৃচ}, \sqrt{\text{হ্বা}} + \text{ক্র} = \text{হ্বিত}।$

ত্বরতু প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে হয়; ত্বরতু প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্তৃর বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। সকর্মক ও অকর্মক উভয় প্রকার ধাতুর উভয় ত্বরতু প্রত্যয় হয়।

$\sqrt{\text{জী}} + \text{ত্বরতু} = \text{জীতবৎ}, \sqrt{\text{গৈ}} + \text{ত্বরতু} = \text{গীতবৎ}, \sqrt{\text{জ}} + \text{ত্বরতু} = \text{জিতবৎ}, \sqrt{\text{তাজ}} + \text{ত্বরতু} = \text{ত্যক্তবৎ}, \sqrt{\text{নম}} + \text{ত্বরতু} = \text{নতবৎ}, \sqrt{\text{লিখ}} + \text{ত্বরতু} = \text{লিখিতবৎ}, \sqrt{\text{পৃজ}} + \text{ত্বরতু} = \text{সৃষ্টিবৎ}, \sqrt{\text{হল}} + \text{ত্বরতু} = \text{হতবৎ}$
 $\sqrt{\text{কৃ}} + \text{ত্বরতু} = \text{কৃতবৎ}।$

শত্র ও শান্ত

বর্তমানকালে কর্তৃবাচ্যে পরাম্পরাপন্নী ধাতুর উভয় 'শত্র' ও আত্মনেপন্নী ধাতুর 'শান্ত' প্রত্যয় হয়। শত্র ও শান্ত প্রত্যয়ান্ত পদ সর্বদাই বিশেষণ হয়। কাজেই বিশেষ্যের লিঙ্গ ও বচন অনুযায়ী এদের লিঙ্গ ও বচন হয়।

শর্ত প্রত্যয়ান্ত পুঁলিঙ্গের বিশেষণ হলে 'ধাৰৎ' শব্দের ন্যায়, স্তীলিঙ্গের বিশেষণ হলে 'নদী' শব্দের ন্যায় এবং ক্লীবলিঙ্গের বিশেষণ হলে 'গচ্ছৎ' শব্দের ন্যায় হয়।

শত্র

$\sqrt{\text{গম}} + \text{শত্র} = \text{গচ্ছৎ}, \sqrt{\text{স্মৃশ্য}} + \text{শত্র} = \text{স্মৃশ্যৎ}, \sqrt{\text{নশ}} + \text{শত্র} = \text{নশ্যৎ}, \sqrt{\text{ঘহ}} + \text{শত্র} = \text{ঘৃহৎ}, \sqrt{\text{কৃ}} + \text{শত্র} = \text{কৃবৎ}, \sqrt{\text{গৈ}} + \text{শত্র} = \text{গায়ৎ}।$

শান্ত

$\sqrt{\text{ঈশ্ব}} + \text{শান্ত} = \text{ঈশ্বমান}, \sqrt{\text{চেষ্ট}} + \text{শান্ত} = \text{চেষ্টমান}, \sqrt{\text{ভাষ}} + \text{শান্ত} = \text{ভাষমান}, \sqrt{\text{বৃৎ}} + \text{শান্ত} = \text{বর্তমান}।$

তুমুন

নিমিত্তার্থ বোঝালে এবং সমাপিকা ও অসমাপিকা উভয় ক্রিয়ার কর্তৃ একজন হলে, ধাতুর উভয় 'তুমুন' প্রত্যয় হয়। তুমুন - এর 'তুম' থাকে।

করতে অর্থাৎ করার নিমিত্ত, দেখতে অর্থাৎ দেখার নিমিত্ত, পড়তে অর্থাৎ পড়ার নিমিত্ত, একপ বাংলার 'তুমুন' প্রত্যয় দ্বারা সংকৃত অনুবাদ করতে হয়। তুমুন - প্রত্যয়ান্ত পদ অসমাপিকা ক্রিয়া ও অব্যয়ের কাজ করে।

তুমুন - প্রত্যয়ান্ত করেকটি পদ

$\sqrt{ক} + তুমুন = কর্তৃম$, $\sqrt{গহ} + তুমুন = গহীতুম$, $\sqrt{গম} + তুমুন = গঙ্গম$ । $\sqrt{জি} + তুমুন = জেতুম$, $\sqrt{জীব} + তুমুন = জীবিতুম$, $\sqrt{জা} + তুমুন = জাতুম$, $\sqrt{পহ} + তুমুন = পকুম$, $\sqrt{পঠ} + তুমুন = পঠিতুম$ ।

ক্ষাচ

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা একজন হলে অনন্তর অর্থে অর্ধাঙ্গ করে, খেয়ে, শুয়ে প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ পেলে অসমাপিকা ক্রিয়াটির উভয়ের ক্ষাচ প্রত্যয় হয়। ক্ষাচ প্রত্যয়ের ‘ত্বা’ থাকে। ক্ষাচ- প্রত্যয়ান্ত পদ অসমাপিকা ক্রিয়া ও অব্যয় হয়।

ক্ষাচ প্রত্যয়ান্ত করেকটি পদ

$\sqrt{দা} + ক্ষাচ = দক্ষা$, $\sqrt{দৃশ} + ক্ষাচ = দৃষ্টা$, $\sqrt{নম} + ক্ষাচ = নতা$, $\sqrt{নী} + ক্ষাচ = নীতা$, $\sqrt{লিখ} + ক্ষাচ = লিখিতা$, লেখিতা।

ল্যপ্ বা ঘপ্

নঞ্চ ভিন্ন অন্য কোন অব্যয়ের সাথে ধাতুর সমাস হলে ‘ক্ষাচ’ প্রত্যয়ের হালে ল্যপ্ বা ঘপ্ প্রত্যয় হয়। ল্যপ্ প্রত্যয় ক্ষাচ - প্রত্যয়ের অর্থই প্রকাশ করে। ল্যপ্ বা ঘপ্ প্রত্যয়ের ‘ঘ’ থাকে।

ল্যপ্ বা ঘপ্ প্রত্যয়ান্ত করেকটি পদ

প্র - $\sqrt{আপ} + ল্যপ = আপ্য$, প্র - $\sqrt{নম} + ল্যপ = প্রণ্য$, প্র- $\sqrt{গম} + লাপ = বিহায়$ । আ- $\sqrt{দা} + ল্যপ = আদায়$ । বিদ - $\sqrt{হস} + ল্যপ = বিহস্য$ ।

অনুশীলনী

- ১। ‘কৃৎ প্রত্যয়’ কাকে বলে? করেকটি কৃৎ প্রত্যয়ের নাম কর।
- ২। ‘কৃদন্ত পদ’ বলতে কি বোঝা? করেকটি উদাহরণ দেখাও।
- ৩। তব্য, অনীয়, গ্যৎ ও ঘৎ প্রত্যয় কোথায় ব্যবহৃত হয়?
- ৪। তব্য প্রত্যয়েগে পাঁচটি শব্দ গঠন করা।
- ৫। করেকটি অনীয় প্রত্যয়ের শব্দে প্রয়োগ দেখাও।
- ৬। ত্ব ও ত্ববতু প্রত্যয়ের ব্যবহার আলোচনা কর।
- ৭। ত্ব প্রত্যয়ের সাহায্যে পাঁচটি শব্দ গঠন কর।
- ৮। পাঁচটি শব্দে ত্ববতু প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখাও।
- ৯। শত্ ও শান্ত প্রত্যয়ের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।
- ১০। তুমুন প্রত্যয় কোথায় ব্যবহৃত হয়? করেকটি তুমুন প্রত্যয়ান্ত শব্দের উল্লেখ কর।
- ১১। জ্বাচ ও ল্যপ্ প্রত্যয়ের ব্যবহারবিধি আলোচনা কর।

১২। সঠিক উভরটি লেখ :-

(ক) $\sqrt{\text{কৃ}} + \text{তব্য} =$

- | | |
|-------------|---------------|
| (১) কৃতব্য | (২) কৃতাৰ্থ |
| (৩) কৰ্তব্য | (৪) কৰ্তাৰ্থ। |

(খ) $\sqrt{\text{সেৱ}} + \text{অনীয়} =$

- | | |
|-------------|--------------|
| (১) সেবনীয় | (২) সেবনিয় |
| (৩) সেবমান | (৪) সেবিতুম। |

(গ) $\sqrt{\text{পঞ্চ}} + \text{ত্ত} =$

- | | |
|----------|-----------|
| (১) পঞ্চ | (২) পঞ্চু |
| (৩) পঞ্জ | (৪) পঞ্জ। |

(ঘ) $\sqrt{\text{জি}} + \text{তুমুন} =$

- | | |
|-----------|------------|
| (১) জিতুম | (২) জীতুম |
| (৩) জাতুম | (৪) জেতুম। |

(ঙ) বি- $\sqrt{\text{হস}} + \text{শ্যাপ} =$

- | | |
|-------------|-------------|
| (১) বিহস্য | (২) বিহাস্য |
| (৩) বিহিস্য | (৪) বিহশ্য। |

(খ) তদ্বিত প্রকরণ

দশরথ + ইঞ্জ = দাশরথি

তর্ক + ঠক্ক = তাৰ্কিক।

উপরের উদাহরণ দুটোর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ কর। প্রথম উদাহরণে ‘দশরথ’ শব্দটির সঙ্গে ‘ইঞ্জ’ প্রত্যয় যোগে ‘দাশরথি’ এই নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘তর্ক’ শব্দটির সঙ্গে ঠক্ক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ ‘তাৰ্কিক’ এর সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং

যেসব প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদের বলা হয় তদ্বিত প্রত্যয়।

তদ্বিত প্রত্যয় অসংখ্য। এরা নতুন শব্দ গঠন করে ভাষার শব্দ ভাস্তুরকে সমৃদ্ধ করে। বিভিন্ন অর্থে এদের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এখানে কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় তদ্বিত প্রত্যয়ের বিবরণ দেয়া হল।

অপত্যার্থক তদ্বিত প্রত্যয়

যার জন্মের ফলে বৎশি পতিত হয় না, তাকে বলা হয় অপত্য। সুতরাং অপত্য বললে পুত্রক্যাদি সন্তানকে বোঝায়। অপত্য অর্থে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাদের অপত্য প্রত্যয় বলা হয়। অপত্য অর্থে সাধারণতঃ ইঞ্জ, যঞ্জ, ণ্য, অণ্ড, চক্ক, ফক্ক, ঠক্ক প্রভৃতি তদ্বিত প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ইঞ্জ-এর ‘ই’, য, এং এর ‘ব’, ণ্য এর ‘ঘ’, এবং অণ্ড এর ‘অ’ থাকে। চক্ক হালে ‘এঝ’, ফক্ক হালে ‘আয়ন’ এবং ঠক্ক হালে ‘ইক’ হয়। যেসব শব্দের উভয়ে এই অপত্য প্রত্যয়গুলো যুক্ত হয়, তাদের আদিস্বরের বৃক্ষি হয় অর্থাৎ অ হালে ‘আ’; ই, ঈ হালে ‘ঐ’; উ, ঊ হালে ‘ও’ এবং ঝ হালে ‘আৱ’ হয়।

ইঞ্জ (ই) : সুমিত্রা + ইঞ্জ = সৌমিত্রিঃ (সুমিত্রায়াঃ পুত্রঃ)

দ্রোণ + ইঞ্জ = দ্রৌপিঃ (দ্রোণস্য পুত্রঃ)

যঞ্জ (য) : গর্গ + যঞ্জ = গার্গ্যঃ (গর্গস্য পুত্রঃ)

জমদগ্নি + যঞ্জ = জামদঘ্ন্যঃ (জমদঘ্নেঃ পুত্রঃ)

ণ্য (ঝ) : দিতি + ণ্য = আদিত্যঃ (আদিতেঃ পুত্রঃ)

অদিতি + ণ্য = দৈত্যঃ (দিতেঃ পুত্রঃ)

অন্ড (অ) : পৃথা + অণ্ড = পাৰ্থঃ (পৃথায়াঃ পুত্রঃ)

পাণু + অণ্ড = পাণ্ডবঃ (পাণ্ডেঃ পুত্রঃ)

চক্ক (এঝ) : কৃতী + চক্ক = কৌতুহলঃ (কুস্ত্যাঃ পুত্রঃ)

গঙ্গা + চক্ক = গাঙ্গেয়ঃ (গঙ্গায়াঃ পুত্রঃ)

ফক্ক (আয়ন) : নর + ফক্ক = নারায়ণঃ (নরস্য পুত্রঃ)

দ্রোণ + ফক্ক = দ্রৌপায়ণঃ (দ্রোণস্য পুত্রঃ)

ঠক্ক (ইক) : রেবতী + ঠক্ক = রৈবতীঃ (রেবত্যাঃ পুত্রঃ)।

নানা অর্থে তদ্বিত প্রত্যয়

১। তা পড়ে বা জানে এই অর্থে-

যেমন- বেদং বেতি অধীতে বা = বৈদিকঃ (বেদ + ঠক)

ব্যাকরণং বেতি অধীতে বা = বৈয়াকরণঃ (ব্যাকরণ + অণ)।

২। তার দ্বারা প্রোক্ত অর্থাত তিনি বলেছেন এই অর্থে। যেমন-

পাণিনিমা প্রোক্তম् = পাণিনীয়ম্ (পাণিনি + ছ)

খণ্ডনা প্রোক্তম্ = আর্থম্ (খণ্ড + অণ)।

৩। তার দ্বারা কৃত এই অর্থে। যেমন-

কার্যেন নির্বৃত্তম् = কার্যিকম্ (কার্য + ঠক)

শরীরেন নির্বৃত্তম् = শারীরিকম্ (শরীর + ঠক)

মনসা নির্বৃত্তম্ = মানসিকম্ (মনস + ঠক)।

৪। সেখানে জাত এই অর্থে। যেমন-

সমুদ্রে ভবঃ = সামুদ্রিকঃ (সমুদ্র + ঠক)

কুল ভবঃ = কুলীনঃ (কুল + খ)।

৫। সেই স্থান থেকে আগত এই অর্থে। যেমন-

মথুরাযঃ আগতঃ = মাথুরঃ (মথুরা + অণ)

পিতুঃ আগতম্ = পিত্র্যম্ (পিত্ + যৎ)।

৬। তাতে নিপুণ এই অর্থে। যেমন-

সভাযাৎ সাধুঃ = সভ্যঃ (সভা + যৎ)

সমাজে সাধুঃ = সামাজিকঃ (সমাজ + ঠক)।

৭। তার সমূহ এই অর্থে। যেমন-

ভিক্ষাণাং সমূহঃ = ভৈক্ষম্ (ভিক্ষা + অণ)

মনুষ্যাণং সমূহঃ = মানুষ্যকম্ মনুষ্য + বুণ্ড)।

৮। তার বিকার এই অর্থে। যেমন-

তিলস্য বিকারঃ = তৈলম্ (তিল + অণ)

মৃদঃ বিকারঃ = মৃন্যঃ (মৃৎ + ময়ট)।

৯। তার দ্বারা রঞ্জিত এই অর্থে। যেমন-

নীল্যা রক্তম = নীলম্ (নীলী + অণ)

পীতেন রঞ্জিতম্ = পীতকম্ (পীত + কন্ত)।

১০। কোনও ব্যাঞ্জি বা বিষয় অবলম্বনে গ্রহণ কৃত হয়েছে এই অর্থে। যেমন-

ভগবত্তম् অধিকৃত্য কৃতম् = ভাগবত্তম্ (ভগবৎ + অণ)

রামম্ অধিকৃত্য কৃতম্ = রামায়ণম্ (রাম + ফক)।

১১। নিমিত্তার্থ বোঝাতে। যেমন-

পাদার্থম্ উদকম্ = পাদাম্ (পাদ + যৎ)

অতিথয়ে ইদম্ = আতিথ্যম্ (অতিথি + ণ্ট)।

১২। তার হিত এই অর্থে। যেমন-

সর্বজনেত্যঃ হিতম্ = সার্বজনীনম্ (সর্বজন + খ)

বিশ্বজনেত্যঃ হিতম্ = বিশ্বজনীনম্ (বিশ্বজন + খ)।

১৩। তার দ্বারা বেঁচে আছে অর্থাৎ জীবিকা নির্বাচ করছে এই অর্থে। যেমন -

বেতনেন জীবতি = বৈতনিকঃ (বেতন + ঠক)

নাবা জীবতি = নাবিকঃ (নৌ + ঠক)।

১৪। এ তার প্রয়োজন এই অর্থে। যেমন-

শ্রদ্ধা প্রয়োজনম্ অস্য = শ্রাদ্ধম্ (শ্রদ্ধা + অণ)

আযুঃ প্রয়োজনম্ অস্য = আযুষ্যম্ (আযুস + যৎ)।

১৫। তার ভাব ও কর্ম এই অর্থে। যেমন -

কুমারস্য ভাবঃ কর্ম বা = কৌমারম্ (কুমার + অণ)

শিশোঃ ভাবঃ কর্ম বা = শৈশবম্ (শিশু + অণ)।

১৬। তার ভাব এই অর্থে শব্দের উভয় ও তলু প্রত্যয় হয়। তলু প্রত্যয়ের ‘ত’ শব্দের সাথে জড়িত হয় এবং

তার উভয় আপ্ত (আ) প্রত্যয় হয়। যেমন -

সাধুোঃ ভাবঃ কর্ম বা = সাধুত্তম (সাধু + ত্ত)

সাধুতা (সাধু + তলু + স্ত্রীলিঙ্গে আপ)

অনুশীলনী

- ১। তদ্বিত প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।
- ২। অপত্যার্থক তদ্বিত প্রত্যয় কী? বুঝিয়ে বল।
- ৩। পাঁচটি বিভিন্ন অপত্যার্থক তদ্বিত প্রত্যয়বোঝে শব্দ গঠন করে প্রত্যেকটির অর্থ বল।
- ৪। নিম্নলিখিত অর্থে তদ্বিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও:
- (ক) তার দ্বারা কৃত (খ) তাতে নিপুণ (গ) সেখানে জাত (ঘ) তার সমূহ (ঙ) তার দ্বারা রঞ্জিত
 - (চ) তার বিকার।
- ৫। একশব্দে প্রকাশ কর : -
- (ক) পাদার্থম উদকম। (খ) সর্বজনেভ্যঃ হিতম। (গ) বেতনেন জীবতি (ঘ) মৃদঃ বিকারঃ (ঙ) সুখম অস্য অষ্টি। (চ) ভঙ্গঃ অস্য অষ্টি। .
- ৬। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও:
- (ক) পৃথা + অণ =
 - (১) পার্থিবঃ
 - (২) পার্থেয়ঃ
 - (৩) পার্থঃ
 - (৪) পার্থিযঃ।
 - (খ) রেবতী + ঠক =
 - (১) রৈবতিকঃ
 - (২) রেবতকি
 - (৩) রৈবতঃ
 - (৪) রেবতঃ।
 - (গ) মথুরা + অণ =
 - (১) মথুরঃ
 - (২) মাথুরঃ
 - (৩) মাথুরি
 - (৪) মাথুরী।
 - (ঘ) পিতৃঃ আগতম =
 - (১) পিতারম
 - (২) পাতরম
 - (৩) পীতকম
 - (৪) পৈএম।
 - (ঙ) নীল্যা রক্তম =
 - (১) নীলম
 - (২) নৈলম
 - (৩) নিলম
 - (৪) নীলিম।

অষ্টম পাঠ

পরশ্মেপদ ও আত্মনেপদ বিধান

কর্তৃবাচ্যে সংস্কৃত ধাতু তিনি প্রকার : - পরশ্মেপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী। কিন্তু বিভিন্ন উপসর্গযোগে এবং বিশেষ বিশেষ অর্থে পরশ্মেপদী ধাতুর আত্মনেপদ, আত্মনেপদী ধাতুর পরশ্মেপদ এবং উভয়পদী ধাতুর কেবল আত্মনেপদ বা পরশ্মেপদে প্রয়োগ হয়। জি- ধাতু পরশ্মেপদী। কিন্তু ‘বি’ বা ‘পরা’ উপসর্গ যুক্ত হলে এর প্রয়োগ হয় কেবল আত্মনেপদে। যেমন- বিজয়তে মহারাজঃ। শঙ্খন পরাজয়স্ত। রম্য - ধাতু আত্মনেপদী। কিন্তু ‘বি’ পূর্বক বা ‘আ’ পূর্বক রম্য ধাতু পরশ্মেপদী হয়। যেমন - পাপাং বিরমতি। রাজা থাসাদে আরমতি। বহু ধাতু উভয়পদী হলেও প্র- পূর্বক বহু ধাতুর পরশ্মেপদে প্রয়োগ হয়। যেমন- নদী প্রবহতি। আবার উভয়পদী ‘ক্রী’ ধাতু যখন ‘বি’ উপসর্গ যুক্ত হয়, তখন কেবলমাত্র আত্মনেপদে এর প্রয়োগ হয়। যেমন - ফলং বিক্রীণীতে সুরেশঃ। ‘অবস্থান করা’ অর্থে ‘স্থা’ ধাতু পরশ্মেপদী। কিন্তু মধ্যস্থৰ্তা নির্ণয় বোঝাতে আত্মনেপদে এর প্রয়োগ হয়। যেমন- দেবেশঃ তৃষ্ণি তিষ্ঠতে।

(ক) পরশ্মেপদ বিধান

বিভিন্ন উপসর্গযোগে এবং অর্থভেদে কতকগুলো আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতু পরশ্মেপদী হয়। এভাবে ধাতুর পরশ্মেপদী হওয়ার নিয়মকে পরশ্মেপদ বিধান বলে।

প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আত্মনেপদী বা উভয়পদী ধাতু পরশ্মেপদী হয় :

- ১। কৃ- ধাতু উভয়পদী; কিন্তু অনু- পূর্বক ও পরা - পূর্বক কৃ- ধাতুর কেবল পরশ্মেপদ হয়। যেমন- শিঙঃ মাতরম্ অনুকরণতি - শিশু মাতাকে অনুকরণ করছে। তস্য আবেদনং পরাকুরঃ- তার আবেদন প্রত্যাখ্যান কর।
- ২। ‘রম্য’ ধাতু আত্মনেপদী; কিন্তু ‘বি’, ‘আ’ ও ‘পরি’ পূর্বক ‘রম্য’ ধাতুর পরশ্মেপদ হয়। যেমন - সজ্জনঃ পাপাং বিরমতি - সজ্জন পাপ থেকে বিরত হয়। অধুনা স গৃহে আরমতি - এখন তিনি গৃহে আরাম করছেন। বালকঃ ক্রীড়ায়াম্য পরিরমতি - বালক খেলায় আনন্দ পায়।
- ৩। ‘বহু’ ধাতু উভয়পদী; কিন্তু প্র- পূর্বক বহু ধাতু পরশ্মেপদী হয়। যেমন - যমুনা প্রবহতি - যমুনা প্রবাহিত হচ্ছে।

(খ) আত্মনেপদ বিধান

বিভিন্ন উপসর্গের সংযোগে এবং অর্থভেদে কতগুলো পরশ্মেপদী ও উভয়পদী ধাতু আত্মনেপদী হয়। এভাবে পরশ্মেপদী ও উভয়পদী ধাতুর আত্মনেপদী হওয়ার নিয়মকে আত্মনেপদ বিধান বলে।

ধাতুর আভানেপদী হওয়ার প্রথান কতগুলো ক্ষেত্রে :

- ১। ‘জি’ ধাতু পরিস্মেপদী কিন্তু ‘বি’ ও ‘পরা’ পূর্বক ‘জি’ ধাতু আভানেপদী হয়। যেমন- বিজয়তাৎ মহারাজঃ- মহারাজ বিজয়ী হোন। বীরঃ শক্তঃ পরাজয়তে - বীর শক্তকে পরাজিত করেন।
- ২। স্থা ধাতু পরিস্মেপদী; কিন্তু সম্, অব, প্র ও বি পূর্বক ‘স্থা’ ধাতু আভানেপদী পদ। যেমন- শিষ্যঃ গুরোবার্কে সম্মিলিতে - শিষ্য গুরুর বাক্য মেনে চলে। অলসঃ গৃহে অবস্থিতে - অলস ব্যক্তি গৃহে অবস্থান করে। রামঃ গৃহাঃ প্রতিষ্ঠিতে - রাম গৃহ থেকে প্রস্থান করছে। পুত্রঃ পিতৃঃ বিতৃষ্ণিতে - পুত্র পিতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে।
- ৩। ‘বদ্’ ধাতু পরিস্মেপদী; কিন্তু বিবাদ অর্থে বি- পূর্বক বদ্ ধাতু আভানেপদী হয়। যেমন - মুর্খাঃ পরম্পরঃ বিবদতে - মুর্খেরা পরম্পর বিবাদ করে।
- ৪। ‘রক্ষা’ ভিন্ন অন্য অর্থে (ভোজন করা বা ভোগ করা অর্থে) ভুজ ধাতু আভানেপদী হয়। যেমন- বালকঃ অন্নঃ ভুঙ্গতে- বালকটি ভাত খায়। ধনী সুখঃ ভুঙ্গতে - ধনী সুখ ভোগ করে।
‘রক্ষা করা’ - অর্থে ‘ভুজ’ ধাতু পরিস্মেপদী হয়। যেমন - রাজা মহীঃ ভুনতি - রাজা পৃথিবী রক্ষা করেন।
- ৫। শারীরিক উত্থান ভিন্ন অন্য অর্থে অর্থাৎ ‘চেষ্টা’ অর্থে উৎ- পূর্বক ‘স্থা’ ধাতু আভানেপদী হয়। যেমন - মুক্তো যোগী উত্তিষ্ঠিতে - যোগী মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন।
শারীরিক উত্থান অর্থে উৎ- পূর্বক ‘স্থা’ ধাতু পরিস্মেপদী হয়। যেমন - রাজা আসনাঃ উত্তিষ্ঠিতি - রাজা আসন থেকে উঠেছেন।
- ৬। ‘স্পর্ধা’ অর্থাৎ যুক্তের জন্য আহ্বান বোঝালে আ- পূর্বক ‘হেব’- ধাতু আভানেপদী হয়। যেমন- মঞ্চো মঞ্চম আহ্বয়তে - একজন কৃতিগির আরেকজন কৃতিগিরকে যুক্তের জন্য আহ্বান করছে।
সাধারণভাবে ‘আহ্বান’ বোঝালে আ- পূর্বক ‘হেব’-ধাতু পরিস্মেপদী হয়। যেমন - স মাম আহ্বয়তি -সে আমাকে ডাকছে।
- ৭। কর্তা যদি নিজে ফল লাভের জন্য ত্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তবে উভয়পদী ধাতুর আভানেপদে প্রয়োগ হয় এবং পরের জন্য যদি কাজ করেন, তবে পরিস্মেপদে প্রয়োগ হয়। যেমন - ব্রাহ্মণঃ - যজতে - ব্রাহ্মণঃ নিজের কল্যাণের জন্য যজ্ঞ করেন। ব্রাহ্মণঃ যজতি - ব্রাহ্মণ অপরের কল্যাণের জন্য যজ্ঞ করেন।

অনুশীলনী

- ১। পরিস্মেপদ ও আভানেপদ বিধান বলতে কি বোঝা? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
- ২। কোন् কোন্ হলে আভানেপদী ও উভয়পদী ধাতু পরিস্মেপদী হয়? প্রতি ক্ষেত্রে উদাহরণ দাও।
- ৩। কোন্ কোন্ হলে স্থা ধাতু আভানেপদী হয়? প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণ দাও।
- ৪। অর্থগত পার্থক্য দেখিয়ে বাক্য রচনা কর :

ভূঙ্গতে	উত্তিষ্ঠিতে	আহ্বয়তে	যজতে
ভুনতি	উত্তিষ্ঠিতি	আহ্বয়তি	যজতি

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) রম্য ধাতু কখন পরাম্পরাগতী হয়?
- (খ) বহু ধাতু পরাম্পরাগতী হয় কখন?
- (গ) বি-পূর্বক জি ধাতু কোন পদী হয়?
- (ঘ) বদ্য ধাতু কখন আভানেপদী হয়?
- (ঙ) ভূজ - ধাতু আভানেপদী হয় কখন?

৬। বাক্যগুলো শুন্দ করে লেখ :

- (ক) রামঃ গৃহাঃ প্রতিষ্ঠিতি ।
- (খ) বালকঃ অন্নং ভূনক্তি ।
- (গ) আসনাঃ উত্তিষ্ঠতে রাজা ।
- (ঘ) দরিদ্রস্য বাক্যে ন কোৱপি সন্তিষ্ঠিতি ।
- (ঙ) বীরঃ শত্রুং পরাজয়তি ।

৭। সঠিক উত্তরটি লেখ :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| (ক) বি- পূর্বক জি ধাতু- | |
| (১) আভানেপদী | (২) পরাম্পরাগতী |
| (৩) উভয়পদী | (৪) পরাভূতপদী । |
| (খ) কর্তৃবাচ্যে সংস্কৃত ধাতু- | |
| (১) দুই প্রকার | (২) তিন প্রকার |
| (৩) চার প্রকার | (৪) পাঁচ প্রকার । |
| (গ) ‘বিবদতে’ পদের অর্থ- | |
| (১) বলে | (২) বিবাদ করে |
| (৩) হিংসা করে | (৪) কাঁদে । |
| (ঘ) ‘আহ্বয়তি’ পদের অর্থ- | |
| (১) আহ্বান করে | (২) যুদ্ধের জন্য ডাকে |
| (৩) যুদ্ধ করে | (৪) যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে । |

নবম পাঠ

শিজন্ত প্রকরণ

কাউকে কোন কার্যে নিযুক্ত করাকে প্রেরণ বলে। প্রেরণ অর্থে ধাতুর উন্নত শিচ হয়। শিচ এর ‘ই’ ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। ফলে ধাতুটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ‘গম’ একটি ধাতু। এর সঙ্গে শিচ যুক্ত হয়ে ধাতুটি হয় ‘গমি’ ($\sqrt{\text{গম}} + \text{ই}$)। আবার ‘পঠ’ একটি ধাতু। এর সঙ্গে শিচ যুক্ত হয়ে ধাতুটি হয় ‘পঠি’ (পঠ + ই)।

শিজন্ত ধাতু উভয়পদী। শিজন্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একজন বস্তুত কাজ করে এবং অপর ব্যক্তি তাকে সেই কাজে প্রবৃত্ত করায়। যে অন্যকে কাজে প্রবর্তিত করে, সে প্রযোজক কর্তা, আর যে অন্যের প্রেরণায় কাজে প্রবৃত্ত হয়, সে প্রযোজ্য কর্তা; যেমন- মা ছেলেকে টাদ দেখাচ্ছেন- এই বাকেয়ে মায়ের প্রেরণায় পুত্র টাদ দেখার কার্যে প্রবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং ‘মা’ প্রযোজক কর্তা এবং ‘পুত্র’ প্রযোজ্য কর্তা। প্রযোজ্য কর্তার অন্য নাম হেতুকর্তা। প্রযোজক কর্তায় প্রথমা ও প্রযোজ্য কর্তায় সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়; যেমন- প্রভুঃ পাচকেন অন্নাঃ পাচয়তি -প্রভু পাচকের দ্বারা অন্ন পাক করাচ্ছেন। এখানে ‘প্রভু’ প্রযোজক কর্তা। তাই ‘প্রভু’ শব্দের সঙ্গে প্রথমা বিভক্তি হয়েছে। ‘পাচক’ প্রযোজ্য কর্তা। তাই ‘পাচক’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৃতীয়া বিভক্তি।

কতিপয় শিজন্ত ধাতুরূপের আদর্শ

মূলধাতু	শিজন্ত ধাতু	শিজন্ত ধাতুর রূপ
(লেট্ এর প্রথম পুরুষের একবচন)		
অদ্ (খাওয়া)	আদি	আদয়তি (খাওয়ায়)
ক্ (করা)	কারি	কারয়তি করায়)
গম্ (ঘাওয়া)	গমি	গময়তি (ঘাওয়ায়)
জা (জানা)	জ্ঞাপি	জ্ঞাপয়তি (জানায়)
পা (পান করা)	পায়ি	পায়য়তি (পান করায়)
লিখ্ (লেখা)	লেখি	লেখয়তি (লেখায়)
শী (শরণ করা)	শায়ি	শায়য়তি (শোয়ায়)
শ্র (শ্রবণ করা)	শ্রাবি	শ্রাবয়তি (শ্রবণ করায়)
হন् (হত্যা করা)	ঘাতি	ঘাতয়তি (হত্যা করায়)

কয়েকটি ধাতুর উন্নত শিচ যোগ করলে একাধিক রূপ হয় এবং তাদের অর্থের পার্থক্য থাকে; যেমন-

চল- চলয়তি (কম্পিত করে)- বায়ুঃ বৃক্ষশাখাং চলয়তি-বায়ু বৃক্ষশাখা কম্পিত করে।

চলয়তি (বিকৃত করে)- লোভঃ মতিং চলয়তি-লোভ বুদ্ধি বিকৃত করে।

জ্ঞ- জ্ঞপয়তি (হত্যা করে)- রাজা শক্রং জ্ঞপয়তি- রাজা শক্রকে হত্যা করেন।

- দ্বি- দৃষ্টিতি (ধারাপ করে)- বর্ধাঃ জলং দৃষ্টিতি- বর্ধা জল ধারাপ করে।
 দোষয়তি (চিন্তবিকার জন্মায়)- লোভঃ চিত্তং দোষয়তি- লোভ চিন্তবিকার জন্মায়।
- নট- নটয়তি (নাচায়)- স হিংস্রান् অপি নটয়তি- সে হিংস্র জন্মদেরও নাচায়।
 নাটয়তি (অভিনয় করে)- রাজা শরসাক্ষানৎ নাটয়তি - রাজা তীর নিষ্কেপের অভিনয় করেন।
- ভী- ভায়য়তি (অন্য কিছুর সাহায্যে ভয় দেখায়)- স বালকং দণ্ডেন ভায়য়তি - সে লাঠির সাহায্যে বালকটিকে ভয় দেখায়।
 ভীষয়তে/ভাপয়তে (নিজে ভয় দেখায়) ব্র্যান্তঃ তৎ ভীষয়তে/ভাপয়তে- ব্র্যান্ত তাকে ভয় দেখায়।

অনুশীলনী

- ১। গিজন্ত ধাতু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
- ২। প্রযোজক ও প্রযোজ্য কর্তার মধ্যে পার্থক্য কি? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
- ৩। শিচ যোগ করে নিচের ধাতুগুলোর রূপ প্রদর্শন কর :

অদ্	পা	কৃ	শী	হল্	গম	জ্ঞা
-----	----	----	----	-----	----	------
- ৪। অর্থগত পার্থক্য প্রদর্শন করে বাক্য রচনা কর :

ভীষয়তে	চলয়তি	দৃষ্টিতি	নটয়তি
ভায়য়তি	চালয়তি	দোষয়তি	নাটয়তি
- ৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
 - (ক) প্রেরণ কাকে বলে?
 - (খ) গিজন্ত ধাতু কোন্ পদী;
 - (গ) যে অন্যকে কাজে প্রবর্তিত করে, তাকে কি বলে?
 - (ঘ) যে অন্যের প্রেরণায় কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাকে কি বলে?
 - (ঙ) প্রযোজক কর্তায় কোন্ বিভক্তি হয়?
 - (চ) প্রযোজ্য কর্তায় কোন্ বিভক্তি হয়?

৬। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও:-

(ক) $\sqrt{গম} + ই =$

- | | |
|----------|----------|
| (১) গামি | (২) গামী |
| (৩) গমী | (৪) গমি। |

(খ) $\sqrt{শয়ি} + ই =$

- | | |
|-----------|-----------|
| (১) শায়ি | (২) শায়ী |
| (৩) শয়ি | (৪) শয়ী। |

(গ) $\sqrt{শ্রবি} + ই =$

- | | |
|------------|------------|
| (১) শ্রবি | (২) শ্রাবি |
| (৩) শ্রাবি | (৪) শ্রবী। |

(ঘ) $\sqrt{ঘাতি} + ই =$

- | | |
|----------|-----------|
| (১) ঘাতি | (২) ঘাতী |
| (৩) ঘাতি | (৪) ঘাতী। |

(ঙ) $\sqrt{পায়ি} + ই =$

- | | |
|-----------|-----------|
| (১) পয়ি | (২) পায়ি |
| (৩) পায়ী | (৪) পয়ী। |

দশম পাঠ

নাম ধাতু

নামপদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হলে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে নামধাতু বলা হয়। দুঃখ + ক্যঙ্গ = দুঃখায়। এখানে 'দুঃখ' একটি শব্দ। এর সঙ্গে ক্যঙ্গ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'দুঃখায়' এই ধাতুটি গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'দুঃখায়' একটি নামধাতু। এই ধাতুটির উভর বিভিন্ন তিঙ্গ যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন- দুঃখায়তে, দুঃখায়তে, দুঃখায়তে ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে ক্যঙ্গ (ক্ + য + অ + ঙ) প্রত্যয়ের 'য' (য + অ) শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়, অবশিষ্টাংশ 'ইৎ' হয়।

শব্দের সঙ্গে ক্যচ প্রত্যয় যুক্ত হয়েও নামধাতু গঠিত হয় এবং এর স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন- আআনং পুত্রম ইচ্ছতি = পুত্রীয়তি (পুত্র + ক্যচ + লট্টি)। আআনং ধনং ইচ্ছতি = ধনীয়তি (ধন + ক্যচ + লট্টি)।

নামধাতুর সাধারণ কর্যকৃতি নিয়ম

- ১। পিপাসা অর্থে উদক (জল) শব্দের উভর ক্যচ প্রত্যয় হয় এবং উদক শব্দ স্থানে উদন হয়। যেমন- উদকং পাতুম ইচ্ছতি = উদন্যতি (উদক + ক্যচ + লট্টি)।
- ২। আচরণ অর্থে কর্মবাচক ও অধিকরণবাচক উপমানের উভর ক্যচ হয়। যেমন- শিষ্যং পুত্রম ইব আচরতি = পুত্রীয়তি (পুত্র + ক্যচ + লট্টি)। গৃহে ইব আচরতি = গৃহীয়তি (গৃহ + ক্যচ + লট্টি)।
- ৩। আচরণ অর্থে কর্তৃবাচক উপমানের উভর ক্যঙ্গ প্রত্যয় হয় এবং ধাতুর আআনেপদ হয়। ক্যঙ্গ প্রত্যয়ের 'য' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ইৎ হয়। ক্যঙ্গ প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের অস্তিত্ব ন - কার ও স - কারের লোপ হয়। যেমন- রাজা ইব আচরতি = রাজায়তে (রাজন + ক্যঙ্গ লট্টি তে)। ওজ ইব আচরতি = ওজায়তে (ওজস্ম + ক্যঙ্গ + লট্টি তে)।
- ৪। ক্যঙ্গ প্রত্যয় পরে থাকলে শব্দের অস্তিত্ব হস্তর দীর্ঘ হয়। যেমন- পুত্রঃ ইব আচরতি = পুত্রায়তে (পুত্র + ক্যঙ্গ + লট্টি তে)। শিষ্যঃ ইব আচরতি = শিষ্যায়তে (শিষ্য + ক্যঙ্গ + লট্টি তে)। হংসঃ ইব আচরতি = হংসায়তে (হংস + ক্যঙ্গ + লট্টি তে)।
- ৫। করা অর্থে শব্দ ও কলহ শব্দের উভর এবং অনুভব অর্থে সুখ ও দুঃখ শব্দের উভর ক্যঙ্গ প্রত্যয় হয়। যেমন - শব্দং করোতি = শব্দায়তে (শব্দ + ক্যঙ্গ + লট্টি তে)। কলহং করোতি = কলহায়তে (কলহ + ক্যঙ্গ + লট্টি তে)। সুখম অনুভবতি = সুখায়তে (সুখ + ক্যঙ্গ + লট্টি তে)। দুঃখম অনুভবতি = দুখায়তে (দুঃখ + ক্যঙ্গ + লট্টি তে)।

অনুশীলনী

- ১। ‘নামধাতু’ কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুবিয়ে দাও।
- ২। ‘নামধাতু’ গঠনের প্রথম দুটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।
- ৩। শব্দ, কলহ, দৃঢ়খ ও সুখ শব্দকে নামধাতুরূপে ব্যবহার করে উদাহরণ দাও।
- ৪। একশব্দে প্রকাশ কর :
 - (ক) পুত্রয় ইব আচরতি। (খ) উদকং পাতুম্য ইচ্ছতি। (গ) রাজা ইব আচরতি। (ঘ) শব্দং করোতি।
 - (ঙ) তপঃ চরতি।
- ৫। সঠিক উত্তরটি লেখ :
 - (ক) ‘নামধাতু’ গঠনের সময় ‘উদক্’ শব্দ স্থানে হয়-
 - (১) উদন্
 - (২) ওদন্
 - (৩) এদন্
 - (৪) ঔদন্ - (খ) ‘পুত্রম্য ইব আচরতি’-
 - (১) পুত্রায়তে
 - (২) পুত্রীয়তি
 - (৩) পুত্রীয়তে
 - (৪) পুত্রিয়তে - (গ) ‘আচরণ’ অর্থে কর্তৃবাচক উপমানের উত্তর হয়-
 - (১) কিঙ্
 - (২) কেঙ্
 - (৩) ক্যঙ্
 - (৪) ক্যাঙ্ - (ঘ) ‘করা’ অর্থে কলহ শব্দের উত্তর হয়-
 - (১) ক্রিপ্
 - (২) কি
 - (৩) ক্যাপ্
 - (৪) ক্যাছ

একাদশ পাঠ

স্ত্রী প্রত্যয়

কোকিল + টাপ্ (আ) = কোকিলা

নর্তক + শীৰ্ষ (ঈ) = নর্তকী

উপরে দুটো উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে ‘কোকিল’ একটি পুঁজিঙ্গ শব্দ। এর সঙ্গে ‘টাপ্’ প্রত্যয়যোগে ‘কোকিলা’ এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘নর্তক’ এই পুঁজিঙ্গ শব্দটির সঙ্গে ‘শীৰ্ষ’ প্রত্যয়যোগে ‘নর্তকী’ শব্দটি গঠন করা হয়েছে। এরপ-

যেসব প্রত্যয় পুঁজিঙ্গ শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠন করে, তাদেরকে স্ত্রী প্রত্যয় বলা হয়।

টাপ্ শীপ্, ভীষ শীন্, উঙ্গ, প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য স্ত্রী প্রত্যয়। টাপ্ এর আ, শীপ্, শীষ্, ও শীনের ‘ঈ’ এবং উঙ্গ, এর উপরে পুঁজিঙ্গ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠন করে। নিম্নে এদের ব্যবহার- বিধি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

টাপ্ (আ)

১। অজ প্রকৃতি শব্দ এবং অ- কারান্ত শব্দের উভয় টাপ্ হয়। যেমন-

পুঁজিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুঁজিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অজ	অজা	কৃশ	কৃশা
জেষ্ঠ	জেষ্ঠা		
মনোহর	মনোহরা	চতুর	চতুরা

২। টাপ্ প্রত্যয় পরে থাকলে প্রত্যয়ের ক-কারের পূর্ববর্তী অ-কার স্থানে ই-কার হয়। যথা-

পুঁজিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুঁজিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নায়ক	নায়িবা	গায়ক	গায়িকা
পাটক	পাটিকা	পাঠক	পাঠিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	সাধক	সাদিকা

“শীপ্ প্রত্যয়”

১। খ- কারান্ত ও ন- কারান্ত শব্দের উভয় স্ত্রীলিঙ্গে শীপ্ হয়। যেমন-

পুঁ	স্ত্রী	পুঁ	স্ত্রী	পুঁ	স্ত্রী
দাত্	দাত্রী	কৃত্	কৃত্রী	নেত্	নেত্রী
ধাত্	ধাত্রী	গুণিন्	গুণিনী	শ্঵ন্	শ্বনী
রাজন্	রাজ্ঞী	মানিন্	মানিনী	মেধাবিন্	মেধাবিনী

- ২। যজ্ঞফলের অংশভাগিনী হলে ‘পতি’ শব্দের ‘ই’ স্থানে ন এবং তারপর শীপ্ প্রত্যয় হয়। যেমন-
পতিঃ -পত্নী।
- ৩। উ এবং ঝ ইৎ যায়, একথ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উভয় স্তুলিঙ্গে শীপ্ হয়। মতুপ, ক্রবতু, ঈরাসুন, প্রভৃতি
প্রত্যয়ের উ-কার এবং ‘শত্’ প্রত্যয়ের ঝ-কার ইৎ যায়। যেমন-

মতুপ-	শ্রীমৎ	শ্রীমতী,	বুদ্ধিমৎ	বুদ্ধিমতী
	জ্ঞাবনৎ	জ্ঞাবনতী,	বলবৎ	বলবতী
ক্রবতু-	গতবৎ	গতবতী,	শ্রুতবৎ	শ্রুতবতী
ঈরাসুন-	গরীয়ান্	গরীয়সী,	লঘীয়ান্	লঘীয়সী
শত্-	দদৎ	দদতী,	কুর্বৎ	কুর্বতী

- ৪। শীপ্ প্রত্যয় হলে, ডান্দি ও দিবাদি গণীয় ধাতুর উভয় যুক্ত শত্ প্রত্যয়ে ন-এর আগম হয় এবং ন
পূর্ববতী ত-কারে মিলিত হয়। যেমন-

আদিগণীয়-	তবৎ (ভু + শত্)	তবতী
	ধাৰৎ (ধাৰ + শত্)	ধাৰতী

দিবাদিগণীয়-	দীৰ্ব্যৎ (দীৰ্ব্ব + শত্)	দীৰ্ব্যতী
	পশ্যৎ (পশ্য + শত্)	পশ্যতী

“শীষ্ প্রত্যয়”

- ১। জায়া অর্থে জাতিবাচক অ-কারান্ত শব্দের উভয় স্তুলিঙ্গে শীষ্ হয়। যেমন-

ব্রাক্ষণ	--	ব্রাক্ষণী
শূন্দ	--	শূন্দী
গোপ	--	গোপী
বৈশ্য	--	বৈশ্যী

- ২। ইন্দ্, বৰুণ, ভব, শৰ্ব, রূদ্, মাতুল ও আচার্য শব্দের উভয় স্তুলিঙ্গে প্রথমে আনুক (আন্) আগম হয় ও
পরে শীষ্ হয়। যেমন-

ইন্দ্-ইন্দ্রানী (ইন্দ্ + আন্ = ইন্দ্রান্, ইন্দ্রান্ + ঈ)

বৰুণ-বৰুণানী (বৰুণ + আন্ = বৰুণান্, বৰুণান্ + ঈ)

ভব-ভবানী (ভব + আন্ = ভবান্, ভবান্ + ঈ)

শৰ্ব- শৰ্বানী (শৰ্ব + আন্ = শৰ্বান্, শৰ্বান্ + ঈ)

রূদ্- রূদ্রানী (রূদ্ + আন্ = রূদ্রান্, রূদ্রান্ + ঈ)

মাতুল- মাতুলানী (মাতুল + আন্ = মাতুলান্, মাতুলান্ + ঈ)

আচার্য-আচার্যানী (আচার্য + আন্ = আচার্যান্, আচার্যান্ + ঈ)

“ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟାୟ”

‘শুণুর’ শব্দের উভয়র স্তীলিঙ্গে উভয় হয় এবং ‘শুণুর’ শব্দের উ-কার ও অ-কারের লোপ হয়। যেমন- শুণুর + উভয় = শুণ্ণু।

অনুশীলনী

- ১। শ্রী প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিবে দাও।
- ২। কয়েকটি টাপু প্রত্যয়ান্ত শ্রীলিঙ্গ পদের উদাহরণ দাও।
- ৩। জীপু প্রত্যয়ের সাহায্যে পাঁচটি শ্রীলিঙ্গ পদ গঠন কর।
- ৪। লিঙ্গান্তর কর:
- | | | | | |
|------|------|------|------|--------|
| কবরী | হ্লী | নীলী | কালী | সূর্যা |
| কবরা | হ্লা | নীলা | কালা | সুরী |
- ৫। অর্থগত পার্থক্য প্রদর্শন কর:
- (ক) টাপু কোনু প্রত্যয়?
- (খ) গরীয়ানু শব্দের শ্রীলিঙ্গ কী?
- (গ) মহত্ত্ব বোঝাতে ‘অরণ্য’ শব্দের উত্তর কী হয়?
- (ঘ) ‘যবনানী’ শব্দের সংস্কৃত অর্থ কী?
- (ঙ) ‘শৃঙ্গর’ শব্দের উত্তর শ্রীলিঙ্গে কোনু প্রত্যয় হয়?
- (চ) কোনু প্রত্যয় ব্যবহার করে গৌর শব্দের শ্রীলিঙ্গ করা হয়?
- (ছ) ‘মাতুল’ শব্দের শ্রীলিঙ্গ কী?
- ৬। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
- (ক) টাপু কোনু প্রত্যয়?
- (খ) গরীয়ানু শব্দের শ্রীলিঙ্গ কী?
- (গ) মহত্ত্ব বোঝাতে ‘অরণ্য’ শব্দের উত্তর কী হয়?
- (ঘ) ‘যবনানী’ শব্দের সংস্কৃত অর্থ কী?
- (ঙ) ‘শৃঙ্গর’ শব্দের উত্তর শ্রীলিঙ্গে কোনু প্রত্যয় হয়?
- (চ) কোনু প্রত্যয় ব্যবহার করে গৌর শব্দের শ্রীলিঙ্গ করা হয়?
- (ছ) ‘মাতুল’ শব্দের শ্রীলিঙ্গ কী?
- ৭। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :
- (ক) ‘গোপ’ শব্দের শ্রীলিঙ্গ
- | | |
|----------|------------|
| (১) গোপা | (২) গোপিনী |
| (৩) গোপী | (৪) গোপি। |
- (খ) ‘ভবৎ’ শব্দের শ্রীলিঙ্গ-
- | | |
|------------|------------|
| (১) ভবষ্টী | (২) ভবষ্টি |
| (৩) ভবতি | (৪) ভবতী। |
- (গ) ‘জীপু’ একটি-
- | | |
|---------------------|--------------------|
| (১) সন্ত প্রত্যয় | (২) কৃৎ প্রত্যয় |
| (৩) তদ্বিত প্রত্যয় | (৪) শ্রী প্রত্যয়। |
- (ঘ) ‘আচার্য’ শব্দের অর্থ-
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (১) আচার্যের পত্নী | (২) স্বর্যম অধ্যাপিকা |
| (৩) আচার্যের কন্যা | (৪) আচার্যের ভন্নী। |
- (ঙ) ‘মৎস্য’ শব্দের শ্রীলিঙ্গ-
- | | |
|------------|-----------|
| (১) মৎস্যা | (২) মৎসী |
| (৩) মৎসী | (৪) মৎসি। |

দাদশ পাঠ

উপসর্গ

উপসর্গ শব্দটি উপ-পূর্বক সৃজ্জ ধাতু ও ঘঞ্চ প্রত্যয়ায়োগে গঠিত। সৃজ্জ-ধাতুর অর্থ সৃষ্টি করা। সুতরাং উপসর্গ শব্দের বৃত্তপন্থিগত অর্থ হল যা বিবিধ অর্থের সৃষ্টি করে। পাণিনি বলেন, “উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে” - যে সমস্ত অব্যয়শব্দ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে, তাদের উপসর্গ বলা হয়। যেমন- প্র- $\sqrt{\text{ভু}}$ + লট্ তি = প্রভুতি। বি- $\sqrt{\text{নশ}}$ + লট্ তি = বিনশ্যতি। সম- $\sqrt{\text{হ্র}}$ + লট্ তি = সংহরতি (সম + হরতি)।

উপসর্গের কার্যাবলি : উপসর্গ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন সাধন করে। যেমন- হ-ধাতুর অর্থ ‘হরণ করা’। কিন্তু প্র-পূর্বক হ- ধাতুর অর্থ ‘প্রহার করা’। গম- ধাতুর অর্থ ‘গমন করা’। কিন্তু অনু- পূর্বক গম- ধাতুর অর্থ ‘অনুগমন করা’। এ সম্পর্কে একটি কারিকা রয়েছে-

“উপসর্গে ধাতুর্যো বলাদন্যত্ব নীয়তে।

প্রহারাহার - সংহার - বিহার - পরিহারবৎ ॥”

প্রহার, আহার, সংহার, বিহার ও পরিহার - এর মত উপসর্গ বলপূর্বক ধাতুর অর্থ অন্যত্ব নিয়ে যায়।

উপসর্গ অনেক সময় ধাতুর অর্থের পরিবর্তন সাধন না করে ধাতুর অর্থে অনুগমন করে। যেমন- বসতি-বাস করে। নিবসতি-বাস করে। উপসর্গ কখনও কখনও ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করে। যেমন- নমতি-নত হয়।

প্রদমতি - প্রকৃষ্টক্রপে নত হয়। উপসর্গের এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বৈয়াকরণগণ একটি কারিকা প্রণয়ন করেছেন-

“ধাতৃর্থং বাধতে কুচিঃ কুচিভ্যমনুবর্ততে।

তমেব বিশিষ্ট্যন্য উপসর্গগতিত্ত্বিধা ॥”

-কখনও কখনও উপসর্গ ধাতুর অর্থের পরিবর্তন সাধন করে এবং কখনও কখনও ধাতুর অর্থের অনুসরণ করে এবং কখনও বা ধাতুর অর্থকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে।

উপসর্গের সংখ্যা : উপসর্গ ২০টি- প্র, উপ, অপ, অব, আ, পরা, বি, নি, সু, উৎ, অতি, প্রতি, পরি, অপি, অভি, অধি, অনু, নিঃ, দুঃ ও সম।

অনুশীলনী

- ১। উপসর্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
- ২। উপসর্গের কার্যাবলি লেখ।
- ৩। উপসর্গ কয়টি ও কী কী?

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- (ক) উপসর্গ শব্দটি কিভাবে গঠিত?
- (খ) সূজ ধাতুর অর্থ কী?
- (গ) উপসর্গ শব্দের ব্যুৎপন্নিগত অর্থ কী?
- (ঘ) প্র-পূর্বক হ-ধাতুর অর্থ কী?
- (ঙ) ‘বিহার’ শব্দে উপসর্গ কোনটি?

৫। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

(ক) গম - ধাতুর অর্থ

- | | |
|---------------|--------------|
| (১) দর্শন করা | (২) গমন করা |
| (২) শ্রবণ করা | (৪) পাঠ করা। |

(খ) হ - ধাতুর অর্থ

- | | |
|---------------|--------------|
| (১) হরণ করা | (২) কৃজন করা |
| (৩) শ্রবণ করা | (৪) মনন করা। |

(গ) ‘প্রহরতি’ পদে ‘প্র’ একটি-

- | | |
|-------------|------------|
| (১) অনুসর্গ | (২) উপসর্গ |
| (৩) নিপাত | (৪) সুপ্র। |

(ঘ) ‘বসতি’ ত্রিয়াপদের অর্থ-

- | | |
|---------------|----------------|
| (১) উপবাস করে | (২) অধিবাস করে |
| (৩) উপহাস করে | (৪) বাস করে। |

(ঙ) উপসর্গের সংখ্যা-

- | | |
|-----------|--------------|
| (১) বিশ | (২) পঁচিশ |
| (৩) ত্রিশ | (৪) তেত্রিশ। |

অয়োদশ পাঠ

বাচ্য প্রকরণ

অহং চন্দ্ৰং পশ্যামি ।

ময়া চন্দ্ৰঃ দৃশ্যতে ।

উপরের দুটো বাক্যের বক্তব্য বিষয় এক। কিন্তু বাক্য দুটোর প্রকাশভঙ্গি পৃথক।

বাক্যের এরূপ বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গিকে বাচ্য বলা হয়। সংস্কৃতে বাচ্য চার প্রকার-

১। কৰ্ত্তবাচ্য ২। কৰ্মবাচ্য ৩। ভাববাচ্য ৪। কৰ্মকৰ্ত্তবাচ্য ।

কৰ্ত্তবাচ্য

বাক্যের যে রীতিতে কৰ্ত্তার কথাই প্রধানভাবে বলা হয়, তাকে কৰ্ত্তবাচ্য বলে। এই বাচ্যে কৰ্ত্ত্বকারকে প্রথমা বিভক্তি ও কৰ্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কৰ্ত্তার অধীন হয়, অর্থাৎ কৰ্ত্তায় যে পুরুষ ও যে বচন হয়, ক্রিয়াও সেই পুরুষ ও সেই বচন হয়ে থাকে।

নিচের শ্লোকটি মুখ্য করলে কথাগুলো সহজে মনে থাকবে-

“লক্ষণং কৰ্ত্তবাচ্যস্য প্রথমা কৰ্ত্ত্বকারকে :

দ্বিতীয়ান্তং ভবেৎ কৰ্ম কৰ্ত্ত্বীনং ক্রিয়াপদম্ !”

যেমন- পুরুষভোদে- অহং চন্দ্ৰং পশ্যামি ।

তঃ চন্দ্ৰং পশ্যসি ।

স চন্দ্ৰং পশ্যতি ।

বচনভোদে- বালকঃ পুস্তকং পঠতি ।

বালকৌ পুস্তকে পঠতঃ ।

বালকাঃ পুস্তকানি পঠতি ।

কৰ্মবাচ্য

বাক্যের যে রীতিতে কৰ্মের প্রাধান্য থাকে তাকে কৰ্মবাচ্য বলে।

কৰ্মবাচ্যে কৰ্ত্তায় তৃতীয়া ও কৰ্মে প্রথমা বিভক্তি হয় এবং কৰ্ম অনুসারে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। অর্থাৎ কৰ্ম যে পুরুষ ও যে বচনের হয়, ক্রিয়াও সেই পুরুষ ও সেই বচনের হয়ে থাকে। এ বাচ্যে সকল ধাতুই আত্মনেপদী মনে রাখতে হবে-

“কৰ্মবাচ্যে অয়োগে তু তৃতীয়া কৰ্ত্ত্বকারকে ।

প্রথমান্তং ভবেৎ কৰ্ম কৰ্মাদীনং ক্রিয়াপদম্ ॥”

যেমন-

পুরুষভোদে- তেন অহং দৃশ্যে ।

তেন ত্তৎ দৃশ্যসে ।

ময়া স দৃশ্যাতে ।

বচনভোদে- ময়া বালকঃ দৃশ্যাতে ।

ময়া বালকৌ দৃশ্যাতে ।

ময়া বালকাঃ দৃশ্যাতে ।

ভাববাচ

যে বাচ্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে তাকে ভাববাচ্য বলে। এই বাচ্যে কর্তৃকারকে ত্তীয়া বিভক্তি হয়, কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়াপদ প্রথম পুরুষ ও এক বচনাত্ত হয়। কর্মবাচ্যের মত লট্ অভূতি চার বিভক্তিতে ধাতুর উত্তর ‘ঘ’ হয়।

স্মরণ রাখতে হবে-

“ভাববাচ্যে কর্মাভাবস্তুতীয়া কর্তৃকারকে ।

প্রথম-পুরুষস্যৈকবচনং স্যাঃ ক্রিয়াপদে ।”

যেমন- শিশুনা শয্যাতে ।

বালকৈঃ হস্যাতে ।

কর্মকর্তৃবাচ্য

যে বাচ্যে কর্তৃর নিজগুণেই যেন আপনা থেকে কাজ হচ্ছে একপ বোৰায়, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলা হয়।

এ বাচ্যে ক্রিয়াটি সকর্মক হলেও অকর্মকরূপে ব্যবহৃত হয়, ধাতু আত্মনেপদী হয় এবং কর্মপদ কর্তৃপদে পরিগত হয়।

যেমন- ভিদ্যতে বৃক্ষঃ ।

এখানে বৃক্ষটি আপনা আপনিই ভেঙে যাচ্ছে একপ বোৰায়।

অনুরূপ উদাহরণঃ

ছিদ্যতে বৰুম্ ।

পচ্যতে ওদনঃ

ভিদ্যতে হস্যং প্রস্থিঃ ।

বাচ্য পরিবর্তন

অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে এক বাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যে রূপান্তরিত করার নাম বাচ্য পরিবর্তন।

মনে রাখবে-

- ১। কর্তৃবাচ্যের বাক্যে যদি কর্ম থাকে, তবেই তাকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করা যায়। নতুবা কর্তৃবাচ্যকে ভাববাচ্যে পরিণত করা চলে।
- ২। কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিণত করা যায়।
- ৩। ক্রিয়া সকর্মক হলেও যদি কর্ম না থাকে, তবে সেই বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিণত করা চলে।

বাচ্য পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম

কর্তৃবাচ্য

- ১। কর্তায় প্রথমা।
- ২। কর্তার বিশেষণে প্রথমা।
- ৩। কর্মে দ্বিতীয়া।
- ৪। কর্মের বিশেষণে দ্বিতীয়া।
- ৫। কর্তা অনুযায়ী ক্রিয়া।

কর্মবাচ্য

- ১। কর্তায় তৃতীয়া।
- ২। কর্তার বিশেষণে তৃতীয়া।
- ৩। কর্মে প্রথমা।
- ৪। কর্মের বিশেষণে প্রথমা।
- ৫। কর্ম অনুযায়ী ক্রিয়া।

লট্ লোট্ প্রত্তি চারটি বিভক্তিতে ‘য’ হয়। ধাতু আত্মনেপদী হয়।

ভাববাচ্য

- ১। কর্তায় তৃতীয়া।
- ২। ক্রিয়া প্রথম পুরুষের একবচন, আত্মনেপদী এবং লট্ প্রত্তি চার বিভক্তিতে ‘য’ হয়।

বাচ্য পরিবর্তনের আদর্শ

- কর্তৃবাচ্য— স চন্দ্ৰং পশ্যতি।
 কর্মবাচ্য— তেন চন্দ্ৰঃ দৃশ্যতে।
 কর্তৃবাচ্য— বৃক্ষঃ ব্রাহ্মণঃ বেদং পঠতি।
 কর্মবাচ্য— বৃক্ষেন ব্রাহ্মণেন বেদঃ পঠ্যতে।

- কর্তৃবাচ্য— ধর্মঃ রক্ষতি ধার্মিকম् ।
 কর্মবাচ্য— ধর্মেণ ধার্মিকঃ রক্ষ্যতে ।
 কর্তৃবাচ্য— স মৃগং পশ্যতি ।
 কর্মবাচ্য— তেন মৃগঃ দৃশ্যতে ।
 কর্তৃবাচ্য— ত্বং মৃগৌ পশ্যসি ।
 কর্মবাচ্য— ত্বয়া মৃগৌ দৃশ্যতে ।
 কর্তৃবাচ্য— অহং মৃগান् পশ্যামি ।
 কর্মবাচ্য— ময়া মৃগাঃ দৃশ্যতে ।
 কর্তৃবাচ্য— তে বনে তিষ্ঠতি ।
 ভাববাচ্য— তৈঃ বনে স্থীয়তে ।
 কর্তৃবাচ্য— হষ্টাঃ শিশবঃ হস্যতি ।
 ভাববাচ্য— হষ্টেঃ শিশুভিঃ হস্যতে ।
 কর্তৃবাচ্য— অহং তিষ্ঠামি ।
 ভাববাচ্য— ময়া স্থীয়তে ।

অনুশীলনী

- ১। বাচ্য কাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও ।
- ২। কর্তৃবাচ্যের বৈশিষ্ট্য লেখ এবং প্রাসঙ্গিক সংক্রত শ্লোকটি উদ্ধৃত কর ।
- ৩। কর্মবাচ্য কাকে বলে? কর্মবাচ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত শ্লোকটি উদ্ধৃত কর ।
- ৪। ভাববাচ্য কাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও ।
- ৫। উদাহরণের সাহায্যে কর্মকর্তৃবাচ্যের লক্ষণ বুঝিয়ে বল ।
- ৬। বাচ্য পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ ।
- ৭। বাচ্য পরিবর্তন কাকে বলে?
- ৮। নিচের বাক্যগুলোর বাচ্য নির্ণয় কর:
 (ক) ময়া স্থীয়তে ।
 (খ) বয়ং যুম্বান্ পশ্যামঃ ।
 (গ) হষ্টেঃ শিশুভিঃ হস্যতে ।
 (ঘ) ভিদ্যতে হন্দয়ঘাস্থিঃ ।
 (ঙ) ধর্মেণ ধার্মিকঃ রক্ষ্যতে ।

୯। ବାଚ୍ୟାନ୍ତର କର :

- (କ) ଅହ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ୟାମି ।
- (ଖ) ସ ମାମ୍ ଅପଶ୍ୟଏ ।
- (ଗ) ମୟା ମୃଗଃ ଦୃଶ୍ୟାତେ ।
- (ଘ) ତେ ବନେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ।
- (ଓ) ତୁରା ମୃଗୌ ଦୃଶ୍ୟୋତେ ।

୧୦। ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

- (କ) ବାକ୍ୟେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗିକେ କି ବଳେ?
- (ଖ) କର୍ତ୍ତବାଚ୍ୟେ କର୍ତ୍ତାୟ କୋନ୍ ବିଭକ୍ତି ହୟ?
- (ଗ) କର୍ମବାଚ୍ୟେ କର୍ମେ କୋନ୍ ବିଭକ୍ତି ହୟ?
- (ଘ) ଭାବବାଚ୍ୟେ କର୍ତ୍ତବାରକେ କୋନ୍ ବିଭକ୍ତି ହୟ?
- (ଓ) କୋନ୍ ବାଚ୍ୟେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରାଦାନ୍ୟ ଥାକେ?

୧୧। ସଂପର୍କ ଉତ୍ତରଟି ଲିଖ :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| (କ) କର୍ତ୍ତବାଚ୍ୟେ କର୍ମକାରକେ ହୟ- | |
| (୧) ଦ୍ଵିତୀୟା ବିଭକ୍ତି | (୨) ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି |
| (୩) ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି | (୪) ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି । |
| (ଖ) କର୍ମବାଚ୍ୟେ କର୍ତ୍ତାୟ ହୟ- | |
| (୧) ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି | (୨) ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି |
| (୩) ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି | (୪) ସତୀ ବିଭକ୍ତି । |
| (ଗ) କର୍ତ୍ତବାଚ୍ୟେ କର୍ମେର ବିଶେଷଣେ ହୟ- | |
| (୧) ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି | (୨) ଦ୍ଵିତୀୟା ବିଭକ୍ତି |
| (୩) ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି | (୪) ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି । |
| (ଘ) ‘ତେନ ମୃଗଃ ଦୃଶ୍ୟାତେ’ ବାକ୍ୟଟି- | |
| (୧) ଭାବବାଚ୍ୟେର | (୨) କର୍ତ୍ତବାଚ୍ୟେର |
| (୩) କର୍ମବାଚ୍ୟେର | (୪) କର୍ମକର୍ତ୍ତବାଚ୍ୟେର । |
| (ଓ) ‘ମୟା ଅତ୍ର ଛୀଯାତେ’ ବାକ୍ୟଟି- | |
| (୧) ଭାବବାଚ୍ୟେର | (୨) କର୍ତ୍ତବାଚ୍ୟେର |
| (୩) କର୍ମବାଚ୍ୟେର | (୪) କର୍ମକର୍ତ୍ତବାଚ୍ୟେର । |

চতুর্দশ পাঠ

বিশেষণের অতিশায়ন

রামঃ শ্যামাঃ বলবত্তরঃ ।

সিংহঃ পশুবু বলিষ্ঠঃ ।

অমলঃ বিমলাঃ কনীয়ান् ।

মদনঃ ভাত্যু কনিষ্ঠঃ ।

উপরে প্রদত্ত বাক্যগুলো লক্ষ্য কর । প্রথম উদাহরণে রামের সঙ্গে শ্যামের তুলনায় রামের উৎকর্ষ এবং তৃতীয় উদাহরণে অমলের সঙ্গে বিমলের তুলনায় অমলের অপকর্ষ প্রকাশিত হয়েছে । দ্বিতীয় উদাহরণে পশুদের সঙ্গে সিংহের উৎকর্ষ এবং চতুর্থ উদাহরণে ভাতাদের সঙ্গে তুলনায় মদনের অপকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে । একুপ-কোন বিশেষণের দ্বারা দুজনের মধ্যে একের কিংবা বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রকাশ করাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলা হয় । কেউ কেউ একে বিশেষণের তারতম্য বলে থাকেন ।

দুজনের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের উভয় ‘তরপ্’ ও ‘ঈয়সুন্’ প্রত্যয় হয় । তরপ্ প্রত্যয়ের ‘তরপ্’ এবং ‘ঈয়সুন্’ প্রত্যয়ের ‘ঈয়স্’ বিশেষণ পদের সঙ্গে যুক্ত হয় । যেমন-

অয়ম্ অনয়োঃ অতিশয়েন প্রিয়ঃ = প্রিয়তরঃ (প্রিয় + তরপ্) ।

প্রেয়ান् (প্রিয় + ঈয়স্ = প্রেয়স্ প্রথমার একবচন)

বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের উভয় তমপ্ (তম) বা ইষ্টন্ (ইষ্ট) প্রত্যয় যুক্ত হয় । যেমন- অয়ম্ এয়াম্ অতিশয়েন প্রিয়ঃ প্রিয়তমঃ (প্রিয় + তম) । প্রেষ্টঃ (প্রিয় + ইষ্ট) ।

মনে রাখবে-

ঈয়সুন্ ও ইষ্টন্ প্রত্যয় যুক্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দ নতুন রূপ ধারণ করে । যেমন-

উরু	বৰীয়স্	বরিষ্ঠ
-----	---------	--------

দীর্ঘ	দ্রাঘীয়স্	দ্রাঘিষ্ঠ
-------	------------	-----------

বিশেষণের অতিশায়নবোধক শব্দের তালিকা

বিশেষণ	ঈয়েসুন্ বা তরপ্	ইষ্টন্ বা তমপ্
--------	------------------	----------------

	প্রত্যয়ান্ত শব্দ	প্রত্যয়ান্ত শব্দ
--	-------------------	-------------------

অতিক (নিকট)	নেদীয়স্	নেদিষ্ঠ
-------------	----------	---------

অল্প	অগ্নীয়স্, অঞ্জতর	অগ্নিষ্ঠ, অঞ্জতম
------	-------------------	------------------

କୃଶ	କୃଶୀୟସ୍, କୃଶତର	କୃଶିଷ୍ଟ, କୃଶତମ
କ୍ଷିପ୍ର (ବେଗବାନ)	କ୍ଷେପୀୟସ୍, କ୍ଷିପ୍ରତର	କ୍ଷେପିଷ୍ଟ, କ୍ଷିପ୍ରତମ
କୁଦ୍ର	କ୍ଷୋଦୀୟସ୍, କୁଦ୍ରତର	କ୍ଷୋଦିଷ୍ଟ, କୁଦ୍ରତମ
ଶୁରୁ	ଗରୀୟସ୍, ଶୁରୁତର	ଗରିଷ୍ଟ, ଶୁରୁତମ
ଦୃଢ଼ (କାଠିନ)	ଦୃଢ଼ୀୟସ୍, ଦୃଢ଼ବ	ଦୃଢ଼ିଷ୍ଟ, ଦୃଢ଼ତମ
ପ୍ରଟ୍ଟ (ଦକ୍ଷ)	ପଟୀୟସ୍, ପ୍ରଟ୍ଟତର	ପାଟିଷ୍ଟ, ପ୍ରଟ୍ଟତମ
ପୃଥ୍ଵୀ (ବୃତ୍ତ, ହୁଲ)	ଅରୀୟସ୍	ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଅଶ୍ରୟ (ଅଶ୍ରଦ୍ଧନୀୟ)	ଶ୍ରେୟସ୍, ଜ୍ୟାୟସ୍,	ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜୋଷ୍ଟ
ପ୍ରିୟ	ପ୍ରେୟସ୍, ପ୍ରିୟତର	ପ୍ରେସ୍ତ, ପ୍ରିୟତମ
ବହୁ	ଭୂଯସ୍, ବହୁତର	ଭୂଯିଷ୍ଟ, ବହୁତମ
ବହୁଳ	ବହୀୟସ୍	ବହୁତିଷ୍ଟ
ମହ୍ୟ	ମହୀୟସ୍, ମହୁତର	ମହିଷ୍ଟ, ମହୁତମ
ମୃଦୁ	ମ୍ରଦୀୟସ୍, ମୃଦୁତର	ମ୍ରଦିଷ୍ଟ, ମୃଦୁତମ
ସୁବନ୍	ସବୀୟସ୍, କନୀୟସ୍	ସବିଷ୍ଟ, କନିଷ୍ଟ
ଲୟୁ	ଲୟୀୟସ୍, ଲୟୁତର	ଲୟିଷ୍ଟ, ଲୟୁତମ
ବାଢ଼ (ଅଧିକ)	ସାଧୀୟସ୍	ସାଧିଷ୍ଟ
ବୃଦ୍ଧ	ବର୍ଧୀୟସ୍, ଜ୍ୟାୟସ୍ ।	ବର୍ଧିଷ୍ଟ, ଜୋଷ୍ଟ
ଶୁଲ୍	ଶ୍ଵରୀୟସ୍	ଶ୍ଵେଷ୍ଟ
ହ୍ରସ୍ଵ (ଖର୍ବ, କୁଦ୍ର)	ହ୍ରୌସ୍ତୀୟସ୍	ହ୍ରସିଷ୍ଟ

ଅନୁଶୀଳନୀ

୧ । ବିଶେଷଗେର ଅତିଶାୟନ ବଲତେ କୀ ବୋକାୟ ? ଉଦାହରଣେର ସାହାଯ୍ୟ ବୁବିରେ ଦାଓ ।

୨ । ତରପ୍ର ଓ ଈୟସୁନ୍ ପ୍ରତାୟ କୋଥାଯ ବ୍ୟବହାର ହେବ ? ଉଦାହରଣ ଦାଓ ।

୩ । ତମପ୍ର ଓ ଇଷ୍ଟନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାୟେର ବ୍ୟବହାର ଉଦାହରଣସହ ଆଲୋଚନା କର ।

୪ । ଶର୍ଦ୍ଦ ପଠନ କର :

- | | |
|--------------------|------------------|
| କ୍ଷିପ୍ର + ଈୟସୁନ୍ । | ଦୀର୍ଘ + ଇଷ୍ଟନ୍ । |
| ମୃଦୁ + ଈୟସୁନ୍ । | ଅନ୍ତିକ + ଇଷ୍ଟନ । |
| ବୃଦ୍ଧ + ଈୟସୁନ୍ । | ଶୁଲ୍ + ଇଷ୍ଟନ୍ । |
| ବଶବନ୍ + ତମପ୍ର । | ବହୁ+ଇଷ୍ଟନ୍ । |
| | ମହ୍ୟ + ତମପ୍ର । |

৫। এক শব্দে প্রকাশ করঃ

- | | | | |
|-----------|---------|----------|----------|
| (ক) অয়ম্ | অনরোঃ | অতিশয়েন | প্রিয়ঃ। |
| (খ) অয়ম্ | এতেবাম্ | অতিশয়েন | দীর্ঘঃ |
| (গ) অয়ম্ | অনরোঃ | অতিশয়েন | হুস্বঃ। |
| (ঘ) অয়ম্ | অনরোঃ | অতিশয়েন | দৃঢ়ঃ। |

৬। নিচের অশ্বগুলোর উক্তর দাও :

- (ক) বিশেষণের উভয় কথন তৰপ্ণ প্ৰত্যয় হয়?

(খ) বছৰ মধ্যে তুলনা বোৰালে বিশেষণের উভয় কী প্ৰত্যয় হয়?

(গ) ‘উৱা’ শব্দেৰ সঙ্গে স্টেইসনুন্ প্ৰত্যয় যোগ কৱলে কী হয়?

(ঘ) গুৰু শব্দেৰ সঙ্গে ইঠন্ প্ৰত্যয় যোগ কৱলে কী হয়?

৭। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও : -

- | | | |
|-----|-------------------|------------------|
| (ক) | অতিক+ইঠন = | |
| | (১) নদীষ্ঠ | (২) নদিষ্ঠ । |
| | (৩) নেদিষ্ঠ | (৪) নাদিষ্ঠ । |
| (খ) | শুদ্র + দৈয়সূন = | |
| | (১) কুদিয়স্ | (২) ক্ষেদিয়স্ |
| | (৩) ক্ষাদিয়স্ | (৪) ক্ষেদিয়স্ । |
| (গ) | গুরু+ইঠন = | |
| | (১) গরিষ্ঠ | (২) গরীষ্ঠ |
| | (৩) গাৰিষ্ঠ | (৪) গাৰীষ্ঠ । |
| (ঘ) | অঙ্গ+ দৈয়সূন = | |
| | (১) অঞ্জিয়স্ | (২) অঞ্জীয়স্ |
| | (৩) আঞ্জীয়স্ | (৪) আঞ্জিয়স্ । |
| (ঙ) | পটু + ইঠন = | |
| | (১) পুটিষ্ঠ | (২) পাটিষ্ঠ |
| | (২) পৃটিষ্ঠ | (৪) পটিষ্ঠ । |

পঞ্চদশ পাঠ

কারক ও বিভক্তি

(ক) কারক

কৃ-ধাতু ও গুক্ত প্রত্যয়ের কারক শব্দটি নিষ্পন্ন। কৃ-ধাতুর অর্থ ‘করা’। সুতরাং কারক শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘যা ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে’। ক্রিয়া বা কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে কোন না কোনভাবে সাহায্য করাই কারকের কাজ। সুতরাং বলা হয়, ‘ক্রিয়াশুরী কারকম্’। ক্রিয়ার সঙ্গে যে যে পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে, তাদের কারক বলা হয়। যেমন- তৌর্থক্ষেত্রে রাজা স্বহস্ত্রে কোষাণ কোষাণ দরিদ্রায় ধনং যচ্ছতি (তৌর্থক্ষেত্রে রাজা স্বহস্ত্রে কোষাণ থেকে দরিদ্রকে ধন দান করছেন)।

কঃ যচ্ছতি (কে দিচ্ছেন)? -রাজা (কর্তৃকারক),

কিং যচ্ছতি (কি দিচ্ছেন)? -ধনম् (কর্মকারক),

কেন যচ্ছতি (কিসের দ্বারা দিচ্ছেন)? -স্বহস্ত্রেন (করণকারক),

কৈশ্চ যচ্ছতি (কাকে দিচ্ছেন)? -দরিদ্রায় (সম্পদান কারক),

কম্পাণ যচ্ছতি (কোথা থেকে দিচ্ছেন)? -কোষাণ (অপাদান কারক),

কুত্র যচ্ছতি (কোথায় দিচ্ছেন)? -তৌর্থক্ষেত্রে (অধিকরণকারক)।

এভাবে যচ্ছতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যস্থ অন্য সকল পদের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং এরা প্রত্যেকেই কারক।

কারকের থ্রিকারভেড:

কারক ছয় প্রকার (ঘট কারকাণি)- কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্পদানকারক, অপাদানকারক ও অধিকরণকারক।

১। কর্তৃকারক

‘করোতি ইতি কর্তা’ যে কোন কাজ করে সেই কর্তা। কর্তাকেই বলা হয় কর্তৃকারক। ক্রিয়া সম্পাদনের ব্যাপারে কর্তৃকারকের মুখ্য ভূমিকা থাকে। ‘স্বতন্ত্রঃ কর্তা’ -যে নিজে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন- শিশুঃ হসতি। মেষঃ গর্জতি। ময়ূরাঃ ন্ত্যাস্তি।

২। কর্মকারক

ক্রিয়া দ্বারা কর্তা যাকে বা যে বস্তুকে প্রধানভাবে পেতে চান, তাকে কর্মকারক বলে। সাধারণত ক্রিয়াপদকে ‘কী’ বা ‘কাকে’ দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে কর্মকারক বলা হয়। যেমন- অহং চন্দ্ৰং পশ্যামি-আমি চাঁদ দেখছি। যদি প্রশ্ন করা হয় ‘কী দেখছি?’ তাহলে উত্তর হবে ‘চাঁদ’। সুতরাং ‘চন্দ্ৰং’ কর্মকারক। স

মাং জানতি -সে আমাকে জানে। যদি প্রশ্ন করা হয় ‘কাকে জানে?’ তাহলে উত্তর হবে আমাকে। সুতরাং ‘মাং’ কর্মকারক।

৩। করণকারক

হস্তেন গৃহাতি বালিকা। সঃ চক্ষুষা পশ্যাতি।

উপরে প্রদত্ত উদাহরণ দুটি লক্ষ্য কর। প্রথম উদাহরণে কর্তা ‘বালিকা’ এইক্রিয়া সম্পন্ন করছে ‘সন্তোন’ (হাত দিয়ে)। দ্বিতীয় উদাহরণ ‘সঃ’ এই কর্তা দর্শন ক্রিয়া সম্পাদন করছে ‘চক্ষুষা’ (চোখ দিয়ে)।

এক্রপভাবে-

কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণকারক বলা হয়।

৪। সম্প্রদানকারক

রাজা দরিদ্রায় ধনং দদনতি। মাতা ভিক্ষুকায় অন্নং যচ্ছতি।

উপরের দুটি উদাহরণের মধ্যে প্রথম উদাহরণে রাজা ‘দরিদ্রায়’ (দরিদ্রকে) স্বত্ত্ব ত্যাগ করে ধন দান করছেন এবং মাতা ‘ভিক্ষুকায়’ স্বত্ত্ব ত্যাগ করে দান করছেন অন্ন। এক্রপভাবে-

যাকে স্বত্ত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয়, তাকে সম্প্রদানকারক বলে।

৫। অপাদানকারক

বৃক্ষাং পত্রাণি পতন্তি। জলাং উত্তিষ্ঠতি বালিকা।

উপরের প্রথম উদাহরণে ‘বৃক্ষাং’ (বৃক্ষ থেকে) পাতাগুলো গড়ছে কিন্তু বৃক্ষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় উদাহরণে বালিকা ‘জলাং’ (জল থেকে) উঠচে, কিন্তু জল স্থির হয়ে আছে। এক্রপভাবে-

একটি বস্তু থেকে অন্য একটি বস্তু পৃথক হওয়ার পর যে বস্তুটি স্থির থাকে, তাকে অপাদান কারক বলে।

৬। অধিকরণকারক

জলে মৎস্যাঃ নিবসন্তি। বসন্তে কোকিলাঃ কৃজন্তি। পাণিনিঃ ব্যাকরণে নিপুণঃ।

উপরে তিনটি উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে ‘মৎস্যাঃ’ কর্তা এবং ‘নিবসন্তি’ ক্রিয়া। যদি প্রশ্ন করা হয় ‘মৎস্যাঃ কুত্র নিবসন্তি?’ (মাছগুলো কোথায় বাস করে), তবে উত্তর হবে ‘জলে’ দ্বিতীয় উদাহরণ ‘কোকিলাঃ’ কর্তা এবং ‘কৃজন্তি’ ক্রিয়া। যদি প্রশ্ন করা হয় ‘কদা কোকিলাঃ কৃজন্তি?’ (কোকিলগুলো কখন কৃজন করে), তাহলে উত্তর হবে ‘বসন্তে’। তৃতীয় উদাহরণে যদি প্রশ্ন করা হয় ‘পাণিনিঃ কশ্মিন् বিষয়ে নিপুণঃ?’ (পাণিনি কোন বিষয়ে নিপুণ), তাহলে উত্তর পাওয়া যাবে ‘ব্যাকরণে’। এক্রপভাবে-

যে স্থানে, যে কালে ও যে বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে।

(ଖ) ବିଭକ୍ତି

ବିଭକ୍ତି ସାତ ପ୍ରକାର- ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ ଓ ସପ୍ତମୀ ।

ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି

ନିମ୍ନଲିଖିତ ହୁଲେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୟ:

- ୧। ଯା ଧାତୁଓ ନର, ପ୍ରତ୍ୟରାଓ ନର, ଅର୍ଥ ଯାର ଅର୍ଥ ଆଛେ, ତାକେ ପ୍ରାତିପଦିକାର୍ଥ ବଳା ହର । ପ୍ରାତିପଦିକାର୍ଥେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୟ । ସେମନ- ବୃକ୍ଷଃ, ପୁଷ୍ପମ, ଲତା, ପତ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୨। କର୍ତ୍ତବ୍ୟାଚ୍ୟେ କର୍ତ୍ତକାରକେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୟ । ସେମନ- ବାଲକଃ ପଠତି । ଶିଶୁଃ ରୋଦିତି ।
- ୩। କର୍ମବ୍ୟାଚ୍ୟେ କର୍ମକାରକେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୟ । ସେମନ- ବାଲକେନ ଚନ୍ଦ୍ରୋ ଦୃଶ୍ୟତେ । ଛାତ୍ରେଣ ପୁତ୍ରକଂ ପଠ୍ୟତେ ।
- ୪। ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୟ । ସେମନ- ଶ୍ରୁଣୁ ରେ ପାହୁଁ ! ତୋ ରାଜନ୍ !
- ୫। ଇତି, ନାମ ପ୍ରଭୃତି ଅବ୍ୟାଯ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୟ । ସେମନ- ତ୍ଵାଂ ପଞ୍ଚିତ ଇତି ଜାନାମି । ଦଶରଥୋ ନାମ ରାଜା ଆସୀଏ ।

ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି

ନିମ୍ନଲିଖିତ ହୁଲେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୟ:

- ୧। କର୍ମକାରକେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୟ । ସେମନ- ଅହ୍ ରାମାଯଣଂ ପଠାମି । ବାଲକଃ ଚନ୍ଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟାତି ।
- ୨। କ୍ରିୟାବିଶେଷଣେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୟ । ସେମନ- କୋକିଳଃ ମଧୁରଂ କୃଜାତି । ଅଶ୍ଵଃ ଦ୍ରୁଗଂ ଧାରତି ।
- ୩। ଅତ୍ୟନ୍ତସଂଘୋଗ ଅର୍ଧାଂ ବ୍ୟାଙ୍ଗି ବୋକାଲେ କାଳବାଚକ ଓ ପଥବାଚକ ଶଦେର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୟ । ଏକେ ସଂକେପେ ବଳା ହୟ ବ୍ୟାଙ୍ଗ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ।
 - (କ) କାଳବାଚକ ଶଦେର ଉତ୍ତର- ସ ମାସଂ ବ୍ୟାକରଣଂ ପଠତି । ଛାତ୍ରୋ ବର୍ଷଂ କାବ୍ୟମ ଅଧୀତେ ।
 - (ଖ) ପଥବାଚକ ଶଦେର ଉତ୍ତର- ଗିରିଃ କ୍ରୋଷ୍ଟଃ ତିଷ୍ଠତି । ଯୋଜନଂ ହିମାଲୟାତିଷ୍ଠତି ।
- ୪। ଉତ୍ତରଃ, ସର୍ବତଃ, ଧିକ୍, ଯାବଂ ଓ ଝତେ ଶଦେର ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୟ । ସେମନ- ବିଶ୍ୱଂ ସର୍ବତଃ ଈଶ୍ୱରଃ ବିରାଜତେ । ଧିକ୍ ଦେଶଦ୍ରାହିଣ୍ୟମ । ନଦୀଂ ଯାବଂ ପହାଃ । ଜ୍ଞାନଂ ଝତେ ସୁଖଂ ନାହିଁ ।
- ୫। ଅଭିତଃ, (ସମୁଦ୍ରେ), ପରିତଃ (ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ), ସମୟା (ନିକଟେ), ହା-(ହାୟ) ଏବଂ ଅତି ଶଦେର ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୟ । ସେମନ- ବିଦ୍ୟାଲୟମ୍ ଅଭିତଃ ଉଦ୍ୟାନମ୍ । ଶାମଂ ପରିତଃ ବନମ୍ ଅଭି । ନଗରଂ ସମୟା ନଦୀ ପ୍ରବହତି । ହା ପାପିନମ୍ । ଦୀନଂ ଅତି କୃପାଂ କୁକୁଳ ।
- ୬। ଅନୁ, ପ୍ରତି ପ୍ରଭୃତି କତଞ୍ଚିଲୋ ଅବ୍ୟାୟ ସତତଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରୟୁକ୍ତ ହୁଲେ ତାଦେର କର୍ମପ୍ରବଚନୀୟ ବଳା ହୟ । କର୍ମପ୍ରବଚନୀୟଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୟ । ସେମନ- ଜଗମ୍ ଅନୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ । ଅନୁ ହରିଂ ସୁରାଃ ।

তৃতীয়া বিভক্তি

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়:

- ১। অনুক্ত কর্তায় অর্থাৎ কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যের কর্তায় এবং করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন-
 - (ক) কর্মবাচ্যের কর্তায় তৃতীয়া- বালকেন চন্দ্ৰো দৃশ্যত্বে।
 - (খ) ভাববাচ্যের কর্তায় তৃতীয়া শিশুনা রূপ্যত্বে।
 - (গ) করণকারকে তৃতীয়া- বয়ং চক্ষুৰ্বা পশ্যাম্ভঃ।
- ২। হেতু অর্থে হেতুবোধক শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- বিদ্যুত্তা যশো লভ্যতে। দুঃখেন রোদিতি বৃদ্ধা।
- ৩। সহার্থ (সহ, সার্বম, সাকম ও সমম) শব্দের যোগে অঞ্চলিক শব্দের উভয়ের তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- তেন সাৰ্বম অহং গমিষ্যামি। পিতা সমম পুত্ৰঃ গচ্ছতি।
- ৪। উন্নার্থ (উন, হীন, শূন্য, রহিত), বারগার্থ (অলম, কৃতম কিম) ও প্রয়োজনার্থ (প্রয়োজন, অর্থ, কার্য, গুণ) শব্দের বোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- একেন উনঃ। বিদ্যুত্তা হীনঃ। অলং শ্রেণে। ধনেন কিম? বিবেকেন রহিতঃ।
- ৫। অপবর্গ অর্থাৎ ক্রিয়াসমান্তি ও ফলপ্রাপ্তি বোঝালে অধ্ববাচক (পথবাচক) ও কালবাচক শব্দের উভয়ের তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- ক্রোশেন কাব্যং পঠিতম (এক ক্রোশ পথ হেঁটে কাব্য পাঠ করে শেষ করেছে এবং কাব্যজ্ঞান লাভ করেছে)।
- তেন মাসেন ব্যাকরণম অধীতম (সে একমাস ব্যাকরণ পড়ে শেষ করেছে এবং ব্যাকরণবিষয়ক জ্ঞান লাভ করেছে)।
- ৬। যে অঙ্গের বিকারে অঙ্গীর বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- বালকঃ চক্ষুৰ্বা কাণঃ। স পাদেন ঘঞ্জঃ।
- কেবল হানি হলেই অঙ্গবিকৃতি হয় না। আধিক্য বোঝাতেও অঙ্গবিকৃতি হয়। মুখেন ত্রিনয়ন। বপুষা চতুর্ভুজঃ।
- যে লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তু সূচিত হয়, সেই লক্ষণবোধক শব্দের উভয়ের তৃতীয়া বিভক্তি হয়। একে উপলক্ষণে তৃতীয়াও বলা হয়। যেমন- পুস্তকেন ছাত্রং জানামি। জটাভিঃ তাপসম অপশ্যম।

চতুর্থী বিভক্তি

- ১। সম্প্রদান কারকে চতুর্থ বিভক্তি হয়। যেমন- দরিদ্রায় ধনং দেহি। স ভিক্ষবে ভিক্ষাং দদাতি।
- ২। তাদৰ্থ্য অর্থাৎ নিমিত্তার্থ বোঝাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- কুণ্ডলায় হিরণ্যম্। অশ্বায় ঘাসঃ।
- ৩। প্রকৃতির অন্যরূপ ভাবকে বলা হয় উৎপাত। উৎপাতের দ্বারা যার সূচনা হয় তাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়।
যেমন-
বাতায় কপিলা বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের স্বাভাবিক রং লাল।
অতএব, বিদ্যুতের কপিল রং, প্রকৃতির অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং এর দ্বারা সূচিত ‘বাত’ শব্দের উভয় চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে।
- ৪। হিত শব্দের যোগে যার হিত কামনা করা হয়, তার উভয় চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- ব্রাঞ্জণায় হিতম্।
তেষজং রোগিণে হিতম্।
- ৫। তুমুন প্রত্যয়ের অর্থে ভাববাচ্য নিষ্পত্তি শব্দ ব্যবহৃত হলে, তাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- বিথঃ
যাগায় (যষ্টি) যাতি। ব্রাঞ্জণঃ পাকায় (পত্তুম) যাতি।
'যষ্টুম' এর পরিবর্তে ব্যবহৃত যাগ (জর (যজ) + ভাবে ঘঞ্চ) শব্দের উভয় এবং 'পত্তুম' -এর পরিবর্তে
ব্যবহৃত পাক (জর(গচ) + ভাবে ঘঞ্চ) শব্দের উভয় চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে।
- ৬। নমস্ত, শ্রদ্ধা, স্বধা, অলম্ব ও বৰ্ষটি শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- দুর্গায়ে নমঃ।
প্রজাত্যাঃ স্বষ্টি। অগ্নয়ে স্বাহা। পিতৃত্যাঃ স্বধা। অলং (সমর্থঃ) মন্ত্রো মন্ত্রায়। ইন্দ্রায় বৰ্ষটি।
দ্রষ্টব্য- অলম্ব শব্দের সমার্থক শব্দের যোগেও চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- তোজনায় শক্তঃ বিবাদায়
পত্তুঃ।

পঞ্চমী বিভক্তি

নিম্নলিখিত স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির যোগ হয়ঃ

- ১। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন- বৃক্ষাং পত্রং পততি। স ধ্রামাং আয়াতি।
- ২। ল্যং প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া উহ্য থাকলে তার কর্মে ও অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। একে ল্যবর্ধে বা যবর্ধে
পঞ্চমী বলে। যেমন- স শুণুরাং জিহেতি (শুণুরং বীক্ষ্য) জিহেতি - একুপ অর্থ) স প্রাসাদাং নদীং পশ্যতি
(প্রাসাদম আকৃহ্য পশ্যতি - একুপ অর্থ)
- ৩। দুই বা বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বোঝালে নিকৃটের উভয় পঞ্চমী বিভক্তি হয়। একে অপেক্ষার্থে পঞ্চমী
বলে। যেমন- ধনাং বিদ্যা গরীয়সী। জন্মানুমিঃ স্বর্গাং অপি গরীয়সী।
- ৪। প্রভৃতি এবং বহিস্ত শব্দযোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন- শৈশবাং প্রভৃতি সেব্যো হরিঃ। স ধ্রামাং বহিঃ
গচ্ছতি।
- ৫। হেতু বোঝালে হেতুবোধক শব্দের উভয় পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন- দুষ্ঠাং রোদিতি বালা। শীতাং
কম্পতে বালকঃ।

ষষ্ঠী বিভক্তি

নিম্নলিখিত স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার হয়ঃ

- ১। কারক প্রভৃতির অর্থ ডিন্ন অবশিষ্ট সমস্ক অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- মম গৃহম्। বৃক্ষস্য ছায়া।
 - ২। কৃৎ প্রত্যয়ের ঘোগে কর্তায় ও কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- কর্তীয়ঃ শিশোঃ শয়নম্। সূর্যস্য উদয়ঃ। কর্মেঃ দুষ্কৃত্য পানম্।
 - ৩। কর্তা ও কর্ম উভয়ের ষষ্ঠী বিভক্তি আপ্তির সম্ভাবনা থাকলে সাধারণত কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- গৰাং দোহঃ গোপেন। জলস্য শোষণং সুর্বেগ।
 - ৪। ‘মতিরুদ্ধিপূজার্থেত্যক্ষ’ এই সূত্র অনুসারে বর্তমানকালে বিহিত ‘ক্ষ’ প্রত্যয়ের ঘোগে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা- সর্বেষাং বিদিতম্। রাজা সতাং পূজিতঃ।
 - ৫। অধিকরণবাচ্যে বিহিত ‘ক্ষ’ প্রত্যয়ের ঘোগে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন- ইদম্ এষাং শয়িতম্ (শ্যাতে অশ্মিন् ইতি শয়িতম্- শয়া)। এতৎ এষাম্ অসিতম্ (আস্যাতে অশ্মিন্ ইতি আসিতম্= আসনম্)।
 - ৬। এনপ্ প্রত্যয়ের অয়োগে ষষ্ঠী ও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন- বৃক্ষবাটিকায়ঃ বৃক্ষবাটিকাং বা দক্ষিণেন (দক্ষিণ + এনপ) সরঃ।
- ধ্রামস্য ধ্রামং বা উত্তরেণ (উত্তর + এনপ) নদী বর্ততে।

সপ্তমী বিভক্তি

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রধানত সপ্তমী বিভক্তি হয়ঃ

- ১। অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয় যেমন - গগনে চন্দ্ৰঃ উদেতি। জলে মৎস্যঃ নিবসন্তি।
- ২। ইন্দ্ৰ প্রত্যয়মুক্ত প্রত্যয়ের কর্মে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন - অধীতী ব্যাকরণে।
- ৩। কর্মের সাথে নিমিত্তের ঘোগ থাকলে নিমিত্তবোধক শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন- চৰ্মণি দ্বিপিনং হস্তি।
- ৪। যখন কোন একটি ক্রিয়ার দ্বারা অন্য একটি ক্রিয়া নির্বাহিত হয়, তখন পূর্বঘটিত নিমিত্তবোধক ক্রিয়াটিতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। একে ভাবে সপ্তমী বলে। যেমন - উদিতে সূর্যে উথিতঃ। রবৌ অন্তমিতে স গৃহং গতঃ।
- ৫। অনাদর বোঝালে যে ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয় তাতে বিকল্পে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন- রূদতঃ পুত্রস্য রূদতি পুত্রে বা মাতা জগাম।
- ৬। নির্ধারণ বোঝালে অর্থাং জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা এদের যে কোন একটির সমুদয় থেকে একের পৃথক্করণ বোঝালে জাতি প্রভৃতিতে বিকল্পে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন- কবীনাং কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।

ଅନ୍ତରୀଳମ୍

- ১। কারক কাকে বলে? কারক কত প্রকার ও কী কী?

২। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও:

সম্পদান কারক, করণ কারক, অপাদান কারক, কর্তৃকারক

৩। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে চতুর্থী বিভক্তি হয়? প্রতি ক্ষেত্রে উদাহরণ দাও।

৪। উদাহরণসহ পঞ্চমী বিভক্তি ঘয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র উল্লেখ কর।

৫। উদাহরণ দাও:

কর্মকারকে ১মা, ব্যাঞ্জার্থে ২য়া, ভাববাচ্যে ৩য়া, অপবর্গে ৪য়া, নিমিত্তার্থে ৫য়া, কর্মে ৭মী, নির্ধারণে ষষ্ঠী, অনাদরে ৮মী, ভাবে ৯মী।

৬। বেখাক্তি পদসমূহের কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় কর:

(ক) মাতা ভিস্কুলায় অন্নং দদাতি। (খ) বৃক্ষাং পত্রাণি পততি। (গ) বোজনং হিমালয়ঃ তিষ্ঠতি। (ঘ) ধিক্ দেশদ্রোহিণ্য় (ঙ) তেন মাসেন ব্যাকরণম্ অধীতম্। (চ) কবীনাং কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ। (ছ) রূদতি পুত্রে পিতা জগাম। (জ) ধনাং বিদ্যা গরীয়সী।

৭। নিচের শ্লশ্টুলোর উত্তর দাও:

(ক) 'কারক' শব্দটি কীভাবে নিষ্পন্ন?

(খ) বিভক্তি কয় প্রকার?

(গ) কর্মকারকে কোন্ বিভক্তি হয়?

(ঘ) করণ কারকে কোন্ বিভক্তি হয়?

(ঙ) অনুজ্ঞকর্তায় কোন্ বিভক্তি হয়?

৮। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও:

(ক) যে কাজ করে সে—

(১) করণ	(২) কর্তা
(৩) অপাদান	(৪) কর্ম

(খ) কর্মশ্রবচনীয়যোগে হয়-

(১) ৩য়া বিভক্তি	(২) ৪থী বিভক্তি
(৩) ৫মী বিভক্তি	(৪) ২য়া বিভক্তি

(গ) সহার্থে হয়-

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (১) ৩য়া বিভক্তি | (২) ৫মী বিভক্তি |
| (৩) ৪র্থী বিভক্তি | (৪) ৬ষ্ঠী বিভক্তি |

(ঘ) উপলক্ষণে হয়-

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (১) ৪র্থী বিভক্তি | (২) ৩য়া বিভক্তি |
| (৩) ৫মী বিভক্তি | (৪) ৬ষ্ঠী বিভক্তি |

(ঙ) অকৃতির অনুরূপ ভাবকে বলা হয়-

- | | |
|-------------|--------------|
| (১) ব্যতায় | (২) বিপর্যয় |
| (৩) উৎপাত | (৪) বিপর্যাস |

(চ) ‘অভূতি’ শব্দযোগে হয়-

- | | |
|-------------------|------------------|
| (১) ৩য়া বিভক্তি | (২) ৫মী বিভক্তি |
| (৩) ৪র্থী বিভক্তি | (৪) ২য়া বিভক্তি |

(ছ) ‘স্বষ্টি’ শব্দযোগে হয়-

- | | |
|-------------------|-----------------|
| (১) ৪র্থী বিভক্তি | (২) ৫মী বিভক্তি |
| (৩) ৬ষ্ঠী বিভক্তি | (৪) ৭মী বিভক্তি |

চতুর্থ ভাগ

সংস্কৃত অনুবাদ

অনু পূর্বক বদ্ধ ধাতু ও ঘঞ্চ প্রত্যয়বোগে ‘অনুবাদ’ শব্দটি নিষ্পত্তি। বদ্ধ ধাতুর অর্থ বলা, কিন্তু অনু পূর্বক বদ্ধ ধাতুর অর্থ ‘অনুবাদ করা’ অর্থাৎ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করা।

বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তর করার নাম ‘সংস্কৃত অনুবাদ’ বা ‘সংস্কৃতানুবাদ’।

সংস্কৃতানুবাদের সাধারণ নিয়মাবলি

[১] কর্তা অনুসারে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় অর্থাত কর্তা যে পুরুষ ও যে বচনের হয়, ক্রিয়াও সেই পুরুষ ও সেই বচনের হয়। যেমন -

সে পড়ে - সঃ পঠতি! তারা দুজন পড়ে - তৌ পঠতঃ! তারা পড়ে - তে পঠতি। তুমি পড় - তুম্য পঠসি। তোমরা দুজন পড় - যুবাম পঠতঃ। তোমরা পড় - যুয়ম্য পঠতথ। আমি পড়ি - অহম্প পঠামি। আমরা দুজন পড়ি - আবাম্য পঠাবঃ। আমরা পড়ি - বয়ঃ পঠামঃ। কোকিল ডাকে- কোকিলঃ কৃজতি। কৃষকেরা চাষ করছে - কৃষকাঃ কৰ্ষতি। মুনিগণ হোম করছেন - মুনয়ঃ হোমঃ কুৰ্বতি। চান্দ হাসছে - চন্দঃ হসতি। সূর্য উদিত হচ্ছে - সূর্যঃ উদেতি। আমরা লিখছি - বয়ঃ লিখামঃ। বালিকারা নৃত্য করছে - বালাঃ নৃত্যতি। বৃষ্টি হচ্ছে - বৃষ্টির্বতি। দুজন রাজা যুদ্ধ করছে - রাজানৌ যুদ্ধ কুৰুতঃ।

অনুশীলনী

১। নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

(ক) তারা দেখছে। (খ) তোমরা দুজনে দেখবে। (গ) যদু বলছে। (ঘ) আমি সত্য বলি। (ঙ) ব্রাহ্মণ গীতা পড়ছেন। (চ) মুনিগণ বেদ পাঠ করছেন। (ছ) ঘোড়া জল পান করছে। (জ) গণেশ দুধ পান করছে।

[২] বর্তমান কাল অর্থে লট্, অতীতকাল অর্থে লঙ্গ, ভবিষ্যৎকাল অর্থে লৃট্, অনুজ্ঞা অর্থে লোট্ এবং উচিত অর্থে বিধিলিঙ্গের প্রয়োগ হয়। যেমন -

ভৃত্য কর্ম করে - ভৃত্যঃ কৰ্যৎ করেতি। হরি মাকে জিজ্ঞেস করছে - হরিঃ মাতৃঃ পৃচ্ছতি। আমি ছাত্রাবাসে থাকি - অহঃ ছাত্রাবাসে তিষ্ঠামি।

তারা মহাভারত পড়েছিল - তে মহাভারতম্ অপঠন্ত। শিষ্কক মহাশয় ছাত্রগণকে বলেছিলেন - শিষ্ককমহাশয়ঃ ছাত্রান্ম অবদৎ। ঘোড়াটি দৌড়াচ্ছিল - অশ্চঃ অধাৰৎ।

যদু হরিকে বলবে - যদুঃ হরিং বদিয়তি। আমি আজ বেদ পড়ব - অহম্প অদ্য বেদঃ পঠিয়ামি।

ঈশ্বরকে স্মরণ কর - ঈশ্বৰঃ স্মর। দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ কর - ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্।

সর্বদা হাসা উচিত নয় - সদা ন হসেৎ। তোমাদের যাওয়া উচিত - যুয়ম্য গচ্ছেত।

দ্রষ্টব্য : ত্রিমার সঙ্গে ‘উচিত’ শব্দ থাকলে বাংলায় কর্তৃয় ষষ্ঠী বিভক্তি থাকলেও সংস্কৃতে কর্তৃয় প্রথমা বিভক্তি যোগ করতে হয়।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ কর :

- (ক) বালকগণ জল স্পর্শ করছে। (খ) তোমরা এখন লেখ। (গ) আমি মাতাকে পত্র লিখব। (ঘ) তোমাদের গীতা পড়া উচিত। (ঙ) বালকটি দৌড়াচ্ছিল। (চ) আমরা বঙ্গোপসাগর দেখেছি। (ছ) সে ফিরে আসবে।
(জ) ছাত্রদের পড়া উচিত।

[৩] কর্তৃকারকে ১মা, কর্মে ২য়া, করণে ৩য়া, সম্প্রদানে ৪র্থী, অগ্পাদানে ৫মী, সম্বন্ধে ষষ্ঠী ও অধিকরণে ৭মী বিভক্তি হয়। যেমন -

নদী প্রবাহিত হচ্ছে - নদী প্রবহতি। চাঁদ উঠছে- চন্দ্ৰঃ উদেতি। ফুল ফুটছে - পুল্পং বিকশতি।

বৈষ্ণবগণ ভগবদ পড়ছেন - বৈষ্ণবাঃ ভাগবদং পঠত্তি। বালকেরা চাঁদ দেখছে - বালকাঃ চন্দ্ৰং পশ্যত্তি। আমরা হাত দিয়ে কাজ করি - বয়ঃ হস্তেন কাৰ্যৎ, কুৰ্মঃ। সকলেই চোখ দিয়ে দেখে - সর্বে এব চক্ৰুষা পশ্যত্তি। রাজা ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিচ্ছেন - রাজা ভিক্ষুকায় ভিক্ষাং দদাতি। বন্ধুহীনকে বন্ধু দাও - বন্ধুহীনায় বন্ধুং দেহি।

গাছ থেকে পাতা পড়ছে - বৃক্ষাঃ পত্রাঃ পততি। মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে - মেঘাঃ বৃষ্টিঃ ভবতি।

এটি আমার গৃহ - ইদং মে গৃহম্।

তোমার শুশুরবাড়ি যাব - তব শুশুরালয়ঃ গমিয্যামি !

বনে বাঘ বাস করে - বনে ব্যাঘঃ বসতি।

বৰ্ষায় মেঘ ডাকে - বৰ্ষাসু মেঘঃ গজ্জৰ্তি।

সূর্য পূৰ্বদিকে উদিত হয় - সূর্যঃ পূৰ্বস্যাং দিশি উদেতি।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) জল পড়ে (খ) কৃষকেরা জমি চাষ করে। (গ) ভৃত্য প্রভুর গৃহে কাজ করে। (ঘ) আমরা কলম দিয়ে লেখি। (ঙ) বৰ্ষাকালে আকাশ মেঘের দ্বারা আবৃত হয়। (চ) বালকটি অঙ্ক ব্যক্তিকে কাপড় দিচ্ছে।

[৪] ত্রিমারবিশেষণে, ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক ও পথবাচক শব্দে, বিনা, বিক, নিকবা, প্রতি, অভিতঃ (সম্মুখে), উভয়তঃ (দুই দিকে), পরিতঃ (চারদিকে) প্রভৃতি শব্দযোগে হিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন -

অশ্ব দ্রুত দৌড়াচ্ছে - অশ্বঃ দ্রুতং ধাবতি । তিনি একমাস ধাবৎ বেদ পড়ছেন - স মাসং ধ্যাকরণং পঠতি । দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় না - দুঃখং বিনা সুখং ন লভতে । কাপুরুষকে বিক - কাপুরুষং ধিক । দরিদ্রের প্রতি দয়া কর- দীনং প্রতি দয়াৎ কুরু । গ্রামের নিকটে নদী প্রবাহিত হচ্ছে - গ্রামং নিকষ্য নদী প্রবহতি । আমাদের বিদ্যালয়ের সম্মুখে মাঠ আছে - অশ্মাকং বিদ্যালয়ম্ অভিতঃ উদ্যানম্ অস্তি । নদীর দুই দিকে নগর - নদীমূল উভয়সততঃ নগরম্ । গ্রামের চারদিকে বন আছে - গ্রামং পরিতঃ বনম্ অস্তি ।

[৫] হেতু অর্থে তৃতীয়া বা পঞ্চমী বিভক্তি হয় । প্রয়োজনার্থক শব্দ, তুল্যার্থ শব্দ ও সহার্থক শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয় । যেমন - বৃক্ষা শীতে কাঁপছে - বৃক্ষা শীতেন- শীতাতঃ কম্পতে । আমার ধনের প্রয়োজনে নেই - মম ধনেন প্রয়োজনম্ নাস্তি । কৃষ্ণের সমান কেউ নেই - কৃষ্ণেন তুল্যঃ কোঁপি নাস্তি । পিতা পুত্রের সঙ্গে যাচ্ছে - পিতা পুত্রেন সহ গচ্ছতি ।

[৬] বহিস্ত শব্দযোগে এবং অপেক্ষার্তে পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যেমন - সে গ্রামের বাইরে যাবে - স গৃহাত বহিঃ গমিষ্যতি । ধনের চেয়ে বিদ্যা বড় - ধনাত বিদ্যাগীরীসী ।

[৭] নিমিত্তার্থে ও নম্ত শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হয় । যেমন - শিবকে নমকার - শিবায় নমঃ । গুরকে নমকার - গুরবে নমঃ । জ্ঞানের জন্য পড়া উচিত - জ্ঞানায় পঠেৎ ।

[৮] নির্ধারণে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয় । যেমন - কবিদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ - কবীনাথ/কবিযু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ । বীরদের মধ্যে অর্জন শ্রেষ্ঠ - বীরামাত্ম/বীরেন্দ্র অর্জনঃ শ্রেষ্ঠঃ ।

[৯] ভাবাধিকরণে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় । যেমন - সূর্য অন্তর্মিত হলে পৃথিবী অক্ষকারাচ্ছন্ন হয় - সূর্যে অন্তর্মিতে পৃথিবী তমসাবৃত্তা ভবতি ।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃত অনুবাদ কর :

(ক) মুনিগণ তপোবনে বাস করেন । (খ) আমাদের গ্রামের দুইদিকে নদী আছে । (গ) বাংলাদেশের প্রাক্তিক শোভা মনোহারী । (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে সন্তাস । (ঙ) মাতা পুত্রশোকে রোদন করছেন । (চ) সকলেই সুখ ইচ্ছা করে । (ছ) লক্ষ্মা নিকটে সমুদ্র । (জ) ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও । (ঝ) শ্রীরামকৃষ্ণকে নমকার । (ঝঃ) তুমি বাড়ি গেলে আমি এখানে আসব । (ট) অবতারদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ । (ঠ) সে পাপের ফল অবশ্যই পাবে ।

[১০] বিশেষের যে লিঙ্গ, যে বচন ও যে বিভক্তি, বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ, সেই বচন ও সেই বিভক্তি হয় । যেমন- তারা গভীর বনে গিয়েছিল । তে গভীরং বনম্ অগচ্ছন् । অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করো না - মা স্পৃশ অপবিত্র দ্রব্যম্ । আকাশে পূর্ণ চন্দ্র বিরাজ করছে - গগনে পূর্ণচন্দ্রঃ বিরাজতে । কালো মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়- কৃত্বাত মেঘাত বৃষ্টিঃ ভবতি ।

[১১] বাক্যে সক্রিয় কর্তার ইচ্ছাধীন ।

যেমন- আমি পূজা করব - অহম পূজাম্ করিষ্যামি/অহং পূজাং করিষ্যামি । আমি ব্রাহ্মণকে গীতা দান করব- অহম ব্রাহ্মণায় গীতায় দাস্যামি/অহং ব্রাহ্মণায় গীতাং দাস্যামি ।

[১২] অতীত -গল অর্থে কৃত্বাত্যে লঙ -এ পরিবর্তে কৃবতু প্রত্যয় ব্যবহার করা যায়। কৃবতু প্রত্যয়ান্ত গদ কর্তীর বিশেষণ হয় অর্থাৎ কর্তীর লিঙ্গ ও বচন প্রাপ্ত হয়। যেমন - সে জল পান করেছিল - স জলং পীতবান्। তারা দুজন জল পান করেছিল - তৌ জলং পীতবত্তৌ। তারা জল পান করেছিল - তে জলং পীতবত্তঃ। আমার বান্ধবী কাপড় কিনেছিল - মম বান্ধবী বস্ত্রে ক্রীতবত্তৌ। দুজন বালিকে রামায়ণং পঠিতবত্তৌ। বালিকারা রামায়ণ পড়েছিল - বালিকাঃ রামায়ণং পঠিতবত্তঃ।

অনুশীলনী

১। নিচের বাক্যগুলোকে সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) সকলেই তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দোকান থেকে ক্রয় করে। (খ) সুনীল আকাশে চাঁদ শোভা পাচ্ছে।
 (গ) গভীর জলে মাছ থাকে। (ঘ) বৈঞ্চবগণ পীতাম্বর হরির ধ্যান করেন। (ঙ) এই মেয়েটি কোথায় যাবে?

[১৩] বাংলায় যেতে যেতে, পড়তে পড়তে, দেখতে দেখতে এরপ ক্রিয়ার ফিল্ডিং হলে সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় পরামৈশ্বর্ণী ধাতুর উত্তর শৃঙ্খল এবং আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর শান্ত প্রত্যয় যোগ করতে হয় :- লোকটি নদী দেখতে যাচ্ছে- নরঃ নদীং পশ্যন् গচ্ছতি। নর্তকী নাচতে নাচতে এসেছিল - নর্তকী নৃত্যন্তী আগচ্ছৎ। তারা বিবাদ করতে করতে রাজস্বারে গিয়েছিল - তে বিবদমানাঃ রাজস্বারম্য অগচ্ছন্ত।

[১৪] বাংলায় সাধুভাবায় ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'ইতে' বিভক্তি যুক্ত থাকলে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর তুমুন প্রত্যয় যোগ করতে হয়। যেমন- যদু এখন বাড়ি যাইতে ইচ্ছা করিতেছে - অধুনা যদুঃ গৃহং গম্ভয় ইচ্ছতি। আমরা চাঁদ দেখিতে ঘরের বাহিরে গিয়াছিলাম। বয়ঃ চন্দ্ৰং দ্রষ্টঃ গৃহাঃ বহিৱগচ্ছাম।

[১৫] বাংলায় সাধুভাবায় ধাতুর 'ইয়া' বিভক্তি যুক্ত থাকলে সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় ধাতুর উত্তর জ্ঞাত প্রত্যয় যোগ করতে হয় এবং যদি ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকে, তাহলে যোগ করতে হয় ল্যাপ্ প্রত্যয়। যেমন - পুনৰীক মহাশ্঵েতাকে দেখিয়া মুক্ত হইলেন - পুনৰীকঃ মহাশ্বেতাঃ দৃষ্টী মুক্তঃ অভবৎ। পুত্র মাতাকে প্রণাম করিয়া বিদেশ গিয়াছিল - পুত্রঃ মাতৃবৎ প্রণম্য বিদেশম্ অগচ্ছৎ। তিনি দেশ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যে গিয়াছিলেন - স দেশং পরিত্যজ্য মধ্যপ্রাচ্যম্য অগচ্ছৎ।

অনুশীলনী

১। নিচের বাক্যগুলো সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

- (ক) তারা পাহাড় দেখতে বিহার যাবে। (খ) দুই ব্যবসায়ী বিবাদ করতে করতে রাজদরবারে গিয়েছিল।
 (গ) খাপ করে ঘৃত খেয়ো না। (ঘ) তারা ফুল তুলতে বাগানে যাচ্ছে। (ঙ) তিনি প্রতিদিন স্নান করে নারায়ণপূজা করেন। (চ) ছাত্ররা দৌড়াতে দৌড়াতে এখানে এসেছিল। (ছ) যথাতি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে চাইলেন। (জ) বিদেশাগত পুরুকে দেখে পিতা আমন্দিত হলেন। (ঝ) পান্তবেরা মাতা কৃষ্ণসহ বনে গিয়েছিলেন। (ঝঝ) ছেলেটি চাঁদ দেখতে চায়। (ট) লোক দুটি নদী দেখে ফিরে এল।

কাহিনীমূলক অনুবাদের কতিপয় আদর্শ

১। রামকৃষ্ণঃ ধর্মসংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে বলতেন।

সংস্কৃতমঃ রামকৃষ্ণঃ ধর্মসংস্থাপনার্থায় আবির্বিভুব। স সবেষ্য ধর্মেষ্য শ্রদ্ধাশীল আসীৎ। স শিবজ্ঞানেন জীবং
সেবিতুমবদৎ।

২। প্রাচীনকালে অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বগুণ্যুক্ত। তাঁর তিন স্ত্রী ও চার পুত্র
ছিল। বড় ছেলে রাম পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে গিয়েছিলেন।

সংস্কৃতমঃ- আসীৎ পুরা অযোধ্যায়াং দশরথো নাম কশ্চিং রাজা। স আসীৎ সর্বগুণ্যুক্তঃ তস্যাসনঃ তিত্রঃ
ত্রিযঃ চতুরঃ পুত্রাম। জ্যেষ্ঠপুত্রো রামঃ পিতৃসত্যপালনায় বনমগছৎ।

৩। যথাতি কণিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজপদে অভিষিঞ্চ করতে চাইলেন। তখন পুরবাসীগণ রাজাকে বললেন, ‘যদু
আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি বেঁচে থাকতে কেন আপনি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজত্ব দিচ্ছেন?’ যথাতি বললেন,
“পিতার কথা যে প্রতিপালন করে সেই পুত্র। পুরু সেরূপ পুত্রঃ।”

সংস্কৃতমঃ- যথাতিঃ কনিষ্ঠঃ পুত্রং পুরুং রাজপদে অভিষিঞ্চমেছৎ। তদা পুরবাসিনো রাজানমবদন্ঃ, “ভবতো
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ যদুঃ। তপ্তিমূল জীবিতে সতি কথং ভবান् কনিষ্ঠপুত্রায় পুরুবে রাজ্যং দদাতি?” যথাতিরবদৎ, “যঃ
পিতৃবচনং প্রতিপালয়তি স এব পুত্রঃ। পুরুক্তাদৃশঃ পুত্রঃ।”

অনুশীলনী

১। নিচের অনুচ্ছেদগুলোকে সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

(ক) ধর্ম আমাদের রক্ষা করে। তাই আমরা ধর্ম পালন করি। ধর্মপালনের জন্য কতগুলো নিয়ম যেনে
চলতে হয়। এই নিয়মগুলোই ধর্মের লক্ষণ।

(খ) তোমার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হয়। শীতল চন্দ্র উদিত হয়। তোমার আদেশে ইন্দ্র বারি বর্ষণ
করে। তুমি সর্বজীবে অবস্থিত। তোমাকে বারি বারি প্রণাম করি।

(গ) আদি কবি বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় মূল রামায়ণ রচনা করেন। বাল্মীকিরামায়ণের অনুসরণে
কৃতিবাস বাংলাভাষায় এবং তুলসীদাস হিন্দিভাষায় রামায়ণ লেখেন। তুলসীদাসের রামায়ণের নাম
'রামচরিতমানস'।

অভিধানিকা

অ

অচিরাতি - শীত্রি। অজঃ - জন্মাহীন। অধস্তাৎ - নিচে। অনুভূয় - অনুভব করে। অন্তেবাসিনম् - শিষ্যকে।
অবাপ্স্যসি - লাভ করবে। অপাস্য - পরিত্যাগ করে। অভিযেকায় - অভিযেকের জন্য। অলৃঙ্ঘাঃ - অনিষ্টুর।
অশক্তৎ - সফল হলেন। অশাশ্঵তঃ - অস্থায়ী। অহনি - দিনে।

আ

আকর্ণ্য - শুনে। আজ্ঞাপয়াতু - আদেশ করুন। আদাতুম্ - গ্রহণ করতে। আলোক্য - দেখে। আসীৎ - ছিলেন।
অহ - বলল। আহ্বানায় - ডাকার জন্য। আহুয় - ডেকে। আযুধম্ - অস্ত্র।

ই

ইক্ষনেন - জ্ঞালানি কাঠের দ্বারা। ইব - মত। ইষ্টম্ - ঈগ্রসিত।

উ

উদকম্ (ক্লীব)- জল। উদ্যমেন - উদ্যমের দ্বারা। উপনীয় - উপনয়ন দান করে বা পৈতা দিয়ে। উপাশান্তি
- শিক্ষা দান করেন। উপাধ্যায়েন - শিক্ষকের দ্বারা। উবাচ - বললেন।

এ

একৈকম্ - একটি একটি করে। এহি - এস।

ও

ওশীনরঃ - উশীনরের পুত্র।

ক

কটাহে - কড়াইয়ে। কমুগ্রীবঃ - শঙ্খের মত গ্রীবা যার। ক্ষা - ক্ষে (ক্ষেপিঙ্গ)। কান্তা - স্তৰী কাষ্ঠাতি কাষ্ঠ
থেকে। কেদারখতম্ (ক্লীব) - জমির আল। কৌতুহল - হে কুতীপুত্র।

খ

খন্দশঃ - টুকরো টুকরো। খড়গপাণিঃ - যার হস্তে খড়গ আছে। খাদিতবান् - খেয়েছিল।

গ

গত্তা - গিয়ে। গন্তম্ - যেতে। গৃহীত্তা - গ্রহণ করে।

ঘ

ঘাতয়তি - হত্যা করায়।

চ

চক্রকারম্ (ক্লীব) - চাকার মত। চিষ্ঠেদ- ছেদন করেছিল। চিত্তয়ামাস - চিন্তা করেছিল।

ছ

ছিত্রা - ছেদন করে। ছেত্রম - ছেদন করতে।

জ

জগাদ - বলেছিলেন। জগাম - গিয়েছিলেন। জননীজঠরে - মাতৃগর্তে। জয়তু - জয় হোক। জায়তে - জন্মার্থ করে। জালিকস্য - জেলের। জীবতি - বেঁচে থাকে। জীবিতাশয়া - জীবনের আশায়। জ্ঞাতয়ঃ - জ্ঞাতিগণ।

ণ

পিচ - প্রেরণার্থক অভ্যর্থ।

ত

তপসি - তপস্যায়। তরোঃ - বৃক্ষের। তামসি - হে তমোগুণসম্পন্ন। তিতিক্ষৰ - ত্যাগ কর। তুরগারুচঃ - অশ্বারুচ। তেজসা - তেজের দ্বারা। ত্যজ - ত্যাগ করে। ত্যাজ্যম (ক্লীব) - ত্যাগ করার যোগ্য। ত্রোটায়িতু - ছিঁড়ে।

দ

দণ্ডবান - দিয়েছিল। দত্তা - দান করে। দিনচতুষ্টয়স্য - চারদিনের। দ্বাত্রিংশচক্রগোপেতস্য - ব্রহ্মটি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির। দ্বারি - দরজায়। দ্রাক - শীত্র। দ্বিজঃ - ব্রাহ্মণ। দ্বিজৰ্বত - হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। দেহি - দাও। দৈবতম - দেবতা। দোহদঃ - সাধ।

ধ

ধেৰা - গান্ধির দ্বারা। ধ্রুবম (ক্লীব) - নিশ্চিত।

ন

নকুলঃ বেজি। নভসি - আকাশে। নয় - নিয়ে যাও। নার্থঃ - নারীগণ। নিত্যকৃত্যম (ক্লীব) - প্রতিদিনের কাজ। নিবধ্য - বেঁধে। নির্বুদ্ধঃ - বুদ্ধিহীনের। নিষ্টকম (ক্লীব) - কষ্টকহীন। নূমম - অবশ্যই।

প

পঞ্চ - পাঁচ। পঞ্চশতি - পাঁচশতের সমাহার। পরিষ্঵ত্য - আলিঙ্গন করে। পলিতয় (ক্লীব) - শুভ। পর্যঃপানম (ক্লীব) - দুষ্ক। পাঞ্চাল্যঃ - পাঞ্চালদেশীয়। পাদয়োঃ - পদযুগলে। পিত্রা - পিতার দ্বারা। পিত্রে - পিতাকে। পুরা - প্রাচীনকালে প্রগম্য- প্রগাম করে। প্রতিভাস্যক্তি - প্রতিভাত হবে। প্রেষয়ামাস - পাঠ্যালেন।

ফ

ফলু (ক্লীব) - বালি।

ব

বভুব - ছিলেন। বসবঃ - বসুগণ। বর্তনম (ক্লীব) পেশা। বর্তনার্থী - বৃক্ষিপ্রার্থী। বাতাঃ - বাতাস থেকে। বাসসী - দুটি বস্ত্র। বিদিত্তা - জেনে। বিদীর্ঘ - বিদীর্ঘ করে। বিনশ্যতি - বিনষ্ট হয়। বিবরে - গর্তে। ত্রীড়া - লজ্জা। বেগমানঃ - কম্পমান।

ত

ত্রুয় - মঙ্গল। তরতায় - তরতকে। ভক্ষণার্থম् - ভক্ষণের জন্য। ভক্ষয়তু - ভক্ষণ করুন। ভক্ষ্যাভাবাত - খাদ্যের অভাবে। ভাবয় - চিন্তা কর। ভায়রা - স্ত্রী কর্তৃক। ভাবসে - বলছ। ভিয়া - ভয়ের সঙ্গে। ভুজস্ত্রায়াম - বাহুর আশ্রয়ে। ভূজঙ্ঘানাম - সাপগুলোর। ভোজ্যব্যয়ে - খাদ্যদ্রব্য খরচ করে। ভোঃ - ওহে।

ম

মকরঃ - কুমির। মত্তা - মনে করে। মন্ত্রিভঃ - মন্ত্রগত কর্তৃক। মনুজর্ধবঃ- মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। মর্কটঃ - বানর। মহৌজমঃ - মহাশক্তিশালীগণ। মা - না। মাতৃঃ - মায়ের। মাসবটকেন - ছয় মাসের মধ্যে। মিত্রে (ক্লীব) দুজন বন্ধু। মিয়ত্তে - মারা যায়।

ষ

যত্র - যেখানে। যাবৎ - যতদিন পর্যন্ত। যুধ্যত্ব - যুদ্ধ করে। যুবা - যুবক।

র

রংভূম - হে রাষ্টবশ্রেষ্ঠ। রচয়িত্তা - রচনা করে। রমত্তে - আনন্দিত হন। রফিতুম - রক্ষা করতে। রাজকুমারঃ - রাজপুত্র রাজশার্দুলঃ - রাজব্যাপ্তি। রাজ্ঞা - রাজার দ্বারা। রুব্যতি - রুষ্ট হয়। রোদিমি - রোদন করছি। রোদিবি - রোদন করছ।

শ

শনৈঃ - ধীরে। শশকঃ - খরগোশ। শশীপ - অভিশাপ দিলেন। শঙ্কা - অভিশাপ দিয়ে। শাম্যতি - প্রশংসিত হয়। শ্বার - শুনেছিলেন। শ্রদ্ধারা - শ্রদ্ধার সঙ্গে। শ্রবণৌ - কর্ণযুগল। শ্রায়ঃ- প্রশংসনীয়।

স

সংবিদা - মিত্রভাবে। সচিবান - মন্ত্রীগণকে। সরঃ (ক্লীব) - সরোবর সর্বেশে - হে সকলের ঈশ্বরী। স্মরিষ্যতি - স্মরণ করবে। স্বল্পম (ক্লীব) - অত্যল্প। সাম্প্রতম - এখন। সুত্রে - প্রসব করে। সুষা - পুত্রবধ। স্বধ্যায়াৎ - বেদপাঠ থেকে।

হ

হতবান - হত্যা করেছিল। হনিষ্যতি - হত্যা করবে। হবিষা - ঘৃতদ্বারা। হস্তিনায়াম - হস্তিনাপুরীতে। হিত্তা - পরিত্যাগ করে। হৃদি - হৃদয়ে। হিয়া - লজ্জার সঙ্গে। হৃদিতঃ - আনন্দিত।

ক্ষ

ক্ষিপ্তম् - শীঘ্ৰ।

দুষ্টব্য :- কুৰী - কুৰীবলিঙ্গ। স্ত্রী- স্ত্রীলিঙ্গ।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : সংস্কৃত

পরদুঃখে দুঃখী হও ।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।